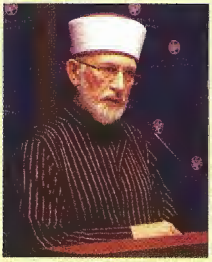
রাসূলের প্রেমে মুগ্ধ
সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত কাহিনী

আ-সীরানে জামালে মুস্তাফা



শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

লেখক পরিচিতি



বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আলকাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি পাস করেন । ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'ইসলামে শাস্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব , ওলীদের আদর্শ পুরুষ সাইয়িদুনা তাহের আলাউদ্দীন আল-কাদেরী আল-বাগদাদী (রহ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য্ অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশীদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী,মাওলানা আহমদ সাঈদ কাজেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলূনী আল-মালেকী আল-মক্কী রহ. এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদে আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মডেল। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল.এল.বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট,সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা,পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা,ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির দক্ষ সদস্য,আ'লা তাহরীক মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক,পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মলনের সহসভাপতি,আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল,পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংগঠন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপিঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি ,লাহোর'।

উর্দূ,আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত তিন'শর ওপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে।

মানবকল্যানের কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তানৈতিক ও সামাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International Whos who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়ছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচে' বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া , পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা , 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন'এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটির' চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স- উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারনেশনাল বায়ুগ্রোফিক্যাল সেন্টার অব কেম্রিজ- (IBC) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the Year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্ব- এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who -পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ' প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।

সনজরী পাবলিকেশন

اسیران جمال مصطفیٰ

আ-সীরানে জামালে মুস্তাফা

(রাসূলের প্রেমে আত্মহারা সাহাবায়ে কেরামের চল্লিশটি ঈমানদীপ্ত কাহিনী)

মূল
শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

সম্পাদনা
মাওলনা আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

ভাষান্তর
মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

রাসূলপ্রেমের পতঙ্গেরা
মূল : শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী
ভাষান্তর : মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

প্রথম প্রকাশ : ৩ জানুয়ারী ২০১১ ইং, ২৭ মুহাররম হিজরি ১৪৩২, ২০ পৌষ ১৪১২ বাংলা

মূল্য : ১৫০ [একশত পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

A-sirane Jamale Mustafa, By: Allamah Dr. Taher Al-kaderi. Translated By: Mohammad Habibullah. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 150/-

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

مَـوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلٰي حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّي اللهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَعَلٰي آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচিক্রম

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের বক্তব্য

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সাহাবায়ে কেরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করে নিজেদের চোখের পিপাসা নিবারণ করতেন, মনের প্রবল ক্ষুধা মিটাতেন এবং অন্তরে তৈরী করতেন গুল-বাগিছা। তাঁর পবিত্র দর্শন লাভ করে তারা শান্তি-স্বস্তি, আনন্দ-খুশী ও ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতেন। তাঁর চেহরা মুবারক দর্শন করে নিজেদের ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণ করতেন। শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের প্রতি নয়; বরং সত্তার প্রতিও ছিল তাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম টান, ভালবাসা ও মুহাব্বত। রাসূলের ভালবাসায় তারা নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও আপন প্রিয়জনের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে দিতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার হতে গায়েব হলে তারা পানিহীন মাছের ন্যায় ছটফট করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার হতে কখনো বিচ্যুতি তাদের কাম্য ছিলনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তার প্রতি তারা এতটাই নিবেদিত ছিলেন যে, তিনি যে একদিন বিদায় নিবেন, কখনো এ কথার কল্পনাও করেননি। তাইতো রাসূলের বিদায়ের সংবাদ শুনা মাত্রই উন্মুক্ত জনসমুদ্র ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি একথা বলবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন, আমি তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেব। মহান সাহাবী আবদুল্লাহ বিন যাইদ তো রাসূলের বিদায়ের সংবাদ শুনে আল্লাহ নিকট দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয়ার জন্য দোয়া করেছিলেন। এই ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা। মোটকথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ছাড়া তাঁর রিসালতের প্রতি ভালবাসা অসম্ভব। তাই আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক, রাসূলের সত্তাকে প্রবলভাবে ভালবাসা।

এ বিষয়ে পাকিস্তানের সুবিজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী রচিত "اسیران جمال مصطفیٰ" নামক বইটি খুবই চমৎকার বলে মনে করি। এতে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তার প্রতি ভালবাসা সম্পর্কীত সাহাবাদের চল্লিশটি ঘটনা

সমাবেশ ঘটিয়েছেন। আশা করি বইটি পাঠকদের মনে নবীপ্রেমের দ্যুতি প্রবলভাবে ছড়িয়ে দিবে।

বইটির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বলে অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত বায়তুল মুকাররমস্থ ইসলামী বই মেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস বইটির মাধ্যমে সত্যানুন্ধানী পাঠকরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা মৌলিকতা বজায় রাখার নিরলস চেষ্টা চালিয়েছি। তবে বিচারের ভার পাঠকের হাতে। ভুল-ত্রুটি অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল। ইনশাআল্লাহ।

সালামসহ

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক
সন্‌জরী পাবলিকেশন

www.AmarIslam.com

প্রারম্ভিক বক্তব্য

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা মুসলিম জাতির ঈমানের মূলকেন্দ্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তাকে ভক্তি ও ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু বিবেচনা করার ওপরই মুসলিম জাতির অস্তিত্ব, উন্নতি ও শান্তি নির্ভর করে। আমাদের ঈমানের দৃঢ়তা ও শক্তিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করার ওপর নির্ভরশীল। যদি তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক শক্ত হয়ে যায়, তখনই আমাদের ঈমান পরিপূর্ণ হবে এবং আমাদের ইবাদত-আমল সফল ও অর্থবহ হবে।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তাকে নিজেদের ভালোবাসার মূল কেন্দ্রবিন্দু মনে করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্ক ও ভালোবাসা যত দৃঢ় হবে, ঈমানও তত সুদৃঢ় ও মজবুত হবে। ফলে তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এতবেশি সম্মান করতেন যে, শত্রুরা পর্যন্ত সোচ্চারভাবে বলতেন, এ জাতি তো অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়েছে। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা ও আত্মোৎসর্গের যে-দৃশ্য হজরত উরওয়া বিন মাসউদ দেখেছেন, যদিও তিনি তখন মুসলমান ছিলেন না, তিনি মক্কার কাফেরদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, আমি পৃথিবীর বড় বড় বাদশাহর দরবারে গিয়েছি এবং তাদের সম্মান ও শিষ্টাচারের পদ্ধতি দেখেছি। কিন্তু আমি শপথ করে বলছি, আমি এমন কোনো বাদশাহ দেখিনি, যাকে তার দরবারীরা এত বেশি সম্মান করে, যেরকম সম্মান সাহাবারা তাদের নবীকে করেন। তাই তিনি কাফেরদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন মুসলমানদেরকে আক্রমণ না করতে। কারণ, তিনি একজন দক্ষ দূত হিসেবে খুব ভালো করেই জানতেন, যে-জাতি নিজের রাসূলের শরীরের স্পর্শপ্রাপ্ত পানি, ঘাম, থুথু ও কেশ মুবারক পর্যন্ত মাটিতে পড়া সহ্য করেন না, তারা কস্মিনকালেও যুদ্ধের ময়দানে তাঁর রক্ত ঝরাকে সহ্য করবেন না।

এখনো যদি মুসলিম জাতি সাহাবাদের জীবনাচরণ অনুসরণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মানের সম্পর্ককে মজবুত করে নেয়, তাহলে পৃথিবীর বুকে আবারো তারা অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হতে পারবে। যার দিকে দুনিয়ার কোনো শক্তি চোখ তুলেও তাকাতে পারবে না। 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন' মুসলিম

www.AmarIslam.com

সমাজের জীবন থেকে নিজের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- ছিন্ন সম্পর্ককে পুনরায় জুড়ে দিতে চায়। আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী সেই সম্পর্ককে মজবুত করার জন্য নিজের লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে যেভাবে মুসলমানদের প্রেরণাকে উসকে দিচ্ছেন, তার উদাহরণ বর্তমান যুগে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

বক্ষমাণ গ্রন্থে চল্লিশজন রাসূল-প্রেমিক সাহাবার ঈমানদীপ্ত ঘটনা বর্ণনা করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য। তা হলো, আজও যদি আমরা সমূহ রূপ-গুণের অধিকারী রাসূলের সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসা ও সম্মান-শ্রদ্ধার সম্পর্ক মজবুত করতে পারি, তা হলে আবারও আমরা পৃথিবীর বুকে অপ্রতিরোধ্য শক্তি ও সংঘে পরিণত হতে পারব। অপরদিকে ইসলামবিরোধী শক্তিসমূহের একমাত্র বাসনাও হলো, মুসলিম জাতির সীনা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রদ্ধা-সম্মান ও প্রেম-ভালোবাসা সমূলে উৎপাটিত করা। যাতে তারা একটি চরমপরাস্ত জাতিতে পরিণত হয়। এই বাস্তবতার দিকে বহুদিন পূর্বে জাতির শিরাজ্ঞানী কবি আল্লামা ইকবাল ইঙ্গিত করেছেন,

یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا
روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بدن سے نکالدو
فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات
اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو

ক্ষুধার্তদের দল যারা মৃত্যুকে ভয় করে না মোটেও
মুহাম্মাদের আত্মাকে তাদের শরীর থেকে বের করে দাও
আরবদের চিন্তাকে করে ইউরোপের কল্পনায় পরিণত
ইসলামকে হেজায ও ইয়ামান থেকে বের করে দাও।

সুতরাং আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, মুসলিম জাতির মনে-মগজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ঢুকিয়ে দেওয়া। যাতে তারা অতীতের মতো অদম্য ও অপ্রতিরোধ্য শক্তির দুর্গ হতে পারে।

মুহাম্মাদ তাজুদ্দীন কালামী
রিচার্স স্কলার
ফরীদে মিল্লাত রিচার্স ইনিস্টটিউট

ভূমিকা

এই বিশ্বচরাচরের সমূহ বাহ্যিক ও আত্মিক সৌন্দর্য, প্রকৃতির লাবণ্য ও সজীবতা একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্যের দান। সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। কারণ তাঁরা ঈমানে ধন্য অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। এমন এক পরিবেশে তাঁদের নিশ্বাস নেওয়ার সুযোগ হয়েছে, যে পরিবেশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুবাসে মুখরিত ছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক পলক দেখে যাওয়ার চেয়ে বেশি প্রিয় বস্তু সাহাবাদের কাছে ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদার পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে বেশি মূল্যবান ও প্রিয় ছিল তাঁদের কাছে। তাঁকে এক পলক দেখার জন্য তাঁরা পানি-বিচ্ছিন্ন মাছের মতো তড়পাতেন। এমন তুলনাহীন সৌন্দর্যের বিচ্ছেদের কল্পনাও তাঁদের প্রাণঘাতক ছিল। দুঃখ-কষ্টের যত বিষণ্ন অবস্থায় তাঁরা থাকুক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের ভেতরে শান্তি ও আনন্দের ঢেউ খেলে যেত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য-ছায়া তাঁদের মাথা থেকে কখন যে ওঠে যায়, সে-চিন্তায় তাঁরা সর্বদা অস্থির থাকতেন। তাঁদের সেই অস্থির হৃদয় তখনই শান্তি ও সান্ত্বনা পেল যখন আল্লাহ ঘোষণা করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমিকগণ আখেরাতের অনন্ত জীবনে তাঁর সঙ্গে থাকতে পারবেন। আল্লাহপাক বলেন,

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ
ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَـٰٓئِكَ رَفِيقًا
﴿٦٩﴾ ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

"আর যে কেউ আল্লাহ্‌র হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর

তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। এটা হল আল্লাহ্ প্রদত্ত মহত্ত্ব। আর আল্লাহ্ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত।”[১]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন, যেগুলো সাহাবাদের রাসূলপ্রেমের প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে আখ্যা পাওয়ার যোগ্য। নিচে এই ধরনের কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে,

১. হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله : إِنَّكَ لأُحِبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وأُحِبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، وَأُحِبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، وَإِنِّي لأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنْظُرُ إِلَيْكَ، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوتِي وَمَوتُكَ عَرِفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعتَ مَعَ النَّبِيِّيْنَ، وَإِنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلاَّ أَرَاكَ. فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾

“একজন সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার কাছে নিজের মাতা-পিতার চেয়েও বেশি প্রিয়। আমি যতক্ষণ ঘরে থাকি, আপনাকেই স্মরণ করি এবং আপনার সামনে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমি অস্থির-বেকারার থাকি। তবে একটি কথা, আমার মনে যখন মৃত্যুর কথা আসে, তখন আমি খুব চিন্তা করি, আপনি তো নবীদের সঙ্গে অতিউচ্চ স্থানে থাকবেন। আমি কি ওখানে আপনারে সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারব। একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন। ঐ মুহূর্তে হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাশরীফ আনলেন এবং এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, ‘যারা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করে

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা নিসা : ৬৯-৭০

তারা কিয়ামতের দিন সেসব ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা নেয়ামত দান করেছেন’।”[২]

২. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله إِنِّي لأُحِبُّكَ حَتَّى إِنِّي لأَذْكُرُكَ فَلَولاَ أَنِّي أَجِيءُ فَأَنْظُرُ إِلَيْكَ ظَنَنْتُ أَنَّ نَفْسِي تَخْرُجُ فَأَذْكُرُ أَنِّي إِنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ صِرْتُ دُونَكَ فِي الْمَنْزِلَةِ فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيَّ وَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الدَّرَجَةِ. فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ شَيْئاً فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ الآيَةَ.

فَدَعَاهُ رَسُولُ الله ﷺ فَتَلاَهَا عَلَيْهِ.

“একজন সাহাবী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে এতো বেশি ভালোবাসি যে, আমি সর্বদা আপনাকেই স্মরণ করতে থাকি। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সাক্ষাৎ থেকে দূরে থাকি, মনে হয়ে যেন আমার জান বের হয়ে যাচ্ছে। ফলে এ চিন্তা আমাকে নিয়ত অস্থির করে তুলে যে, আপনি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন আমি আপনার চেয়ে অনেক নিচু স্থানে থাকব। এ চিন্তা আমার জন্য বড়ই কষ্টদায়ক। আমি জান্নাতেও আপনার সার্বক্ষণিক সাক্ষাৎ চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো উত্তর দিলেন না। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা‘আলা উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে ডেকে আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।”[৩]

---

[২]. ১) সুয়ূতী : আদ্ দুররুল মানসূর, ২/১৮২
২) ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কুরআনিল আযিম, ১/৫২৩
৩) হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭/৭
৪) তাবারানী : আল-মু‘জামুল আওসাত, ১/১৫৩
৫) তাবারানী : আল-মু‘জামুস সগীর, ১/৫৩
৬) আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪/২৪০
৭) আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮/১২৫

[৩]. ১) সুয়ূতী : আদ্ দুররুল মানসূর, ২/১৮২

৩. হযরত শা'বী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَوَلَدِيْ وَأَهْلِي وَمَالِي ، وَلَوْلَا أَنِّي آتِيْكَ فَأَرَاكَ لَظَنَنْتُ أَنِّي سَأَمُوتُ . وَبَكَى الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : مَا أَبْكَاكَ؟ فَقَالَ : ذَكَرْتُ أَنَّكَ سَتَمُوتُ وَنَمُوتُ فَتَرْفَعُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ ، وَنَحْنُ إِذَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ كُنَّا دُونَكَ . فَلَمْ يُخْبِرْهُ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ﴾ إلى قوله ﴿عَلِيمًا﴾ فَقَالَ : أَبْشِرْ يَا أَبَا فُلَانٍ».

"একজন আনছারী সাহাবী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমার কাছে নিজের প্রাণ, মাতা-পিতা, ধনসম্পদ এবং পরিবারের চেয়েও বেশি প্রিয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সাক্ষাৎ থেকে দূরে থাকি, মনে হয়ে যেন আমার জান বের হয়ে যাচ্ছে। একথা বলে সাহাবী কান্নায় ভেঙে পড়েন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কেন কাঁদছ তুমি? সে বলল, আপনি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন আমি আপনার চেয়ে অনেক নিচু স্থানে থাকব। আপনার সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত থাকব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো উত্তর দিলেন না। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতটি নাজিল করলেন, 'যারা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করে তারা কিয়ামতের দিন সেসব ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত দান করেছেন'। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

২) তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ১২/৮৬, হাদিস : ১২৫৫৯
৩) হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭/৬
৪) ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কুরআনিল আযিম, ১/৫২৩

ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে ডেকে সুসংবাদ শুনিয়ে বললেন যে, তুমি সর্বদা আমার সাক্ষাতে ধন্য হবে।"[৪]

৪. এ ধরনের আরেকটি ঘটনা ইবনে জারীর রাহমতুল্লাহি আলাইহি হজরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مَحْزُونٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : يَا فُلَانُ مَا لِي أَرَاكَ مَحْزُونًا؟ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ شَيْءٌ فَكَّرْتُ فِيْهِ! فَقَالَ : مَا هُوَ؟ قَالَ : نَحْنُ نَغْدُو عَلَيْكَ وَنَرُوحُ نَنْظُرُ فِي وَجْهِكَ وَنُجَالِسُكَ ، غَدًا تُرْفَعُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ فَلَا نَصِلُ إِلَيْكَ . فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿رَفِيقًا﴾ قَالَ : فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَبَشَّرَهُ».

"একজন আনসারী সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষণ্ন অবস্থায় উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এতো বিষণ্ন কেন তুমি? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার সঙ্গে সম্পর্কিত আমার এক চিন্তা আমাকে খুরে খুরে খাচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী চিন্তা বল। সে বলল, আমরা সকাল-বিকাল আপনার দরবারে আসি, আপনার সাক্ষাৎ দ্বারা অন্তরকে ঠাণ্ডা করি এবং আপনার সান্নিধ্য দ্বারা উপকৃত হই। কিন্তু আগামীকাল যখন আপনি নবীদের সঙ্গে অতিউচ্চ মকামে থাকবেন, তখন তো আমরা আপনার পর্যন্ত পৌছুতে পারব না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীকে কোনো উত্তর দিলেন না। অতঃপর যখন জিবারাইল আলাইহিস সালাম উক্ত আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[৪]. ১) সুয়ূতী : আদ্ দুররুল মানসূর, ২/১৮২
২) হান্নাদ : আয যুহদ, باب منازل الأنبياء ১/১১৮
৩) সাঈদ বিন মানসূর : আস্ সুনান, ৪/১৩০৭, হাদিস : ৬৬১
৪) বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ২/১৩১, হাদিস : ১৩৮০

আনছারী সাহাবীকে ডেকে পাঠালেন এবং চিরস্থায়ী সান্নিধ্যের সুসংবাদ শুনালেন।"[৫]

৫. তেমনিভাবে আরেকটি ঘটনা হাদীসে এসেছে। সাহাবারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলেন,

قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَهُ فَضْلٌ عَلَى مَنْ آمَنَ بِهِ فِي دَرَجَاتِ الجَنَّةِ مِمَّنْ تَبِعَهُ وَصَدَّقَهُ ، فَكَيْفَ لَهُمْ إِذَا اِجْتَمِعُوا فِي الجَنَّةِ أَنْ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً؟ فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةِ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ الأَعْلِيْنَ يَنْحَدِرُونَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ فَيَجْتَمِعُونَ فِي رِيَاضِهَا ، فَيَذْكُرُونَ مَا أَنْعَمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَثْنُونَ عَلَيْهِ.

"(হে আল্লাহর রাসূল) আমরা জানি, জান্নাতের মর্যাদা-স্তরে আপনার মকাম অনেক উপরে হবে সেসব ব্যক্তিদের তুলনায় যারা আপনাকে সত্যায়িত করেছেন এবং অনুসরণ করেছেন। সুতরাং সবাই যখন একসঙ্গে একত্রিক হবে, তখন একজন অপরজনকে কীভাবে দেখবে? এ ঘটনাকে ভিত্তি করে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সাহাবীকে বললেন, উপর স্তরে বসবাসকারী নিচের স্তরে বসবাসকারীর কাছে আসবে, তাদের সঙ্গে বসবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নিজেরদের ওপর বর্ষিত নেয়ামতের কথা আলোচনা করবে এবং আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করবে।"[৬]

হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এই ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূলের গুণমুগ্ধ সাহাবীগণ তাঁর সাক্ষাৎ

[৫]. ১) সুয়ূতী : আদ্ দুররুল মানসূর, ২/১৮২
২) কুরতুবী : আল জামে লি আহকামিল কুরআন, ৭/৯৭
৩) তাবারী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, ৫/১৬৩
৪) ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কুরআনিল আযিম, ১/৫২৩

[৬]. ১) তাবারী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, ৫/১৬৪
২) সুয়ূতী : আদ্ দুররুল মানসূর, ২/১৮২
৩) ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কুরআনিল আযিম, ১/৫২২

থেকে নতুন প্রাণ পেতেন এবং তাঁর থেকে কিছুক্ষণের বিচ্ছেদও সহ্য করতে পারতেন না। যেন ইকবালের ভাষায়,

بیا اے ہمنشیں باہم بنالیم　　من و تو کشتۂ شان جمالیم

আস বন্ধু! এক সঙ্গে কেঁদে যাই সকল
আমরা তো একই প্রিয়তমের গুণমুগ্ধ পাগল।

এসব সান্নিধ্যপ্রেমিকদের অন্তরে সর্বদা এই আকাঙ্খা জাগ্রত থাকত যে, তাদের প্রিয় বন্ধু যেন চোখ থেকে একটি মিনিটের জন্যও অদৃশ্য না হয়। তারা নিজের মাহবুবের জিয়ারত করে সকাল-সন্ধ্যা নয়ন-মনকে শান্তি ও সান্তনা দিতেন। বিস্ময়ের কিছু নয় যে, নিখিল বিশ্বের নির্মাতা যিনি, তিনি নিজের সবচেয়ে প্রিয়তম ব্যক্তিকে চিত্রে-চরিত্রে বিরল, ব্যতিক্রম ও তুলনারহিত করে সৃষ্টি করেছেন।

کوئی مثل نئیں ڈھولن دی　　چپ کر مہر علی ایتھے جا نئیں بولن دی

সাহাবায়ে কেরাম আপাদমস্তক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমাসক্তিতে নিমজ্জিত ছিলেন। তারা রাসূলের সামনে জান, মাল, সন্তান ও পৃথিবীর অন্য কোনো প্রিয় জিনিসকে কিছুই মনে করত না। যে প্রেম-ভালোবাসা সাহাবা কেরামরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়েছেন, তার সামান্য থেকে সামান্য উদাহরণও মানব-ইতিহাসে নেই। কেয়ামত পর্যন্ত এই ধরনের উদাহরণ পাওয়া সম্ভবও নয়।

নিম্নে সেই অমর প্রেমের কিছু বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে:

১. সাহাবায়ে কেরামের নামাজ আদায় ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভের অপূর্ব দৃশ্য

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থ ছিলেন, লাগাতার পীড়ার কারণে মসজিদে তাশরীফ নিতে পারছিলেন না, তখন সাহাবায়ে কেরামের ওইসব আঁখিযুগল যা নবীদর্শনের অনুপম নেয়ামত থেকে কয়েকদিন ধরে বঞ্চিত থেকে ছিল, তাঁকে শুধু এক ঝলক দেখার জন্যে অস্থির হয়ে গেল। নবীপ্রেমিকরা অপেক্ষায় ছিল, মাহবুবের দীদার আমাদের নসীব হবে কবে! শেষমেশ সেই পরম মুহূর্ত একদিন নামাজের অবস্থায় নসীব হলো।

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিরবচ্ছিন্ন পীড়ার কালে নামাযের ইমামতির কাজ আঞ্জাম দিচ্ছিলেন হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু। তখন সোমবারে

সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুর ইমামতিতে যথা নিয়মে নামায পড়ছিলেন। ওই সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা চেতনা ফিরে পেলেন।

রেওয়ায়তের ভাষ্য এরূপ:

فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا ، وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ.

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা মুবারকের পর্দা তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতেছিলেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল যেন কোরআনের পাতা। অতঃপর মুচকি হাসলেন।"[৭]

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় অবস্থা বর্ণনা করেন এভাবে–

فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ.

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরম দীদার লাভের আনন্দে আমাদের নামাজ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলো। হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু পেছনের সারিতে শামিল হয়ে যাওয়ার জন্যে পায়ের গোড়ালি নাড়লেন। তিনি মনে করলেন, হয়তো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের জন্যে তশরীফ আনবেন।"[৮]

---

[৭]. ১) বুখারী : আস সহীহ, ১/২৪০, কিতাবুল জামাআহ ওয়াল ইমামাহ, হাদীস : ৬৪৮
২) মুসলিম : আস সাহীহ, ১/৩১৫, কিতাবুস সালাত, হাদীস : ৪১৯
৩) ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১/৫১৯, কিতাবুল জানায়িয, হাদীস নং ১৬৬৪
৪) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনদ, ৩/১৬৩
৫) বায়হাকী : আস সুনানুল কুবারা, ৩/৭৫, হাদীস : ৪৮২৫
৬) ইবনে হিব্বান : আস সাহীহ, ১৫/২৯৬, হাদীস : ৬৮৭৫
৭) আবু আওয়ানাহ : আল মুসনাদ, ১/৪৪৬, হাদীস : ১৬৫০
৮) নাসায়ী : আস সুনানুল কুবরা, ৪/২২৬১, হাদীস : ৭১০৭
৯) আব্দুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ, ৫/৪৩৩
১০) হুমায়দী : আল মুসনাদ, ২/৫০১, হাদীস : ১১৮৮
১১) আবদ ইবনে হুমায়দ : আল মুসনাদ, ১/৩৫২, হাদীস : ১১৬৩
১২) আবু ইয়া'লা : আল মুসনাদ, ৬/২৫০, হাদীস : ৩৫৪৮

[৮]. ১) বুখারী : আস সাহীহ, ১/২৪০ কিতাবুল জামাআহ ওয়াল ইমামাহ, হাদীস : ৬৪৮
২) বায়হাকী : আস সুনানুল কুবারা, ৩/৭৫, হাদীস : ৪৮২৫
৩) আব্দুর রাযযাক : আল মুসান্নাফ ৫/৪৩৩

হাদীসের রেওয়ায়তে এমন আনন্দঘন মুহূর্তের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এভাবে–

فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَضَحَ لَنَا.

"যখন পর্দা সরানো হলো আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহেরা মুবারক দৃষ্টিগোচর হলো তখন তা এমন অনিন্দসুন্দর ও চিত্তাকর্ষক মনে হলো যে, ইতিপূর্বে আমরা তদ্রূপ চেহেরা কখনো দেখতে পাই নি।"[৯]

মুসলিম শরীফে "فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ" এর স্থলে উদ্ধৃত হয়েছে,

فَبُهِتْنَا وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَرَحٍ بِخُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

"নামাযের মাঝখানে আমরা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাইরে তাশরীফ আনার আনন্দে। (অর্থাৎ নামাজের প্রতি খেয়াল বাকী ছিল না।)"[১০]

নবীপ্রেমিক হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু আনহুর উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লামা ইকবাল নামাজের অবস্থায় দীদারে মাহবুবের চিত্র তুলে ধরে বলেন–

اداۓ دید سراپا نیاز تھی تیری   کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری

এই অবস্থা কমবেশী প্রতিটি সাহাবীর ছিল। হাদীসের ব্যখ্যাকারগণ فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ এর ব্যখ্যা নিজ নিজ রুচিমতো করেছেন।

১) ইমাম ক্বাসতালানী (রহ.) লিখেন:

فَهَمَمْنَا أَيْ قَصَدْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ بَأَنْ نَخْرُجَ مِنَ الصَّلَوةِ.

---

৪) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনদ, ৩/১৬৩
৫) আবদ ইবনে হুমায়দ : আল মুসনাদ ১/৩৫২, হাদীস : ১১৬৩

[৯]. ১) বুখারী : আস সহীহ, ১/২৪১ কিতাবুল জামাআহ ওয়াল ইমামাহ, হাদীস : ৬৪৮
২) মুসলিম : আস সাহীহ, ১/৩১৫ কিতাবুস সালাত, হাদীস : ৪১৯
৩) ইবনে খুযাইমাহ : আস সহীহ, ২/৩৭২, হাদীস : ১৪৮৮
৪) আবু আওয়ানা : আল মুসনাদ, ১/৪৪৬, হাদীস : ১৬৫২
৫) বায়হাকী : আস সুনানুল কুবারা, ৩/৭৪, হাদীস : ৪৮২৫
৬) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩/২১১
৭) আবু ইয়া'লা : আল মুসনাদ, ৭/২৫ হাদীস : ২৪৩৯

[১০]. মুসলিম : আস সহীহ, ১/৩১৫, কিতাবুস সালাত, হাদীস : ৪১৯

"আমরা (দর্শনলাভের উদ্দেশ্যে) নামায ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম।"[১১]

২) লামেউদ দারারীতে আছে-

وَكَانُوْا مُتَرَصِدِيْنَ إِلَى حُجْرَتِهِ فَلَمَّا أَحَسُّوْا بِرَفْعِ السِّتْرِ إِلْتَفَتُوا إِلَيْهِ بِوُجُوهِهِمْ.

"সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরা মুবারকের দিকে নিবদ্ধ ছিল। যখন তারা পর্দার নড়াচড়া অনুভব করলো তখন হুজরা মুবারকের দিকে তারা মুখ করলো।"[১২]

৩) মাওলানা ওয়াহীদুয যামান হায়দারাবাদী (রহ.) অনুবাদ করতে গিয়ে লিখেন:

فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শনলাভে আমাদের এত আনন্দ লাগল যে, আমরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে নামায ভেঙ্গে দেওয়ার উপক্রম হয়ে ছিলাম, আর তখনই হুজুর পর্দা নীচে ফেলে দিলেন।"[১৩]

ইমাম তিরমিযী (রহ.) এর রেওয়ায়তের ভাষ্য এরূপ:

فَكَادَ النَّاسُ أَنْ يَضْطَرِبُوْا فَأَشَارَ النَّاسَ أَنْ أَثْبِتُوْا.

"লোকদের মাঝে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়ার কাছাকাছি ছিল, তখনই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে ইশারায় নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করার নির্দেশ দিলেন।"[১৪]

শায়খ ইবরাহীম বায়জুরী (রহ.) সাহাবায়ে কেরামের চাঞ্চল্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

[১১]. ক্বাসতালানী : ইরশাদুস সারী, ২/৪৪
[১২]. গংগুহী : লামেউদ দারারী, ৩/১৫০
[১৩]. ওয়াহীদুয যামান : তারজামাতুল বুখারী, ১/৩৪৯
[১৪]. তিরমিযী : আশ শামায়িলুল মুহাম্মদীয়া, ১/৩২৭, হাদীস : ৩৮৬

فَقَرِبَ النَّاسُ أَنْ يَتَحَرَّكُوْا مِنْ كَمَالِ فَرْحِهِمْ لِظَنِّهِمْ شِفَاءَهُ ﷺ حَتَّى أَرَادُوْا أَنْ يَقْطَعُوا الصَّلٰوةَ لِإِعْتِقَادِهِمْ خُرُوجَهُ ﷺ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ، وَأَرَادُوْا أَنْ يَخْلُوْا لَهُ الطَّرِيْقَ إِلَى الْمِحْرَابِ وَهَاجَ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ.

"সাহাবায়ে কেরাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ হয়ে যাওয়ার আনন্দে আন্দোলিত হওয়ার নিকটে গিয়েছিল। এমন কি নামায ভেঙ্গে ফেলার ইচ্ছা করে ছিল। তারা মনে করছিল, হয়তো আমাদের হুযুর নামায পড়ানোর জন্যে বাইরে তাশরীফ আনবেন। তাই তারা মেহরাব পর্যন্ত পথ খালি করে দেওয়ার ইচ্ছা করলো। তখন কোনো কোনো সাহাবী লাফাতে লাগলো আনন্দের আতিশয্যে।"[১৫]

ইমাম বুখারী (রহ.) 'بَابُ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلٰوةِ' এর অধীনে আর অন্যান্য মুহাদ্দিসীনগণ সাহাবায়ে কেরামের এই চাঞ্চল্যকর অবস্থার বর্ণনা হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহুর ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করেন–

وَهَمَّ الْمُسْلِمُوْنَ أَنْ يَفْتَتِنُوْا فِي صَلَاتِهِمْ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَتِمُّوْا صَلَاتَكُمْ.

"মুসলমানেরা নামায ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করে ফেলেছিল। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নামায পরিপূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন।"[১৬]

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভের পর ক্ষুধা নিবারণ

জীবনীকার ও ইতিহাসবেত্তারা লিখেছেন যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিসরের দুর্ভিক্ষের সময় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমাকৃত খাদ্য থেকে দুর্ভিক্ষ্যকবলিত মানুষদেরকে সহায়তা করেছিলেন, তাদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেছিলেন। ফসলের আরেকটি মৌসুম আসতে এখনও তিন মাস বাকী তখন হঠাৎ করে খাদ্য সংকট দেখা দিলো, কোষাগারে জমাকৃত খাবার নিঃশেষ হয়ে

[১৫]. বায়জুরী : আল মাওয়াহিবুল লুদুনীয়া আলাশ শামায়িলিল মুহাম্মদীয়া, পৃষ্ঠা : ১৯৪
[১৬]. ১) বুখারী : আস সহীহ, ১/২৬২, কিতাবু সিফাতিস সালাহ, হাদীস : ৭২১
২) ইবনে হিব্বান : আস সাহীহ, ১৪/৫৮৭, হাদীস : ৬৬২০
৩) ইবনে খুযাইমা : আস সহীহ, ৩/৭৫, হাদীস :১৬৫০
৪) ইবনে সা'দ : আত ত্বাবকাতুল কুবরা, ২/২১৭
৫) তাবারী : আত তারীখ, ২/২৩১

গেল। তখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দুর্ভিক্ষকাতর মানুষদেরকে কীভাবে খাদ্য সরবরাহ করা যাবে এব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তিত হলেন। ওই সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম দ্বারা তাকে জানিয়ে দিলেন যে, আপনি আপনার মুখমণ্ডলকে সকলের জন্যে উন্মুক্ত করে দিন। এতে করে যাতে ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যায়। রেওয়ায়েতে আছে যে, কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যদি তাকে দেখে নিত তখন তার ক্ষুধা মিটে যেত।[১৭]

কোরআন মজিদ মিশরের নারীদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছে যে, তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মোহনীয় রূপ দর্শনে ব্যাকুল ও আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা বেঘোরে তাদের অঙ্গুলি কেটে ফেলেছিল। এতো গেল ইউসুফী সৌন্দর্যের কথা।

আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বিগত সকল নবী-রাসূলদের রূপ-গুনের সমাহার। তাই নববী সৌন্দর্যের সঠিক ও যথাযথ ব্যাখ্যা কলমের কালিতে রূপায়িত করা অসম্ভব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যিয়ারতে ধন্য হয়ে অনেকে পেটের ক্ষুধাও মিটিয়ে ছিল! প্রেমাস্পদের দীদার হলে তৃষ্ণা ও ক্ষুধা আর কি অনুভব হয়!

হাদীসের বর্ণনায় আছে, হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা বিশ্বজনীন রহমতের নবী এমন এক মুহূর্তে ঘর থেকে বের হলেন, لَا يَخْرُجُ فِيْهَا وَلَا يَلْقَاهُ أَحَدٌ "যে মুহূর্তে তিনি কখনো বের হতেন না আর কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাতও করতো না।" তখন হলো কি? ক্ষুধাক্লিষ্ট আবুবকর বের হলেন ঘর থেকে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তার সাক্ষাত হলে নবীজী তাঁর আপন গুহাসঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলেন, مَاجَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ "আবু বকর! এই মুহুর্তে তুমি কেন বের হলে?" তখন ওয়াফাদার সঙ্গীটি আরজ করলো,

خَرَجْتُ أَلْقَي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَأَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيْمِ عَلَيْهِ.

'হে আল্লাহর রাসূল শুধুমাত্র আপনার সাক্ষাত, আপনার দ্বীপ্তিময় চেহেরার দর্শনলাভ এবং সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলাম।'

---

[১৭]. শামায়িলুত তিরমিযী, পৃষ্ঠা : ২৭, হাশিয়া : ৩

কিছুক্ষণ পর হযরত ফারুকে আযম রাদিআল্লাহু আনহুও এপথে এসে উপস্থিত হলেন। তখন রহমতের নবী জিজ্ঞেস করলেন, مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ! ওমর, কী কারণে আজ এসময়ে এদিকে এলে? তখন নববী প্রেমনগরীর এই বুলবুলি আরয করলো, اَلْجُوْعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ 'আল্লাহর রাসূল! ক্ষুধার অনল নেভাতে হাযির হলাম।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ইরশাদ করলেন, وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَالِكَ "আমিও তা অনুভব করতে পারছি।"[১৮]

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম তাঁর দু'বন্ধুকে নিয়ে জনৈক সাহাবী হযরত আবুল হায়ছাম ইবনে তীহান আনসারী রাদিআল্লাহু আনহুর গৃহে তাশরীফ নিলেন। হযরত আবুল হায়ছাম রাদিআল্লাহু আনহু একজন সম্পদশালী আনসারী লোক ছিলেন। তিনি খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম যখন তার বাড়িতে আসলেন তখন তিনি তার গৃহে ছিলেন না। তার পত্নী বললেন, তিনি আমাদের জন্যে পানি সংগ্রহ করতে গেছেন। ততক্ষণে আবুল হায়ছাম রাদিআল্লাহু আনহু এসে গেলেন। তিনি যখন দেখলেন বিশ্বনবীর আগমনে তার গৃহ উজ্জ্বল হলো, তাঁর পদধূলিতে তার গরীবালয় সম্মানিত হলো তখন তার খুশির অন্ত ছিল না। প্রিয়নবীকে সাহাবীদ্বয়সহ আপন গৃহে দেখতে পেয়ে তিনি তার আনন্দ ধরে রাখতে পারছিলেন না। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, আনন্দটা কীভাবে প্রকাশ করা যায়! কীভাবে আজ মহান প্রভুর দরবারে এই সুমহান নেয়ামতের সিজদায়ে শোকর আদায় করা যায়! একটি অনন্ত আনন্দ ও অপূর্ব খুশির জোয়ারে তার গৃহ ভেসে যাচ্ছিলো! ঘরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন নাঁচ ছিল উল্লাসের তরঙ্গে! হযরত আবুল হায়ছাম রাদিআল্লাহু আনহুর উপর কী ভাব সৃষ্টি হয়ে ছিল তা হাদীস শরীফের ভাষ্য বলে দিচ্ছে:

يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَيَفْدِيْهِ بِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ.

'এসেই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামকে জড়িয়ে ধরলেন আর বলছিলেন আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক।'[১৯]

---

[১৮]. ১) তিরমিযী : আল-জামেউস সহীহ, আবওয়াবুয যুহুদ, ৪/৫৮৩, হাদীস : ২৩৬৯
২) তিরমিযী : আশ শামায়িলুল মুহাম্মদিয়া, ১/৩১২, হাদীস : ৩৭৩
৩) হাকেম : আল মুসতাদরক, ৪/১৪৫, হাদিস : ৭১৭৮
৪) তাবারী : আর রিয়াদুন নাদারাহ, ১/৩৪০

[১৯]. ১) তিরমিযী : আল-জামেউস সহীহ, আবওয়াবুয যুহুদ, ৪/৫৮৩, হাদীস : ২৩৬৯

অতঃপর হযরত আবুল হায়ছাম রাদিআল্লাহু আনহু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবীদ্বয়সহ তার বাগানে নিয়ে গেলেন। তরতাজা খেজুর তাদের সামনে পেশ করলেন এবং তাদেরকে অতি যত্নে আপ্যায়ন করালেন।

উপরোক্ত হাদীস শরীফের উদ্ধৃতিতে শামায়িলে তিরমিযীর টীকায় বলা হয়েছে যে,

لَعَلَّ عُمَرُ ﷺ جَاءَ لِيَتَسَلَّى بِالنَّظَرِفِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ أَهْلُ مِصْرَ فِي زَمَنِ يُوسُفُ عَلَيهِ السَّلاَمِ وَلَعَلَّ هَـذَا المَعْنَي مَقْصُودُ أَبِي بَكْرٍ ﷺ وَقَدْ أَدَّي بِأَلْطُفِ وَجْهِ كَأَنَّهُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ بِنُورِ النُّبُوَّةِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ طَالَبَ مُلاَقَاتُهُ، وَخَرَجَ أَبُوبَكْرٍ لَمَّاظَهَرَ عَلَيْهِ بِنُورِ الْوَلاَيَةِ أَنَّهُ ﷺ خَرَجَ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِانْجَاحِ مَطْلُوبِهِ.

"হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু এজন্যে এসেছিলেন যে, যাতে তিনি হুজুর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে নিজেকে সান্তনা দেন এবং ক্ষুধার জ্বালা দমন করেন। যেভাবে মিশরবাসীরা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্য দর্শনে নিজেদের ক্ষুধা নিবারণ করতো। হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুর কর্মেও এই রহস্য নিহিত ছিল, কিন্তু একান্ত গুহা সঙ্গী স্বীয় আবেদনটিকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন। এ কথাটিও জেনে রাখা উচিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরে নবূয়ত দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এই মুহূর্তে আবু বকর সাক্ষাতপ্রার্থী হবে। আর আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে নূরে বেলায়েত দ্বারা প্রতিয়মান হয়ে ছিল যে, এই মুহূর্তে প্রিয় নবীজীর সাক্ষাত অবশ্যই নসীব হবে।"[২০]

২) তিরমিযী : আশ শামায়িলুল মুহাম্মদিয়া, ১/৩১২, হাদীস : ৩৭৩
৩) হাকেম : আল মুসতাদরক, ৪/১৪৫, হাদিস : ৭১৭৮
৪) তাবারী : আর রিয়াদুন নাদারাহ, ১/৩৪০

[২০]. শামায়িলুত তিরমিযী, পৃষ্ঠা : ২৭; হাশিয়া : ৩

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি জনৈক সাহাবীর শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা

বিশ্বচরাচরের সমস্ত সৌন্দর্য সুষমা বিশ্বনবী রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহেরা মুবারকে গচ্ছিত ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নূরানী চেহেরা মুবারক দর্শনে ধন্য প্রতিটি লোক তাঁর রূপ সুষমায় এমনভাবে হারিয়ে যেত যে, চোখের পলক বন্ধ করারও সুযোগ পেতেন না। চোখ তুলে তাকিয়েই থাকতো শুধু।

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে,

كَانَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ لاَيَطْرُفُ.

"নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এক ব্যক্তি তাঁর জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডলের প্রতি অপলক নেত্রে এমনভাবে তাকিয়ে থাকলো যে, বেশ কিছুক্ষণ ধরে সে তার চোখের পলক না নেড়ে ছাতক পাখির ন্যায় বসে থাকলো।"

নিবেদিতপ্রাণ এই সাহাবীকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এভাবে কেন আমার দিকে তাকিয়ে আছো? এই প্রেমিক সাহাবী বিনীতকণ্ঠে বললেন;

بِأَبِي وَأُمِّي أَتَمَتَّعُ مِنَ النَّظَرَ إِلَيْكَ.

'আমার মা-বাবার প্রাণ উৎসর্গিত হোক আপনার উপর। আপনার দিকে তাকিয়ে আপনার পুতঃপবিত্র চেহেরা উপভোগ করছি!'[২১]

এই রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল প্রেমিকদের নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হতো অত্যাশ্চর্যজনকভাবে। তাঁরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহনীয় রূপ ও অপূর্ব গুণাবলী দর্শন করে নিজেকে এমনভাবে হারিয়ে ফেলতো যে, ওই সময় তাঁরা দুনিয়া ও পার্থিব প্রতিটি বস্তু থেকে যেন সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে যেতো।

৩. হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুর সাক্ষাতলাভের গভীর আগ্রহ

মক্কাশরীফে ইসলামের দাওয়াত ও দ্বীন প্রচারের প্রথম মারকাজ হলো সাফা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত 'দ্বারে আরক্বাম'। এই গৃহে নবী করিম

[২১]. ১) কাযী আয়াজ : আশ শেফা, ২/৫৬৬
২) ক্বাসতালানী : ইরশাদুস সারী, ২/৯৪

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীদেরকে ইসলামের যাবতীয় বিধানাবলীর শিক্ষা প্রদান করতেন। মুসলমানদের সংখ্যা সবেমাত্র উনচল্লিশ জনে পৌঁছালো, তখন হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, আমার মন চায় যেন ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যে সকলের কাছে পৌঁছানো হোক। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করলেন। কিন্তু তাঁর আগ্রহের স্রোত বেগবান। অবশেষে তাঁর পীড়াপীড়িতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فِي النَّاسِ خَطِيْبًا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ، فَكَانَ أَوَّلُ خَطِيْبٌ دَعَا إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

'হযরত সিদ্দীকে আকবার রাদিআল্লাহু আনহু লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, আর তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনিই ইসলামের প্রথম খতীব (দাঈ) যিনি মানুষদেরকে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আহ্বান করেছেন।'[২২]

একারণেই তাঁকে ইসলামের প্রথম খতীব উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কিন্তু ফলাফল হলো কি? কাফির নরাধমেরা তাঁর উপর আক্রমন করে বসলো। তাঁকে তারা এভাবে মারলো যে, তিনি রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলেন। তাঁকে প্রাণে মারার যত ফন্দি ও চেষ্টা ছিল তাতে তারা কসুর করে নি। ওই হতভাগা কাফিররা যখন মনে করলো যে, তাঁর প্রাণপাখি দেহ পিঞ্জিরা ত্যাগ করে চলে গেছে তখন তারা তাঁকে ওই অবস্থায় রেখে চলে গেল। গোত্রের লোকেরা জানতে পেরে তাঁকে উঠিয়ে বাড়ি নিয়ে গেল। পরস্পর পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নিলো যে, আমরা অবশ্যই এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব। তখনও কিন্তু তাঁর প্রাণ বাকী ছিল। শ্বাস প্রশ্বাস চলছিল।

তাঁর পিতা আবু কোহাফা, মাতা ও গোত্রের অন্যান্যরা তাঁর চেতনা ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল। তিনি যখন সংজ্ঞা পেলেন এবং চোখ মেললেন তখন তাঁর প্রথম বাক্যটি ছিল এই–

[২২]. ১) ইবনে কাসীর : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/৩০
২) হালবী : আস্ সিরাতুল হালবিয়া, ১/৪৭৫
৩) দিয়ারে বকরী : তারিখুল খমিস, ১/২৯৪
৪) তাবারী : আর রিয়াদুন নাদারাহ, ১/৩৯৭

مَا فَعَلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ؟.

'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর কী অবস্থা?'

গোত্রের সকলে তাঁর এই কথা শুনে রাগান্বিত হলো, তারা এই বলে চলে গেল: আমরা তাঁর চিন্তায় উদ্বিগ্ন আর সে আছে অন্যের চিন্তায়। তাঁর মা জননী তাঁকে কোনো কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু রাসূল প্রেমিকের উত্তর একটাই– "ততক্ষণ পর্যন্ত আমি পানাহার করবো না যতক্ষণ না আমার প্রাণপ্রিয় মাহবূবের খবর না পায়।" কলিজার টুকরো সন্তানের এই করুণ অবস্থা দেখে মা জননী বললেন, وَاللهِ مَا لِي عِلْمٌ بِصَاحِبِكَ 'আল্লাহর কসম! তোমার বন্ধু কেমন আছে তা আমি জানি না।'

অতঃপর হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর মাতাকে বললেন, উম্মে জামীল বিনতে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে জেনে এসো। মা হযরত উম্মে জামীল রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট গিয়ে হযরত আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহুর অবস্থা বর্ণনা করলেন। যেহেতু তিনি এখনো তাঁর ইসলাম গোপন রাখার ব্যাপারে আদিষ্ট ছিলেন তাই তিনি বললেন, আমি আবু বকর ও তাঁর বন্ধু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহকে চিনি না। হ্যাঁ তবে তুমি যদি চাও তাহলে আমাকে তোমার বেটার কাছে নিয়ে যেতে পারো। হযরত উম্মে জামীল রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর মাতার সঙ্গে হযরত আবু বকরের নিকট এলেন। তাঁকে দেখে তিনি তাঁর সুপ্ত আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না। তাই বলতে লাগলেন, إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَنْتَقِمَ اللهُ لَكَ 'আমার দৃঢ় আশা যে, আল্লাহ অবশ্যই তোমার উপর তাদের এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিবেন।'

আহত আবূবকর রাদিআল্লাহু আনহু বলতে লাগলেন, ওই সব কথা রাখো আমাকে শুধুমাত্র একটি কথা বলো, مَا فَعَلَ بِرَسُولِ اللهِ؟ 'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি অবস্থা?' হযরত উম্মে জামীল রাদিআল্লাহু আনহা ইশারায় বললেন, আপনার মা শুনতে পাচ্ছে। হযরত আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, চিন্তা করো না, ভয় নেই, বলে দাও। হযরত উম্মে জামীল রাদিআল্লাহু আনহা আরজ করলেন, سَالِمٌ صَالِحٌ 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো ও নিরাপদে আছেন।' হযরত আবু বরক রাদিআল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, أَيْنَ هُوَ؟ 'তিনি এখন কোথায়?' উম্মে জামীল আরয করলেন, তিনি এখন দারে আরকামে অবস্থান করছেন।

একথা শুনার পর হযরত আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন,

إِنِّي لَا أَذُوقُ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا أَوْ أَتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

'আমি ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করবো না যতক্ষণ না আমার মাহবুব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে না পাই।'[২৩]

হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু তার মাতা ও উম্মে জামীল রাদিআল্লাহু আনহার উপর ভর করে দ্বারে আরকাম গমন করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাকে চুমো দিলেন। উপস্থিত মুসলমানগণও তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। স্বীয় বন্ধুকে আহত অবস্থায় দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবেগাপ্লুত হলেন। তাঁর মনটা ব্যাকুল হয়ে গেল।

আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু আরয করলেন, হুযুর আমার মা আপনার খেদমতে উপস্থিত। তার জন্যে দোয়া করুন। হয়তো আল্লাহ তাকে ঈমানের সম্পদে ধন্য করবেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন আর তাঁর মা ইসলাম গ্রহণ করে সম্মানিত হলেন।

৪. হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুর অসাধারণ প্রেম ও অতুল ভালোবাসা

সাহাবারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরে নবুওয়াতে উদ্ভাসিত চেহেরাটা অবলোকন করে তাদের চোখ কীভাবে শীতল করতো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা কীভাবে ভালোবাসা ও প্রীতির চাঁদরে আলিঙ্গন করতো তার একটি দৃষ্টান্ত হযরতের গুহাসঙ্গী হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুর একটি ঘটনা দ্বারা তা অনুমান করা যাবে। নিম্নে তা লিপিবদ্ধ করা হলো–

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন, পৃথিবীতে তিনটি বস্তু আমার পছন্দের। সুঘ্রাণ, নেককার স্ত্রী ও নামায, যা আমার চোখের 'ঠাণ্ডক'। হযরত আবু বকর

[২৩]. ১) ইবনে কাসীর : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/৩০
২) হালবী : আস্ সিরাতুল হালবিয়া, ১/৪৭৬
৩) তাবারী : আর রিয়াদুন নাদারাহ, ১/৩৯৮
৪) দিয়ারে বকরী : তারিখুল খমিস, ১/২৯৪

রাদিআল্লাহু আনহু শোনামাত্র আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমারও তিনটি বস্তু পছন্দের আছে:

اَلنَّظْرُ إِلَي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَي رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنْ يَكُونَ إِبْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহেরার দিকে তাকিয়ে থাকা, তাঁর কদমের নিচে আমার ধন-সম্পদ উৎসর্গ করা এবং আমার কন্যাকে তাঁর নিকাহে দেয়া।'[২৪]

বান্দা যখন একনিষ্ঠ মনে আল্লাহর কাছে স্বীয় আশা-আকাঙ্খা প্রকাশ করে তখন চিরদয়াময় আল্লাহ তাঁর করুণা ও দয়ায় তার ওই আশা পূরণ করেন। এরই ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা হযরত সিদ্দীকে আকবার রাদিআল্লাহু আনহুর আশা তিনটিও পূরণ করেছিলেন।

তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে ছিলেন। সফরে অসফরে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এমনকি সাওর পর্বতের গুহার নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যে যিয়ারাতে রাসূলের মর্যাদায় অভিসিক্ত হতে পেরেছিল। ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাযারের পাশে সমাহিত হতে পেরে সেখানেও চিরদিনের সঙ্গী হতে পেরেছেন। অর্থ-সম্পদও এভাবে দরবারে রিসালাতে উৎসর্গ করার খোশকি সমতি অর্জন করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَانَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ.

'আবু বকরের অর্থসম্পদ যেভাবে আমার উপকারে এসেছে তেমনি আর কারো সম্পদ আসে নি।'[২৫]

[২৪]. ইবনে হাযর : মুনাব্বিহাত, পৃষ্ঠা : ২১, ২২
[২৫]. ১) তিরমিযী : আল-জামেউস্ সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৬০৯, হাদিস : ৩৬৬১
২) ইবনে মাজাহ : আস-সুনান, মুকাদ্দমা, باب فضائل الصحابة, ১/৩৬, হাদীস : ৯৪
৩) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ২/২৫৩
৪) ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ, ১৫/২৭৩, হাদীস : ৬৮৫৮
৫) ইবনে আবী শায়বাহ : আল মুসান্নাফ, ৬/৩৪৮, হাদিস : ৩১৯২৭
৬) তহাভী : শরহু মা'আনিল আছার, ৪/১৫৮

অন্যস্থানে অর্থসম্পদের সঙ্গে সাহচর্যের কথাও উল্লেখ করেছেন,

إِنَّ (مِنْ) أَمَنَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُوبَكْرٍ.

'আমাকে সাহচর্য ও অর্থসম্পদ দান করে সবচেয়ে বেশী ইহসান করেছেন আবু বকর।'[২৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুর অসাধারণ ভক্তি ও ভালোবাসার কথা উল্লেখ করে হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমার আব্বা সারাদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে কাটাতেন। এশারের নামাযের পর যখন বাড়িতে আসতেন তখন সামান্য এই বিচ্ছেদের কাঁটাও তার সহ্য হতো না। পুরো রাত পানিহীন মাছের মতো অস্থির-বেচাইন হয়ে যেতেন। বিয়োগের যাতনায় তার পোড়া কলিজা থেকে এমন 'আাহ' বের হতো যেন কোনো বস্তু পুড়ছে! যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবার না দেখতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মাঝে এই অস্থিরতা থাকতো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, যে যন্ত্রণায় হযরত আবূ বকর রাদিআল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল হয়েছে তা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়োগযন্ত্রণা। প্রিয়নবীর ইন্তেকালে তাঁর স্বাস্থ্যহানি হয়েছিল অনেক। এ যন্ত্রণায় তার ইন্তেকাল ঘটে।

---

৭) হায়সমী, মওয়ারিদুজ যমআন, ১/৫৩২, হাদিস : ৬৬২১
৮) কুরতুবী : আল জামে লি আহকামিল কুরআন, ৩/৪১৮
৯) খতিবে বাগদাদী : তারিখে বাগদাদ, ১০/৩৬৩, হাদিস : ৫৫২৫
১০) তাবারী : আর রিয়াদুন নাদারাহ, ২/১৬, হাদিস : ১১৬৪১২
১১) আহমদ বিন হাম্বল : ফাদায়িলুস সাহাবা, ১/৬৫, হাদিস : ২৫
১২) সুয়ূতী : তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা : ৩০

[২৬]. ১) বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল মাসাজিদ, ১/১৭৭, হাদিস : ৪৫৪
২) তিরমিযী : আল-জামেউস্ সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৬০৮, হাদিস : ৩৬৬০
৩) নাসায়ী : আস-সুনানুল কুবরা, ৫/৩৫, হাদিস : ৮১০২
৪) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ৩/১৮
৫) ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ, ১৪/৫৫৮, হাদীস : ৬৫৯৪
৬) ইবনে আবী শায়বাহ : আল মুসান্নাফ, ৬/৩৪৮, হাদিস : ৩১৯২৬
৭) নাসায়ী : ফাদায়িলুস সাহাবা, ১/৩, হাদিস : ২
৮) আহমদ বিন হাম্বল : ফাদায়িলুস সাহাবা, ১/৬১, হাদিস : ২১
৯) ইবনে সাআদ : আত তাবকাতুল কুবরা, ২/২২৭
১০) তাবারী : আর রিয়াদুন নাদারাহ, ২/১২, হাদিস : ১০৯৪০৫

আল্লামা ইকবাল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়োগ বেদনা বর্ণনা করেন এভাবে–

قوت قلب و جگر گردد نبی — از خدا محبوب تر گردد نبی

ذره عشق نبی از حق طلب — سوز صدیق و علی از حق طلب

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মার খোরাক! দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর চেয়ে প্রিয় বেশী। তুমিও আল্লাহর কাছ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশ্‌ক ও মুহাব্বত মাগো। ওই 'তড়প' ও উদ্দীপনা খোঁজ করো যা হযরত আবু বকর ও হযরত আলী 'শেরে খোদা' রাদিআল্লাহু আনহুর ছিল।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালে নবীপ্রেমিক হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর বিলাপ

হযরত যায়দ ইবনে আসলাম রাদিআল্লাহু আনহু হতে ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বর্ণিত যে, খেলাফতের আমলে তিনি একদিন জনগণের খবরাখবর নেওয়ার জন্যে রাতের বেলায় বের হলেন। একটি গৃহে দেখলেন, সেখানে আগুন জ্বলছে, এক রমনী সুতা কাটতে কাটতে বিদায়ের বিরহ-বেদনার সমুদ্রে ডুবে গাইছিল–

عَلَى مُحَمَّدٍ صَلٰوةُ الْأَبْرَارِ — صَلَّى عَلَيْهِ الطَّيِّبُوْنَ الْأَخْيَارِ

قَدْ كُنْتُ قَوَامًا بَكِي بِالْأَسْحَارِ — يَا لَيْتَ شِعْرِيْ وَالْمَنَايَا أَطْوَارُ

هَلْ تَجْمَعُنِيْ وَ حَبِيْبِيْ الدَّارِ

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহর সকল অনুগত বান্দাদের পক্ষ হতে সালাম হোক, সকল মুত্তাকীদের পক্ষ হতেও। তিনি রাত্রের গভীরে নামাযে খুব দাঁড়াতেন, অশ্রু ঝরাতেন। হায় আফসোস মৃত্যুর রকমফের আছে। আমার যদি আস্থা হয়ে যেত যে, কিয়ামতের ময়দানে আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত হবে!"[২৭]

---

[২৭]. ১) কাযী আয়াজ : আশ শেফা, ২/৫৬৯
২) ইবনে মুবারক : আয্ যুহদ, ১/৩৬৩

হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু এসব পংক্তি একাগ্রচিত্তে শুনলেন, অমনি স্বীয় প্রিয়মনীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা তাঁর স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো। অতঃপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

সীরাত লেখকগণ বলেন,

طَرَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ، فَقَالَتْ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ : مَالِي وَلِعُمَرَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ؟ فَقَالَ : إِفْتَحِي يَرْحَمُكَ اللهُ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْكَ، فَفُتِحَتْ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، وَقَالَ : رَدِّيْ اَلْكَلِمَاتُ الَّتِي قُلْتِيْهَا آنِفًا، فَرَدَّتْهَا، فَقَالَ : أَدْخِلِيْنِي مَعَكُمَا وَقُولِي: وَعُمَرُ فَاغْفِرَ لَهُ يَاغَفَّارُ.

"তিনি দরজায় করাঘাত করলেন। রমনী জিজ্ঞেস করলো, কে? উত্তর দিলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব। রমনী বললো, রাত্রের এই মুহূর্তে এখানে ওমরের কী কাজ? তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুক, দয়া করে দরজাটি খোলো, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। রমনী দরজা খুললো। তখন হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, ইতিপূর্বে তুমি যে সব পংক্তি পড়েছিলে তা পুনরাবৃত্তি করো। রমনীটি পংক্তিগুলো আবৃত্তি করার পর হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, সেই পূণ্যময় মাহফিলে আমাকেও শামিল করো। আর এও বলো, আখিরাতে আমাদের উভয়েরই যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য নসীব হয়, আর হে ক্ষমাকারী! ওমরকে ক্ষমা করো।"[২৮]

আল্লামা ক্বাযী সুলায়মান মনসুরপুরী (রহ.) বলেন, এরপর হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। সাহবায়ে কিরাম তাঁকে দেখতে যেতেন।

সাহাবাদের নিকট ঈমান ও দ্বীন এ ছিল যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া কোনো বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে পারতেন না। একসময় হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হজ্ব করতে আসলেন। তাওয়াফের পর হাজরে আসওয়াদের সম্মুখে দাঁড়ালেন এবং দীপ্তকণ্ঠে তাকে সম্বোধন করে বললেন,

---

[২৮]. খুফাজী : নসিমুর রিয়াদ, ৩/৩৫৫

إِنِّى أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

"আমি জানি যে, তুমি একটি প্রস্তরমাত্র। যা কোনো উপকারও করতে পারে না ক্ষতিসাধনও করতে পারেনা। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুমো দিতে না দেখতাম, তাহলে আমিও তোমাকে চুম্বন করতাম না।"[২৯]

একথা বলার পর পাথরটিতে চুমো খেলেন।[৩০]

দীদারে মাহবুব দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমার অনন্য সম্মান

হিজরতের সফরে হযরত আবূবকর রাদিআল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লক্ষ্য হয়ে অকৃত্রিম ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন। এছাড়া সাহাবাদের বড় জামাতে এই মহান সাহাবাদ্বয়ের সম্মান ছিল আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেনঃ

---

[২৯]. ১) বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল হজ্ব, ২/৫৭৯, হাদিস : ১৫২০
২) মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুল হজ্ব, ২/৯২৫, হাদিস : ১২৭০
৩) ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান, কিতাবুল মানাসিক, ২/৯৮১, হাদীস : ৩৯৪৩
৪) নাসায়ী : আস-সুনানুল কুবরা, ২/৪০০, হাদিস : ৩৯১৮
৫) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ১/৪৬
৬) বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ৫/৮২, হাদিস : ৯০৫৯
৭) ইবনে আবী শায়বাহ : আল মুসান্নাফ, ৩/৩৪২, হাদিস : ১৪৭৫৩
৮) আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ৫/৭২, হাদিস : ৯০৩৫
৯) তাবরানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ৩/২৪৩, হাদিস : ৩০৪২
১০) বায্যার : আল-মুসনাদ, ১/৪৭৮, হাদিস : ৩৪১
১১) হুমাইদী : আল-মুসনাদ, ১/৭, হাদিস : ৯
১২) তাবারানী : মুসনদুশ শামিয়ীন, ২/৩৯৫, হাদিস : ১৫৬৭
১৩) আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ১/১৬৯, হাদিস : ১৮৯
১৪) বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ৩/৪৫০, হাদিস : ৪০৩৮
১৫) ইবনে আবদুল বর : আত তামহীদ, ২২/২৫৬
১৬) কাযী আয়াজ : আশ শেফা, ২/৫৫৮
১৭) যুরকানী : শরহুল মুআত্তা, ২/৪০৮

[৩০]. হাকেম : আল মুসতাদরক, ১/৬২৮, হাদিস : ১৬৮২

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ، وَهُمْ جُلُوسٌ وَفِيْهِمْ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَا يَرْفَعُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَصَرُهُ إِلَّا أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرَ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের জনাকীর্ণ মাহফিলে উপস্থিত হতেন। হযরত আবু বকর ও ওমর রাদিআল্লাহু আনহুও সেখানে উপস্থিত থাকতেন। তখন কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকাতো না, কিন্তু আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিআল্লাহু আনহু এঁরা তাঁর নূরানী চেহেরা বারবার দেখতে থাকতেন। নবীজীও তাঁদের দিকে তাকাতেন। এঁরা উভয়ে রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতেন, রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের প্রতি স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুচকি হাসতেন।"[৩১]

৬. হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু নববী সৌন্দর্যে মুগ্ধ এক প্রেমিক

নবী প্রেমিকদের মাঝে হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে আলোচনা ও মতবিনিময়ের জন্যে নিজের প্রতিনিধি করে পাঠালেন। কাফেররা বাধ্যবাধকতা আরোপ করে দিলো যে, এই বৎসর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ দূত হিসেবে কাফিরদের নিকট কা'বা শরীফের হারামে গেলে তাঁকে বলা হলো, এই বৎসর তোমরা হজ্ব করতে পারবে না। মক্কার

---

[৩১]. ১) তিরমিযী : আল-জামেউস্ সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৬১২, হাদিস : ৩৬৬৮
২) আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, ৩/১৫০
৩) তায়ালিসী : আল-মুসনাদ, ১/২৫৭, হাদীস : ২০৬৪
৪) আবদ ইবনে হুমাইদ : আল মুসনাদ, ১/৩৮৮, হাদিস : ১২৯৮
৫) আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ১/১১৬, হাদিস : ৩৩৭৮
৬) আহমদ বিন হাম্বল : ফাদায়িলুস সাহাবা, ১/২১২, হাদিস : ৩৩৯
৭) তাবারী : আর রিয়াদুন নাদারাহ, ১/৩৩৮, হাদিস : ২০৯

মুশরিকদের বিশ্বাস মতে হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহুর সঙ্গে মক্কাবাসীর অন্তরঙ্গতা ও সহমর্মিতা ছিল, তাই তাঁকে বলা হলো, তুমি যখন এসে গেলে তাই এটাকে একটা সুযোগ মনে করে তুমি তাওয়াফ করতে পারো। তোমাকে হজ্বের অনুমতি দিতে পারি। কিন্তু তিনি কাফিরদের এই অফারটা অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে প্রত্যাখান করে দিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া তিনি তাওয়াফ করা মেনে নিতে পারেন নি। তিনি নিঃসঙ্কোচে ও দৃঢ়চিত্তে বলে দিলেন–

مَا كُنْتُ لِأَطُوفَ حَتَّى يَطُوفَ النَّبِيُّ ﷺ.

"যতক্ষণ না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাওয়াফ করতে পারব না।"[৩২]

হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু ইসলামের শত্রুদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আমরা কা'বাকে কা'বা বলে মান্য করি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় ও তাঁর নির্দেশে। আমরা কা'বাকে সম্মান করি, তার চর্তুপাশে তাওয়াফ করি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করেন বলে। হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু কা'বার প্রতি তাঁর মনের আবেগ, ভালোবাসা ও হৃদয়ের আসক্তিকে তেমন গুরুত্ব দেন নি, অথচ দীর্ঘদিন ধরে তিনি কা'বার দীদারের জন্যে অপেক্ষমান ছিলেন। হিজরতের দীর্ঘ ৬,৭ মাস পর এই সুযোগটি তাঁর হাতে এলো। কিন্তু তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারটাই গুরুত্বের বিষয় ছিল, যাঁকে ছাড়া তাঁরা ধর্মের কোনো কাজের মূল্য দেন না, যাঁকে ব্যতিরেকে কোনো বিধান মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এটাই তাঁদের ঈমানের মূলে গেঁথে আছে।

প্রাণের চেয়ে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহুর যে ইশ্‌ক ছিল তা নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে

---

[৩২]. ১) বায়হাকী : আস্ সুনানুল কুবরা, ৯/২২১
২) ইবনে হিশাম : আস সিরাতুন নব্বীয়া, ৪/২৮২
৩) তাবারী : আত তারিখ, ২/১২১
৪) কাযী আয়াজ : আশ শেফা, ২/৫৯৪
৫) ইবনে কাসীর : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/১৬৭
৬) হালবী : আস্ সিরাতুল হালবিয়া, ২/৭০১
৭) ইবনে হিব্বান : আস সেকাত, ১/২৯৯
৮) তাবারী : আত তাফসীর, ২৬/৮৬
৯) ইবনে কাসীর : আত তাফসীর, ৪/১৮৭

দেয়ার পর্যায়ে ছিল, এককথায় তা ছিল অসাধারণ ও অভূতপূর্ব। হাদীস গ্রন্থসমূহে একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে যে, হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু একসময় মসজিদের দরজায় বসে গোশত খাচ্ছিলেন। লোকেরা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হযরত এটা তো মানুষজনের গমনাগমনের পথ, এখানে বসে খাওয়ার কি অর্থ? লোকেরা দেখলে কী মনে করবে? তখন তিনি উত্তরে বললেন, আমার ওই সবের চিন্তা নেই, কিছুরই পরোয়া করি না আমি। আমি শুধু এটাই জানি যে, এ দরজায় বসে আমার প্রিয় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার করেছিলেন। আমি তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করছি। এ মুহূর্তে তাঁর অনুসরণ করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

একবার তিনি অজু করার পর বিনা কারণে হাসছিলেন। কেউ জিজ্ঞেস করলো, হযরত কি কারণে মুচকি দিলেন? কারো সঙ্গে তো কথাবার্তা বলছেন না। উত্তরে বললেন, আমার কারো সঙ্গে কথা বলার কী প্রয়োজন, আমি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একসময় অজু করার পর মুচকি হাসতে দেখেছিলাম, তাই তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করছি মাত্র। আমি আমার প্রেমাস্পদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই কর্মটিই অনুসরণ করলাম।

কবি কতই না সুন্দর বলেছেন-

مجهی کیا خبر تہی رکوع کی، مجھے هوش کب تہا سجود کا
تیری نقش پاکی تلاش تہی کہ میں جهک رہا تہا نماز میں

"রুকুতে আমার খবর নেই, সিজদাতে আমার হুশ নেই। আমি তো তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করছি যখন আমি নামাযে ঝুঁকতে ছিলাম।"

এই ইশক ও প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ছিল সকল সাহাবাদের জীবনের পদে পদে।

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক

'শেরে খোদা' হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর তারবিয়াত করেছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই। জীবন প্রভাতে ইসলামের আলোয় আলোকিত হওয়ার সৌভাগ্যটা সাইয়েদুনা হযরত আলী মুরতাযা রাদিআল্লাহু আনহুরই ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল। এখানে তাঁর ওই উক্তিটি উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় যাতে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

যিয়ারত লাভের প্রশান্তিকর অবস্থাটি বলে একথা প্রমাণিত করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইশ্‌ক-মুহাব্বতের প্রদীপ হৃদয়ে প্রজ্জ্বলন করা ও তাঁর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করার মধ্যেই ঈমানের বুনিয়াদ ও ভিত্তি নিহিত রয়েছে।

ক্বাযী আয়ায (রহ.) লিখেন যে, হযরত আলী মুরতাযা রাদিআল্লাহু আনহু হতে জিজ্ঞেস করা হলো

كَيْفَ كَانَ حُبُّكُمْ لِرَسُولُ اللهِ ﷺ؟

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আপনাদের (সাহাবাদের) মুহাব্বত কেমন ছিল?"[৩৩]

তখন সাইয়েদুনা আলী রাদিআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন–

كَانَ وَاللهِ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَوْلَادِنَا وَآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَأ.

"আল্লাহর কসম! হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতার চেয়ে বেশী প্রিয়। আর কোনো তৃষ্ণার্তের কাছে ঠাণ্ডা পানি যেমন প্রিয় আমাদের কাছে আমাদের মাওলা আমাদের আক্বা তার চেয়ে অধিক প্রিয়।"[৩৪]

সাহাবায়ে কিরামদের নিয়ম ছিল তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ খোঁজত। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র দেহের সুঘ্রাণ তাঁদের জানিয়ে দিতো যে, হযরত এদিকে গিয়েছেন। অতঃপর তাঁরা সহজেই তাঁকে পেয়ে যেতো। আর তাঁদের চোখের 'ঠাণ্ডক' হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহরা মুবারকের দিকে তাকিয়ে তাদের মন প্রাণকে শীতল করে নিতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু'র অন্তরঙ্গতা হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা কেমন ছিল তা নিম্নের রেওয়ায়েত দ্বারা কিছুটা অনুমান করা যাবে।

---

[৩৩]. কাযী আয়াজ : আশ শেফা, ২/৫৬৮
[৩৪]. কাযী আয়াজ : আশ শেফা, ২/৫৬৮

সূর্য ঘুরে আসা এবং আসরের নামায আদায়

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের রণাঙ্গনে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর কোলে তাঁর নূরপূর্ণ পবিত্র মস্তকটি রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু এখনো আসরের নামায আদায় করেন নি। তখন তিনি চাইলে বলতে পারতেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইকা ওয়াসাল্লাম! আমি এখনো আসরের নামায আদায় করতে পারি নি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি নামাযটা পড়ে নিই, তারপর আপনার খিদমতে উপস্থিত হবো। তা বিবেক উচিত ও যুক্তিসঙ্গতও ছিল। কিন্তু বিবেক তো বিভিন্ন বাহানা ও পন্থা খোঁজে। যেমন আল্লামা ইকবাল বলেছেন,

عقل کو تنقید سے فرصت نہیں   عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ

"বিবেকের চরিত্র হলো নিরীক্ষা করা। আর প্রেমের কাজ হলো চোখ বুজে মাথা নুয়ে মেনে নেয়া।"

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق   عقل ہے محو تماشائے لب و بام ابھی

"বিবেক-বুদ্ধি লাভ-ক্ষতির চক্করে ঘুরতে থাকে আর ইশ্‌ক ও প্রেম অনলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্দ্বিধায় আর তাকে পরিণত করে দেয় পুষ্পকাননে। এ কারণেই ইশ্‌ক বা প্রেম তার মন্‌যিলে পৌঁছতে সক্ষম হয় আর বিবেক-বুদ্ধি পথে পথে ঘুরতে থাকে।"

بو علی اندر غبار ناقہ گم   دست رومی پردہ محمل گرفت

"বু-আলী (যা আকল-বুদ্ধির আলামত প্রেমাস্পদের) উষ্ট্রীর পায়ের ধুলোয় হারিয়ে গেল। যখন ইশ্‌ক ও প্রেমের প্রতিনিধি রূমী হাত বাড়িয়ে (মাহবূবের) পালকি ধরে ফেললো।"

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু 'বিবেক-বুদ্ধিকে মুস্তাফার সামনে কোরবান করে দাও' এই নীতি প্রকাশ করতঃ নিজের নামাযকে মাহবূবের আরাম ও বিশ্রামের সামনে কোরবান করে দিলেন। এরই ভিত্তিতে প্রেম-অনলে দগ্ধ এই আশেকের ওই নামায নসীব হলো যা পৃথিবীর আর কারো ভাগ্যে আসেনি।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু কখন থেকে মাহবূবের নৈকট্য ও খেদমতের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন! এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া কীভাবে করতে পারে! যেন তাঁর হৃদয়-অভিলাষের ভাষা ছিল নিম্নরূপ:

نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں

نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں

"নামায যদি ক্বাযা হয় আবার তা আদায় করা যায়। দর্শনলাভের সৌভাগ্যটা কি আবার ফিরে পাওয়া যায়?"

অতএব তিনি মূল্যবান সুযোগ মনে করলেন। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরপূর্ণ মহামম্বিত মথা মুবারকের জন্যে নিজের কোল বিছিয়ে দিলেন। যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র মস্তক রেখে আরাম করলেন। তখন আমরা যে রূপ বলে এসেছি সে রূপ না হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু আরয করলেন আর না নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে জিজ্ঞেস করলেন আলী! তুমি কি আসরের নামায আদায় করেছো?

এদিকে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু সৌভাগ্যবশত: নবুওয়াত আকাশের সূর্যের প্রতি তাকিয়ে আছে ওই দিকে দিবাকর দিনের শেষে তার মনযিলসমূহ অতিক্রম করে ডুবে যাচ্ছিলো আর সাঁঝের আহ্বান করছিল। যখন ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়লো তাঁর চেহেরার রঙ পরিবর্তন হতে লাগলো। একটি আজব হালতে তিনি ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। একবার সূর্যের দিকে তাকান আরেকবার রিসালাতের প্রভাকরের দিকে তাকান!

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু যখন দেখলেন দিনমণি দিনের ইতি টেনে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছিলো, তখন তাঁর চোখ বেয়ে অমনি গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হয়ে দেখলেন, হযরত আলী মুরতাযা রাদিআল্লাহু আনহু দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থায় কান্না করছেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি হলো? আরয করলেন, হুযুর! আমার আসরের নামায রয়ে গেছে। তা পড়তে পারি নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কাযা পড়ে নাও। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে জিজ্ঞাসিত নেত্রে তাকিয়ে আছেন। তাঁর নেত্রদ্বয়ের দৃষ্টিপাত যেন বলে দিচ্ছিলো, আপনার গোলামীতে নামায চলে যাবে আর আমি কাযা পড়ব? এভাবে যদি কাযা পড়ি তাহলে আদায় নামায কখন পড়ব?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন আলী কাযা নয় আদায় পড়তে চায় তখন হাত তোলে আল্লাহর দরবারে দোআ করলেন–

أَللّٰهُمَّ إِنَّ عَلِيًّا فِي طَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَسُولِكَ، فَارْدِدْ عَلَيهِ الشَّمْسَ.

"হে আল্লাহ আলী তোমার আর তোমার রাসূলের আনুগত্যে ব্যস্ত ছিল, (ফলে তার নামায ক্বাযা হয়ে গেল) আপনি তার জন্যে সূর্যটা ফিরিয়ে দিন। (সে যাতে নামায আদা পড়তে পারে।)"[৩৫]

সময় মতে নামায আদায় করাই হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য। কিন্তু এখানে তো হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু আদায় পড়তে পারেনি। তা সত্ত্বেও বলা হচ্ছে 'আলী আল্লাহর আনুগত্যে ছিল। নামায কাযা করেছেন তিনি, তারপরও কাযা করাকে বলা হচ্ছে ইতা'আত। নাউযুবিল্লাহ, আরাম আর বিশ্রাম কি আল্লাহ করছিলেন? আল্লাহ তো ওই সব থেকে পবিত্র। ঘুম কি আল্লাহর ছিল? না, আল্লাহ ওইসব থেকেও পাক পবিত্র। বিশ্রাম নিচ্ছিলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে, আলী রাদিআল্লাহু আনহুর নামায হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিদ্রার জন্যে কুরবান হয়ে গেল। তো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলা উচিত ছিল এ রকম 'হে আল্লাহ! আলী তোমার রাসূলের ইতা'আতে মশগুল ছিল।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই কথা দ্বারা ইতা'আত তথা আনুগত্যের মর্মার্থটাও বুঝা গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত যে রকমই হোক না কেন তা রবের ইতা'আতই। হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ব্যস্ত ছিলেন তাই তাঁর নামায কাযা করাটা ইতা'আত বলে সাব্যস্ত হলো। মুহতরম আ'লা হযরত বেরেলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি কতই না সুন্দর বলেছেন–

ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں   اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

হাদীস শরীফে উল্লেখ হয়েছে যে, যখন দু'জাহানের সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান হস্তটি দোয়ার জন্যে উঠালেন তখন ডুবন্ত সূর্য এভাবেই ফিরে আসলো যেন তা অস্তেই যায়নি। তা যেন এরূপ যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে রশি ছিল আর তিনি টান দিলেন তখন তাঁর দিকে সূর্যটি চলে এলো। আর তা একেবারে আসরের ওয়াক্তে এসে

[৩৫]. ১) তাবরানী : আল-মু'জামুল কবীর, ২৪/১৫১, হাদিস : ৩৯০
২) হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৮/২৯৭
৩) কাযী আয়াজ : আশ শেফা, ১/৪০০
৪) ইবনে কাসীর : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬/৮৩
৫) সুয়ূতী : আল খাসায়িসুল কুবরা, ২/১৩৭
৬) হালবী : আস্ সিরাতুল হালবিয়া, ২/১০৩

গেল। অতঃপর হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু আসরের নামায আদায় করলেন।

৮. অতুলনীয় ইশ্কে রাসূল ও বিলালী আযান

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত বিলাল রাদিআল্লাহু আনহু মদীনার অলিগলিতে একথা বলে বেড়াতেন যে, ভাইয়েরা, তোমরা কোথাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা পেয়েছো কি? আমাকেও একটু দেখাও না! তারপর বললেন, মদীনাতে অবস্থান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর তিনি সিরিয়ার 'হালব' শহরে চলে গেলেন। অন্তত ছয় মাস পর স্বপ্নযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত নসীব হলো। স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مَا هَذِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَالُ! اَمَّا آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا؟

"এটা কেমন নির্দয়তা ও বে-ওয়াফায়ী? (সাক্ষাত করা তো ছেড়ে দিলে) আমার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় কি এখনো আসেনি!"[৩৬]

ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে উটে অরোহন করে لَبَّيْكَ يَا سَيِّدِيْ يَا رَسُولَ اللهِ! বলে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় যখন প্রবেশ করলেন, তখন সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে পৌঁছে ইশ্কে রাসূলের মহাসাগরে হারিয়ে যাওয়া হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু আনহুর দৃষ্টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগলো। একবার মসজিদে দেখে আবার খুঁজতে যায় কামরায়। কোথাও না পেয়ে পরিশেষে রওযা মুবারকের উপর মাথা রেখে কান্না শুরু করে দিলেন, আর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বলেছিলেন এসে সাক্ষাত করে যাও। অধম গোলাম হালব থেকে শুধু আপনার সাক্ষাতের প্রত্যাশায় এসেছে। এ কথা বলেই মাযার মুবারকের পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। ইতিমধ্যে সারা মদীনায় খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, মুয়ায্যিনে রাসূল হযরত বিলাল রাদিআল্লাহু আনহু আগমন করেছেন। মদীনা তাইয়েবার নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জড়ো হলো। সকলের আবেদন একটি, বিলাল! একবার আমাদেরকে ওই আযানটি শোনান যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে শোনানে! হযরত বিলাল রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, আমি অপারগ। কেননা

[৩৬]. হালবী : আস্ সিরাতুল হালবিয়া, ২/৩০৮

যখন আমি আযান দিতাম তখন أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ বলার সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত ও দর্শনলাভ করে ধন্য হতাম। তাঁর দীদারে আমার চক্ষুদ্বয় শীতল করে নিতাম! এখন ওই বাক্যটি বলার সময় কার প্রতি তাকাবো!

কোনো কোনো সাহাবী পরামর্শ দিলো যে, হযরত হাসান ও হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুমার দ্বারা সুপারিশ করালে ভালো হবে। তাঁরা আযান দেওয়ার জন্যে বললে তিনি না দিয়ে পারবেন না। অতঃপর হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু বিলাল রাদিআল্লাহু আনহুর হাত ধরে বললেন-

يَا بِلَالُ نَشْتَهِيْ نَسْمَعُ أَذَانَكَ الَّذِيْ كُنْتَ تَؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ.

"বিলাল! আমরা আজ আপনার কাছ থেকে ওই আযানটা শুনতে চাই যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মসজিদে শুনাতেন।"[৩৭]

এখন হযরত বিলাল রাদিআল্লাহু আনহু না মেনে পারবেন না, তাঁকে আযান দিতেই হলো। তাই ওই স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া আরম্ভ করলেন যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাহেরী হায়াতে আযান দিতেন। পরবর্তী অবস্থা কেমন হলো তা সীরাতের কিতাবসমূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

فَلَمَّا قَالَ : اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، إِرْتَجَتِ الْمَدِيْنَةُ، فَلَمَّا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِزْدَادَ رَجَّتَهَا ، فَلَمَّا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولَ اللهِ ،خَرَجَتِ الْعَوَاتِقُ مِنْ خُدُوْرِهِنَّ ، وَقَالُوْا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَا رُئِيَ يَوْمٌ أَكْثَرُ بَاكِيًا وَلَا بَاكِيَةً بِالْمَدِيْنَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ ذَالِكَ الْيَوْمِ.

"যখন তিনি আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন তখন পুরো মদীনা কেঁপে উঠলো! (তিনি যত আগে বেড়েছেন তত আবেগ ও উদ্দীপনায় বৃদ্ধি পেতে লাগলো) যখন আশহাদু আন-লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেন তখন মদীনা আরো জোরে কেঁপে উঠলো! যখন

[৩৭]. ১) সবকী : শেফাউস সেকাম, পৃষ্ঠা : ৩৯
২) হাইতী : আল জওহারুল মুনাজ্জিম, পৃষ্ঠা : ২৭

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বললেন তখন মদীনার সমস্ত বাসিন্দা এমনকি পর্দানশীন মহিলারাও ঘর থেকে বের হয়ে এলো। (কান্নাকাটি ও মাতমে আকাশ ভারি হয়ে উঠলো।) লোকেরা বলতে লাগলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ এনেছেন। সেদিনের নারী-পুরুষের কান্নাকাটির দৃশ্য ছিল বিস্ময়কর! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর এমন দৃশ্য আর দৃষ্টিগোচর হয় নি।"[৩৮]

আল্লামা ইকবাল বিলাল রাদিআল্লাহু আনহুএর আযানকে 'তারানায়ে ইশ্‌ক' (প্রেমসঙ্গীত) উল্লেখ করে বলেন–

اذاں ازل سے ترے عشق کا ترانہ بنی   نماز اس کے نظارے کا اک بہانہ بنی

৯. নববী সৌন্দর্যের মায়াজালে বন্দি সাইয়েদুনা হযরত হামযা রাদিআল্লাহু আনহু

সাইয়েদুনা হযরত আমীরে হামযা রাদিআল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা ছিলেন। তাঁর ডাকনাম ছিল আবূ ওমারাহ। বয়সে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে দু'চার বছরের বড় ছিলেন। আবূ লাহাবের দাসী ছুয়াইবাহ তাঁকেও দুগ্ধ পান করিয়ে ছিলেন। সে হিসেবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ ভাই। তিনি ইসলামের পতাকাতলে আসার পর ইসলাম একটি আলাদা শক্তিতে বলীয়ান হয় আর মুসলমানদের মাঝে একটি অনন্য স্পন্দন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে একটি ঈমানদীপ্ত ঘটনা রয়েছে, যাতে তাঁর সততা, সত্যাশ্রয়ীতা ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের 'মহান দাঈ' হিসেবে দ্বীনের পয়গাম পৌছানোর কাজে ছয় বছর অতিবাহিত করলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ কাফির মুশরিকরা ইসলামের দাওয়াতে কান লাগাবে তো দূরের কথা নির্মম অত্যাচারের জয় জয়কার করে তারা মক্কাভূমিকে 'নির্যাতনকেন্দ্র' বানিয়ে রাখলো। ইসলামের নবী ও মুসলমানদেরকে দীর্ঘদিন ধরে উৎপীড়ন ও নির্যাতন করে আসছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে শুধু

[৩৮]. ১) যাহাবী : সিআরু আলামিন নুবালা, ১/৩৫৮
২) সবকী : শেফাউস সেকাম, পৃষ্ঠা : ৪০
৩) হালবী : আস্ সিরাতুল হালবিয়া, ৩/৩০৮

গালিগালাজ ও অপবাদ দিয়ে ক্ষান্ত হয় নি বরং তাঁকে প্রাণে হত্যা করার সমূহ কৌশল অবলম্বন করেছে। মক্কার পুরো পরিবেশই তাঁর রক্তপিপাসায় মত্ত ছিল। হযরত হামযা রাদিআল্লাহু আনহু এখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তিনি তীরান্দাযী, তরবারীখেলা, পশু শিকার ও ভ্রমণ ইত্যাদিতে এমন বিভোর ছিলেন ইসলাম কবুল করার ব্যাপারে তেমন মাথা ঘামাতে পারেন নি।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতের (ভিন্ন রেওয়ায়েত অনুসারে 'হাজূন' নামক স্থান) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের পথে মানুষদেরকে আহ্বান করে যাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে আবু জাহলও এপথে এসে দাঁড়ালো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার পর অমনি চলে গেল। সে কপালপোড়া নরাধম ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা বকবকানি দিতে লাগলো। কিন্তু মহান চরিত্রের অধিকারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহূর্তের জন্যেও তাঁর কপাল কুঁচকালেন না। আবু জাহল বকতেই ছিল, তার নাপাক মুখ থেকে অশ্রাব্য গালিগালাজ কাঁটার ন্যায় ঝরতে লাগলো। সেই দুর্ভাগা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শারীরিক নির্যাতন করতেও দ্বিধা করে নি। কিন্তু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওষ্ঠাধরে কোনো বিরূপ শব্দ আসে নি। তিনি নিরবে আবুজাহলের অপবাদ কটুক্তি ও যাতনা পূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে যাচ্ছেন। ঘরের এক কোণ থেকে এক রমনী এসব দৃশ্য দেখছিল। শিকারামোদী হযরত হামযা রাদিআল্লাহু আনহু তখন শিকার থেকে ফিরলেন। রমনী তাকে দেখে নিরব থাকতে পারে নি। বললো, হায় তুমি যদি কিছুক্ষণ আগে এখানে আসতে। তখন তুমি তোমার ভাতিজাকে আবূজাহল কিরূপ আচরণ করেছে জানতে পারতে। তাঁকে শুধু গালিগালাজ করে ক্ষান্ত হয় নি বরং ওই নিষ্ঠুর তোমার ভাতিজার গায়ে হাত তুলেছে। হযরত হামযা এসব শুনে রেগে ফেটে পড়লেন। তার মুখাবয়ব রক্তবর্ণ হয়ে গেল। বললেন, আবু জাহলের এই সাহস কোত্থেকে এলো যে, আমার ভাতিজার গায়ে হাত লাগাবে? তিনি দ্রুতপদে কা'বা প্রাঙ্গনে গেলেন। দেখতে পেলেন আবূজাহল তার দোসরদের সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছে। নরপিশাচ আবু জাহলকে দেখে হযরত হামযা অগ্নি মূর্তি ধারণ করলেন। নিষ্ঠুরতা ও পৈচাশিকতার সাজা দিতে তার মাথায় কামান দিয়ে আঘাত করলেন, তখন কুলাঙ্গার আবূ জাহলের মাথা ফেটে রক্ত বের হলো। হযরত হামযা রাদিআল্লাহু আনহু কামানটা আস্তে করে হাতে নিলেন। তারপর বললেন, আবু জাহ্‌ল! তোর তো কম সাহস না! আমার

ভাতিজাকে আবার গালিগালাজ করিস আর তাকে দুর্ব্যবহার করিস! অতঃপর হযরত হামযা রাদিআল্লাহু আনহুর আত্মার জগতে পরিবর্তন সৃষ্টি হলো। সেখানে নূরে ঈমানের প্রদীপ জ্বলে উঠলো! 'তাক্বদীরকাননে' যেন ফুল ফুটলো! তাঁর নয়ন যুগলে নবীপ্রেমের বাতি আলো ছড়াতে লাগলো! নয়াঈমানী গায়রাত নিয়ে হযরত হামযা রাদিআল্লাহু আনহু আবু জাহলকে বলতে লাগলেন,

أَتَشْتُمُهُ وَأَنَا عَلَي دِيْنِهِ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ فَرَدَّ ذَالِكَ عَلَيَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ.

"আমার ভাতিজাকে গালিগালাজ করিস? আমি (তাঁর ধর্ম মানি আর) সে যা বলে তাই বলি। দ্বিতীয়বার বল দেখি!"[৩৯]

অতঃপর পৃথিবী বিস্মিতনেত্রে দেখলো, ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু দরবারে রিসালতের উদ্দেশ্যে আসছেন। সাহাবাদের মনে সংশয় সৃষ্টি হলো। কিন্তু মুস্তাফাপ্রেমিক হযরত হামযা রাদিআল্লাহু আনহু তাঁদের বলে দিলেন, সে যদি ভালো উদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে ভালো অন্যথায় তার তরবারী দ্বারা তার শির দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়া হবে!

১০. হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবাদের ব্যাকুলতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদারের ইচ্ছা ও আগ্রহ সাহাবাদের অন্তরে এমনভাবে ছিল যে, তাদের জীবনে কোনো একটি মুহূর্তও তা থেকে খালি নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ করে সাহাবায়ে কেরামরা তাঁদের মনকে প্রশান্তি দিতেন, আর আল্লাহর মা'রিফাতের বাতায়ন তাদের হৃদয়াকাশে উদ্ভাসিত হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদারের তামান্না তাদের মনে এমনভাবে ছেয়ে গিয়েছিল যে, কোনো কারণে যদি কিছুদিন তাঁর দীদার নসীব না হতো, তখন তাঁরা অস্থির বেচাইন হয়ে যেতেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহুর কী অবস্থা হতো তিনি তা বর্ণনা করেন এভাবে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরজ করলাম-

[৩৯]. ১) ইবনে হিশাম : আস সিরাতুন নব্বীয়া, ২/১২৯
২) তাবারী : আত তারিখ, ১/৫৪৯
৩) হালবী : আস্ সিরাতুল হালবিয়া, ১/৪৭৭
৪) মুহিব্বে তাবারী : যখারেরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুবরা, ১/১৭৩

إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِيْ وَقُرَّتْ عَيْنِي، فَأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ ﷺ : كُلُّ خَلْقِ اللهِ مِنَ الْمَاءِ.

"হুযুর আমি যখন আপনার দীদার লাভ করি (তখন আমি সকল দুঃখ ভুলে যাই) মনটা খুশিতে ভরে উঠে, চক্ষু শীতল হয়ে যায়। তাই আপনি আমাকে জগতের সকল বস্তুর (সৃষ্টির) ব্যাপারে বলুন! হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টি পানি থেকে করেছেন।"[৪০]

আগেও বলে এসেছি যে, সাহাবায়ে কেরামরা একটি মুহুর্তের জন্যেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছেদবেদনা বরদাশত করতে পারতেন না। স্বল্প সময়ের জন্যেও যদি হুযুর তাঁদের থেকে দূরে হন, তখন তাঁরা অস্থির বেচাইন হয়ে যেতেন; তাঁকে খুঁজতে বের হতেন।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিবেদিতপ্রাণ সাহাবাদের মজলিসে তাশরীফ রাখছিলেন। মজলিস চলাকালীন হঠাৎ করে উঠে চলে গেলেন। ফিরতে তাঁর বিলম্ব হলো। তখন সাহাবাদের চেহরা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাঁরা চিন্তান্বিত হলেন যে, কেউ হুযুরকে কোনো কষ্ট দেয় নি তো! তম্মধ্যে হযরত আবূ হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু একটু বেশী অস্থির হলেন। যখন অপেক্ষার সময় দীর্ঘ হতে লাগলো তখন সকল উৎসর্গপ্রাণ সাহাবাগণ তাঁকে খুঁজতে বের হয়ে গেলেন। যেতে যেতে তাঁরা একটি বাগানে গিয়ে পৌঁছলো। বহু চেষ্টার পরও তাঁরা বাগানের ফটক খুঁজে পেলো না। বাগানের দিকে একটি ছোট হ্রদ বয়ে গেছে। বাগানের বাইরে সবাই থেমে গেল। কিন্তু হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু ওই হ্রদে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে সফল হলেন। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে যারপরনাই খুশি হলেন,

[৪০]. ১) আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ২/৩২৩
২) হাকেম : আল মুসতাদরক, ৪/১৭৬, হাদিস : ৭২৭৮
৩) ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ৬/৬৯৯, হাদিস : ২৫৫৯
৪) হায়সমী : মওয়ারিদুয যমআন, ১/১৬৮, হাদিস : ৬৪১
৫) হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৫/১৬
৬) ইবনে রাহুআই : আল-মুসনাদ, ১/৮৪, হাদিস : ১৩৩
৭) তাবরানী : আল-মু'জামুল কবীর, ৩/৬৩, হাদিস : ২৬৭৬
৮) বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ৬/২৫২, হাদিস : ৮০৫১

যেন তাঁর প্রাণে নতুন প্রাণ এলো! আকস্মাৎ তাঁকে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবূ হুরাইরা! তুমি...... এখানে! তিনি বললেন, জ্বী, হ্যাঁ। অধম আপনার খেদমতে উপস্থিত। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর? হযরত আবূ হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হোক! আপনি আমাদের থেকে ওঠে এসে ফিরতে দেরী হলে আমরা অন্তহীন ব্যকুলতা ভোগ করছিলাম। তারপর আমরা আপনার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। বাগানে প্রবেশের কোনো পথ ছিল না তাই একটি হ্রদের সাহায্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লাম। হযরত আবূবকর রাদিআল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।[৪১]

১১. হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহু ও তাঁর সঙ্গীদের একটি ঈমানদীপ্ত ঘটনা

গাযওয়ায়ে তাবূক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের শেষ যুদ্ধ ছিল। ওই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজেও উপস্থিত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৌশল অবলম্বন করে বিভিন্ন কারণে কোনো কোনো যুদ্ধের দিক নির্দেশনা প্রায় গোপন রাখতেন। কিন্তু তাবূক যুদ্ধ এটি প্রথম যাতে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে মুসলমানদেরকে পূর্ণ প্রস্তুতির জন্যে নির্দেশ দিলেন। এমনকি নওমুসলিমদেরকেও এই অভিযানে অংশগ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

যে মুহূর্তে এই যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হলো তখন পুরো আরবে কঠিন তাপদাহ পড়ছিল। প্রতিটি প্রাণী মাত্রই ছায়ার সন্ধান করতো। খেজুর পেকে গিয়েছিল। তার আগে কয়েকবছর ধরে দুর্ভিক্ষের কারণে মুসলমানগণ অত্যন্ত দুঃসময় অতিবাহিত করেছে। যানবাহনের উপযোগী প্রাণী ছিল প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম। সফর ছিল দূরের, এদিকে আসবাবপত্রের অভাব, সবকিছু মিলে তা একটি বড় সমস্যার আকার ধারণ করলো। তার উপর সুযোগসন্ধানী

[৪১]. ১) মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুল ঈমান, ১/৬০, হাদিস : ৩১
২) ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ১০/৪০৯, হাদিস : ৪৫৪৩
৩) আবু আওয়ানা : আল-মুসনাদ, ১/২১, হাদিস : ১৭
৪) ইবনে মুনদাহ : আল-ঈমান, ১/২২৬, হাদিস : ৮৮
৫) আবু নায়ীম : আল মুসনাদুল মুসতাখরাজ, ১/১২৫, হাদিস : ১৪১

মুনাফিকরা মুসলমানদের মাঝে বিভেদ ও ফাটল সৃষ্টির যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কখনো মুসলমানদেরকে মৌসুমের তীব্র তাপদাহের কথা বলে, কখনো ধু ধু মরু পথে সফর অত্যন্ত দূর্গম হবে ইত্যাকার ভয়ভীতি প্রদর্শন করে মুমিনদের অটল প্রাচীর পদে ধাক্কা দিতে চাইলো। রোমী সৈন্যবাহিনীর অজেয় শক্তি, তাদের রয়েছে অত্যাধুনিক রণসরঞ্জাম ইত্যাদি কথা বলে মুসলমানদের পাহাড়সম দৃঢ়তায় অঘাতহানার অপচেষ্টা চালিয়েছে। ওই মুহূর্তটিতে মুসলমানদের জন্যে জিহাদে অংশগ্রহণ একটি অগ্নি পরীক্ষা ও চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম যাঁরা তাদের প্রাণপ্রিয় মাহবূবের আনুগত্যে নিজেদের সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল তাঁরা ওই সব ষড়যন্ত্রমূলক কথাকে কীভাবে তাদের মনে স্থান দিবে! তাঁরা হিম্মতহারা না হয়ে কোনো ভয়ভীতির তোয়াক্কা না করে তাঁদের প্রাণাধিক প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় সাড়া দিলেন। বিনা বিলম্বে প্রতিটি যুবক-বৃদ্ধ মাথায় কাফন পরে তাবূক রণাঙ্গনের পথে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনজন মুখলিস সাহাবী তাদের গাফলতের কারণে পেছেনে পড়ে রইলো। সীরাত লেখকগণ এই ঘটনাটি হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহুর ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহুর অপর দু'জন সঙ্গী যাঁরা তাবূকে অংশগ্রহণ করতে পারে নি তাঁরা হলেন হযরত মিরারাহ ইবনুর রবী ও হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহুমা।

হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া সম্পদশালী সাহাবাদের মধ্যে একজন। তাঁর খেয়াল ছিল বাহনের জন্য একটি উট ক্রয় করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহিনীতে যোগদান করবেন। মিরারাহ ইবনে রাবী' রাদিআল্লাহু আনহুও একটি যানবাহন ক্রয় করে মুজাহিদীনদের কাতারে শামিল হওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। দু'জনই এভাবে পাঁচ ছয়ে রয়ে গেল। আজ যায় কাল যায় করে করে বেশ কিছু দিন চলে গেল। তাদের মনে আসলো এখন তো মুসলিম সৈন্যবাহিনী অনেক দূর পাড়ি দিয়ে গেছে তাদের পর্যন্ত পৌঁছা হয়তো দুষ্কর হবে। এসব গোলমালে তাঁরা যুদ্ধের সফরে বের হতে পারে নি। মদীনাতে তারা তাদের ঘর থেকে বের হলে দূর্বল নারী পুরুষ ও মুনাফিক ছাড়া কাউকে দেখতে পেত না।

হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহুরও এরকম কিছু হওয়ার কারণে তিনিও মুসলমানদের সৈন্যবাহিনীতে শরীক হতে পারে নি। তিনি বলেন তাবূক থেকে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাবর্তনের

সংবাদ পেলাম তখন আমাদের তিনজনেরই মনে সংশয় ছিল কিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা মুখ দেখাবো! তিনি কখনো পরিবারের কাছে পরামর্শ চাইতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলে কি করতে হবে। কখনো মনে মনে ভাবতেন, কোনো একটা বাহানা বানিয়ে বলবো। তারপর আমাদের প্রত্যেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, ফলাফল যাই হোক না কেন আমরা সত্যই বলবো। কেননা তাঁরা জানতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরে নবুওয়াত দ্বারা মনের গোপন তথ্য জেনে যান, কোনো কিছু তাঁর কাছ থেকে গোপন রাখা যায় না।

তবূক থেকে ফেরার পর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে অবস্থান করলেন তখন যুদ্ধে যারা যায়নি তারাও সেখানে একত্রিত হলো। তাদের সংখ্যা অন্তত পঁচাশি। তাদের কেউ কেউ কসম করে করে বিভিন্ন ওযর ও সমস্যার কথা বলতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কসমের উপর ভিত্তি করে তাদের ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখলেন। হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যখন আমার পালা এলো তখন তিনি একটি 'অর্থবোধক' মুচকি হাসলেন। তাঁর ঈষৎ হাসি থেকে অসন্তোষের দীপ্তি ঝরছিল। জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিসটি তোমাকে বাধা দিয়েছিল? আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ব্যাপারটি যদি কোনো দুনিয়াদারের সঙ্গে হতো তাহলে আমিও কোনো না কোনো বাহানা ও ছুঁতা বলে নিস্পত্তি করে নিতাম। কিন্তু আমার ব্যাপারটি আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে। তাই আমি সত্য সত্যই বলে দিচ্ছি। হুযুর! আমি সম্পূর্ণ স্বচ্ছলতায় ছিলাম। কোনো ওযর-আপত্তি আমার ছিল না, শুধু গাফলাতের শিকার হয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বলেছ সত্য, তবে তুমি অপেক্ষা করো, আল্লাহ তোমার সম্বন্ধে কি ফায়সালা করে দেখ! হযরত কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি মজলিস থেকে উঠলাম, তখন বনু মাসলামার কিছু লোক আমার সঙ্গে বের হয়ে এলো। তারা আমাকে দোষারোপ করতে লাগলো সত্য বলার কারণে। তখন আমার মন চাইলো যেন গিয়ে অন্য একটা কথা বলে আসি। সামনে পড়লো, হযরত মা'আয ইবনে সুহাইল রাদিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আবু কাতাদাহ রাদিআল্লাহু আনহু। তাঁরা আমাকে মনোবল যোগালেন, বললেন, তুমি সত্যের উপর অটল থেকো। আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কোনো না কোনো একটি সুরাহা করে দিবেন। হযরত হেলাল ইবনে

উমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহু ও হযরত মিরারাহ ইবনে রাবী রাদিআল্লাহু আনহুর ব্যাপারটাও তদ্রূপ।

এই তিন মুখলিস সাহাবী কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে বায়কাটের (social boycott) নির্দেশ দিলেন। লোকেরা তাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বন্ধ করে দিলো। হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "সামাজিক বায়কাটের ফলে লোকেরা আমাদের থেকে দূরে সরে গেল। অন্য দু'সঙ্গী তারা লজ্জায় ঘর থেকে বের হচ্ছিলো না। আমি সাহস করে বাজারে যেতাম, মসজিদে নামায পড়তে যেতাম। কিন্তু সেখানে সালাম দিলে কেউ আমার সালামের উত্তর দিতো না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। আমি যখন নামাযে থাকি তখন হুযুর আমার দিকে তাকাতেন, আর আমি যখন তাঁর দিকে তাকাতাম তখন তিনি বিমুখ হয়ে থাকতেন। একবার আমার বাল্যকালের বন্ধু ও চাচাতো ভাই আবু কাতাদাহ রাদিআল্লাহু আনহুর দেয়ালে উঠে বললাম, তোমরা আমার সালামের উত্তর দাও না কেন? তুমি তো আমাকে শৈশব থেকে জানো, চেনো। আমি মুনাফিক নই, আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসি। আমি এই বাক্যটি তিনবার বলেছি, কিন্তু সে শুধু বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তাঁর এই জবাব শুনে আমার চোখে অশ্রুর বন্যা শুরু হলো, বিষন্ন মনে ঘরে ফিরে এলাম।"

এই তিনজন সাহাবী আল্লাহর তাওফীকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেও তারা 'উফ্' শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নি। যখন সোশ্যাল বায়কাটের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলো, তখন দরবারে নববী থেকে স্ত্রীদের থেকেও আলাদা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ এলো। এটি ছিল আরো মারাত্মক পরীক্ষা। আবেগের বশবতী হয়ে চাইলে কোনো 'তোফান' তুলতে পারতেন কিন্তু হযরত কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবনতমস্তকে তা মেনে নিলেন। হযরত কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম স্ত্রীকে তালাক দেবো? বলা হলো, না, আপাতত শুধু আলাদা হয়ে থাকবেন। এই নির্দেশ পাওয়ার পর পর আমি আমার স্ত্রীকে তার বাবার বাড়ি পৌঁছে দিলাম। এদিকে হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহু কেঁদে কেঁদে জারজার হয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেন, হুযুর হেলাল রাদিআল্লাহু আনহু একজন অশীতিপর বৃদ্ধ। ক্রন্দন

করতে করতে তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক বায়কাট যখন থেকে হলো তখন থেকে চরম বেদনাক্লিষ্ট হয়ে খাওয়া- দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। কোনো কোনো সময় শুধু দু'এক লোকমা আহার করেন। দিনের বেলায় রোযা রাখেন। পুরো রাত নফল নামায ও তাওবা ইস্তেগফারে কাটিয়ে দেন। এখন তাঁর প্রাণনাশের ভয়। ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোনো খাদেমও নেই তাঁর সেবাশুশ্রূষার জন্যে। যদি আমাকে অনুমতি দিন তাহলে আমি আগের মতো তাঁর খেদমত করতে পারি।

সীরাত ও তারীখের গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত কা'ব রাদিআল্লাহু আনহুকেও কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিল তুমিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে অনুমতি নিয়ে এসো। তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে এটা আরয করতে আমার লজ্জা লাগে। না জানি, হুযুর কি বলেন। আমার এই আবেদন করার সাহস হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চাশ দিন চলে গেল।

এমন বাঁধভাঙ্গা দুঃখবেদনার মুহূর্তে হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহুর উপর আরেকটি বিপদ ও পরীক্ষার ঝড় এলো। যা তার দিনের শান্তি ও রাতের আরামকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমি একদিন মদীনা শরীফের বাজারে ঘুরছিলাম। তখন সিরিয়ার এক কৃষক মদীনা শরীফে যিনি শস্যাদির ব্যবসা করতেন লোকদের কাছে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। কেউ আমাকে দেখিয়ে দেওয়ার পর তিনি আমার কাছে এলেন। তিনি আমাকে গাস্সানী সম্রাটের রেশমী খামে আবৃত একটি পত্র দিলেন। পত্রটিতে যা কিছু লিপিবদ্ধ ছিল তা নিম্নরূপ:

أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِيْ أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلُكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مُضِيْعَةٍ، فَالحَقُّ بِنَا نَوَاسِكَ.

"আম্মাবা'দ, আমরা অবহিত হতে পেরেছি যে, তোমার সঙ্গী (রাসূলুল্লাহ) তোমার উপর অসন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অপমানিত ও ধ্বংস হওয়ার জন্যে সৃষ্টি করেন নি। আমাদের কাছে চলে এসো আমরা তোমার যথাযথ মূল্যায়ন করবো।"[৪২]

[৪২]. ১) বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল মাগাজী, ৪/১৬০৬, হাদিস : ৪১৫৬

হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, শাহী পত্র পড়ার পর আমি ভাবতে লাগলাম এটা তো আগের পরীক্ষার চেয়ে কম নয়! আফসোস, আমার ঈমানের উপর আক্রমন করার জন্যে একজন নাস্তিক রাজা সুযোগ সন্ধান করছে! অতঃপর আমি তার চিঠি ছিঁড়ে চুল্লিতে নিক্ষেপ করলাম। (আর তার অশুভ প্রস্তাবকে পদতলে দিলাম)

সে সব মুখলিস সাহাবীর সুকঠিন পরীক্ষার পালা পঞ্চাশ দিন পর শেষ হলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের তাওবা কবুল করলেন, ঘোষণা দিলেন ওহীর মাধ্যমে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সুসংবাদ দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম মুবারকবাদ দেয়ার জন্যে তাঁদের কাছে ভিড় জমালো। আল্লাহ তা'আলা কোরআন মজিদে ইরশাদ করেন-

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ
ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ
ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ
خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ

২) মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুত তাওবা, ৪/২১২৫, হাদিস : ২৭৬৯
৩) আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩/৪৫৮
৪) ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ৮/১৬০, হাদিস : ৩৩৭০
৫) বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ৯/৩৫
৬) ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৭/৪২৪, হাদীস : ৩৭০০৭
৭) আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ, ৫/৪০৩, হাদীস : ৯৭৪৪
৮) তাবরানী : আল মু'জামুল কবির, ১৯/৪৫, হাদীস : ৯০
৯) তাবারী : আত তাফসীর, ১১/৬০
১০) ইবনে হিশাম : আস সিরাতুন নব্বীয়া, ৫/২১৮
১১) ইবনে কাসীর : আস সিরাতুন নব্বীয়া, ৩/৪৫
১২) ইবনে কাইয়িম : যাদুল মা'আদ, ৩/৫৫৪
১৩) হালবী : আস্ সিরাতুল হালবিয়া, ৩/১২৫
১৪) ইবনে আবদিল বর : আদ দুরার, ১/২৪৫
১৫) ইবনে কাসীর : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/২৫

أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

"আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যাঁরা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাঁদের একদলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাঁদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়। এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের জন্যে সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো; আর তাঁরা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাঁদের প্রতি যাতে তাঁরা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল।"[৪৩]

পাহাড়সম অটল ও দৃঢ় ঈমানের নিদর্শন এই ঘটনাটি সে সব নবীপ্রেমিক সাহাবাদের ছিল যাঁরা ছিলেন প্রকৃত নববী সৌন্দর্যমোহে বিভোর। তাঁরা তাঁদের আক্বা ও মনিবকে ছেড়ে আর কারো দ্বারে যাওয়াকে কল্পনাই করতে পারেন না। তাঁদের মাহবুব ও আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত কড়া থেকে কড়া পরীক্ষাকে শুধু সানন্দে গ্রহণ করেন নি বরং পরীক্ষার উত্তপ্ত চুল্লিতে সিদ্ধ হয়ে গেছেন। প্রভাবশালী ইসলামের শত্রুরা এহেন নাযুক মুহূর্তে তাঁদের ঈমানপ্রাসাদে কুঠারাঘাত করার হীনপ্রয়াস চালাতে ত্রুটি করে নি। কিন্তু এঁরা কোনো লোভ-লালসাকে তাদের মনের দুয়ারেও আসতে দেয় নি। কেননা, তাঁরা ছিল নববী রূপে মুগ্ধ, নবীপ্রেমে দগ্ধ, মন মনন তাঁদের নববী সৌরভে স্নিগ্ধ। দুনিয়ার কোনো শক্তি তাঁদের ওয়াফাদারীর 'সওদা' কোনো কিছুর বিনিময়ে দিতে পারবে না। একারণেই বড় থেকে বড় যে কোনো প্রস্তাবকে তাঁরা পায়ে দলে ধুলিসাৎ করে দিয়েছেন। তাঁদের প্রিয় মাহবুবের অসন্তুষের যে কোনো পার্থিব লাভের বিষয়কে প্রশ্রয় দেননি। সাথে সাথে যে কোনো নতুন নতুন বিপদ ও ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছেন।

[৪৩]. আল-কুরআন, সূরা তাওবা, ৯:১১৭-১১৮

১২. হযরত আবূ হায়ছামা রাদিআল্লাহু আনহুর নজীরবিহীন রাসূলপ্রেম

তাবূক যুদ্ধে মুসলমানরা তাঁদের নবীর নির্দেশে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিযোগিতামূলক আনুগত্য ও ভালোবাসার স্বাক্ষর রাখতে সচেষ্ট ছিল। তাঁদের না ছিল প্রাণের পরোয়া, না ছিল ধন-সম্পদের মায়া, না ছিল পরিবার পরিজনের মোহ। কোনো কিছুই তাঁদের দমাতে পারেন নি। তম্মধ্যে কিছু মুখলিস সাহাবী ও প্রকৃত ঈমানদার বিভিন্ন কারণে যুদ্ধের কাতারের পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মনে পড়লো, তাদের কল্পনা জগতে প্রিয়নবীর সৌন্দর্যের আভা দৃশ্যায়িত হলো তখন তারা দুনিয়ার সকল জিনিসের মায়া ত্যাগ করে সোজা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমে লুটে পড়লো! এমন রাসূলপ্রেমিকদের মধ্যে একজন হলেন উৎসর্গপ্রাণ সাহাবী হযরত আবু হায়ছামা মালেক ইবনে কায়স রাদিআল্লাহু আনহু। তিনিও কোনো কারণে যথাসময়ে যুদ্ধে যেতে পারেন নি। পরক্ষণে লজ্জিত হয়ে সফরের প্রস্তুতি নিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমবুচির জন্যে রওয়ানা দিলেন। তাঁর যুদ্ধযাত্রার ঘটনাটি অসাধারণ ঈমানদীপ্ত ও নবীপ্রেমের অনন্য দর্পন। সীরাতলেখকগণ বলেন, তাঁর দু'টি অত্যন্ত রূপসী ও সুন্দরী স্ত্রী ছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাবূক যুদ্ধের সময় তপ্তরোদ ও দুর্ভিক্ষের জঠরজ্বালায় আরব ভূখণ্ডের প্রতিটি প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত। এমন নাযুক মুহূর্তে যখন মুজাহিদীনে ইসলাম তাবূক রণাঙ্গনে যাত্রা করছিল তখন হযরত আবূহায়ছামা রাদিআল্লাহু আনহু তার খেজুর বাগানে আসলেন। এসে দেখলেন তাঁর স্ত্রীদ্বয় বাগানে তাদের তাঁবুগুলিকে অপূর্ব সাজে সাজিয়েছে। পানির ছিটা দিয়ে শীতল করে রেখেছে! কঠিন গরমের সময় যখন প্রতিটি প্রাণিমাত্রই পানি পানি করে আর্তনাদ করে তখন সেখানে হিমশীতল পানির প্রাচুর্য ছিল!

এছাড়া উভয় স্ত্রী খুব সেজেগুঁজে এসে তাদের স্বামীর অপেক্ষায় ছিল। তারা তাদের প্রিয় স্বামীর জন্যে তৃপ্তিকর খাবারেরও আয়োজন করে রেখেছিল। যখন হযরত আবূ হায়ছামা রাদিআল্লাহু আনহু বাগানের ভেতরে প্রবেশ করলেন তখন দরজায় দাঁড়িয়ে স্ত্রীদ্বয়ের অঙ্গসজ্জা অবলোকন করলেন। তাদের নির্মিত নাতিশীতোষ্ণ তাঁবুগুলোও তদন্ত করলেন। মুহূর্তটি আসলে হযরত আবূ হায়ছামা রাদিআল্লাহু আনহুর পরম পরীক্ষামূলক। কিন্তু তিনি এই ক্ষণস্থায়ী ও পার্থিব আরাম আয়েশের চেয়ে আগ্রাধিকার দিলেন সেই চিরস্থায়ী ও অকৃত্রিম

আরামকে যা নববী দরবারে তাঁর অপেক্ষায় ছিল! সীরাতপ্রণেতারা লিখেন, ওই সময় তিনি বললেন-

رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الضَّحِّ وَالرِّيْحِ وَالحَرِّ، وَأَبُوخَيْثَمَةَ فِي ظِلٍّ بَارِدٍ وَطَعَامٍ مَهَيَّأٍ ، وَامْرَأَةٍ حَسَنَاءَ فِي مَالِهِ مُقِيْمٌ مَا هَذَا بِالنِّصْفِ! ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لاَ أَدْخُلُ عُرَيْسُ وَاحِدَةٌ مِّنْكُمَا حَتَّى أَلْحَقُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَهَيِّئَا لِي زَادًا فَفَعَلْتَا.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তপ্ত রোদ, ঝড়ো হাওয়া ও প্রাণনাশী গরমের সফরে আর আবু হায়ছামা এখানে ঠাণ্ডা-শীতল ছায়ায়, পরিবেশিত খাবারে এবং অনিন্দ্যসুন্দর স্ত্রীর সঙ্গে তার মাল-সম্পদে মত্ত! এটি কখনো ইনসাফ হতে পারেনা। (অতঃপর তাঁর স্ত্রীদ্বয়কে সম্বোধন করে বললেন) আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কারো ছায়ানীড়ে প্রবেশ করবো না, এখুনি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যোগাযোগ করব। তারপর উভয় স্ত্রী তাঁর জন্য সফরের আসবাবপত্র তৈরী করলো।"[৪৪]

মুজাহিদীনদের বাহিনী তাবুকের দিকে যাত্রা করে দিলো, আর আবূ হায়ছামা রাদিআল্লাহু আনহু বিনা বিলম্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। অতঃপর তাবুকে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। তাঁকে বিস্তারিত ঘটনা খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে মৃদু হাসলেন, তার জন্যে বরকতের দোআ করলেন। এভাবে এই নববী সৌন্দর্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ লোকটি স্বীয় মাহবুবের ফায়য থেকে উপকৃত হলেন।

১৩. হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত রাদিআল্লাহু আনহু ইশকে রাসূলে পাগলপারা এক সাহাবী

হযরত খাব্বাব ইবনে আরত রাদিআল্লাহু আনহু 'সাবেকীনে আওয়ালীনের অন্তর্ভূক্ত সাহাবী। তিনি মূর্তিপুজক ও ইসলামের শত্রু উম্মে

---

[৪৪]. ১) ইবনে হিশাম : আস সিরাতুন নব্বীয়া, ৫/৫০০
২) ইবনে কাসীর : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৭
৩) ইবনে কাসীর : আস সিরাতুন নব্বীয়া, ৩/১৩
৪) ইবনে কাইয়িম : যাদুল মা'আদ, ৩/৫৩০
৫) ইবনে আবদিল বর : আল ইস্তিয়াব, ৪/১৬৪২
৬) আবু আবদুল্লাহ দুরকী : মুসনদে সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ১/১৪০, হাদিস : ৮০

আনমার বিনতে সিবা’ আল খুজাইয়া এর ক্রীতদাস ছিলেন। সে যখন জানতে পারলো যে, তার ক্রীতদাস ঈমানের প্রদীপ তার বুকে প্রজ্জ্বলন করেছে তখন সে ওই প্রদীপ নেভানোর হীনচেষ্টায় তার উপর নির্যাতন ও বর্বরতার ষ্টীমরোলার চালাতে লাগলো। লোহা গরম করে সে তাঁর মাথায় দগ্ধ করতো! কিন্তু সে তো মাহবুবের প্রেমে মাতাল, তাঁর হৃদয়ে সে সব হৃদয়বিদারক যন্ত্রণা কি প্রভাব ফেলতে পারে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কেউ হযরত খাব্বাব রাদিআল্লাহু আনহুর সংবাদ দিলো। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রভুর দরবারে দোআর হাত উত্তোলন করলেন। বললেন–

اَللّٰهُمَّ انْصُرْ خَبَّابًا.

“হে আল্লাহ আপনি খাব্বাবকে সাহায্য করুন।”[৪৫]

প্রতিমুহূর্তে যাঁর দোআ গৃহীত হয় যিনি ‘মুসতাজাবুদ দা’ওয়াত’ সেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়া মুহূর্তেই কাজ করলো। হযরত খাব্বাব রাদিআল্লাহু আনহুর মালিকের স্ত্রীর মাথায় খুব ব্যথা করা শুরু হলো। অন্তহীন ব্যথার কারণে সে কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। কেউ তাকে পরামর্শ দিলো যে, মাথায় গরম লোহার সেঁক দিলে ব্যথার উপশম হতে পারে। তখন সে তার মাথায় হযরত খাব্বাব রাদিআল্লাহু আনহুকে দাগ লাগানোর নির্দেশ দিলো, আর হযরত খাব্বাব রাদিআল্লাহু আনহু এভাবে ওই ঘাতক মুশরিক নারীর মাথায় লোহার দাগ দিতে লাগলেন!

এই নির্দোষ ওয়াফাদার সাহাবীকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বিভিন্নরকমের শাস্তির সম্মুখীন করা হতো। কিন্তু তাঁর দৃঢ়পদে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুতি ঘটেনি। লৌহবর্ম পরিধান করিয়ে তাকে তপ্ত রোদে ছেড়ে দেয়া হতো। আর কখনো বিবস্ত্র করে উত্তপ্ত বালুরাশিতে চিৎ করে শুয়ে দেওয়া হতো। তখন তার কোমরের গোশত প্রখর রোদে ঝলসে যেত! কিন্তু ঈমানের যে বাতিটা তাঁর হৃদয়অন্দরে জ্বেলে ছিলেন তা কখনো নিভতে দেন নি।

হযরত খাব্বাব রাদিআল্লাহু আনহু পেশাগত দিক দিয়ে কামার ছিলেন। একসময় আ’স ইবনে ওয়াইল নামক একজন মুশরিক তাঁর দ্বারা বাকীতে কাজ করালো। পরে যখন তিনি তাঁর প্রাপ্য চাইলেন তখন আ’স ইবনে ওয়াইল তাকে রুক্ষভাষায় বললো, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার পাওনা দেবনা যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে ঈমান এনেছ তা

[৪৫]. হালবী : আস্ সিরাতুল হালবিয়া, ১/৪৮২

অস্বীকার করো। যদি তুমি তার থেকে বিমুখ হয়ে যাও তাহলে তোমার পাওনা তোমাকে সম্পূর্ণ পরিশোধ করে দেব, অন্যথায় নয়। তখন এই ওয়াফাদার সাহাবী তার মুখ বন্ধ করে দিলো এই বলে,

إِنِّي لَنْ أَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتَّي تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثُ.

“আমি কখনো আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্বীকার করতে পারবো না। এমনকি তোমার মৃত্যু হয়ে আবার তোমাকে জীবিত করা গেলেও।”[৪৬]

উত্তরে এই অভিশপ্ত পাষণ্ড বললো, আমি যখন আমার সম্পদ ও সন্তানসহ পুণর্জীবন লাভ করি তখন তোমার পাওনা পরিশোধ করবো। তার এই কুফরমিশ্রিত কথার নিন্দাজ্ঞাপন করে কোরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়-

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَـٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُۥ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَنَرِثُهُۥ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾

[৪৬]. ১) বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুত তাফসীর, ৪/১৭৬১, হাদিস : ৪৪৫৫
২) মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবু সিফাতুল মুনাফিকীন, ৪/২১৫৩, হাদিস : ২৭৯৫
৩) তিরমিযী : আস্ সুনান, আবওয়াবুত তাফসীর, ৫/৩১৮, হাদীস : ৩১৬২
৪) আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৫/১১০
৫) ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ১১/২৪৩, হাদিস : ৪৮৮৫
৬) নাসায়ী : আস-সুনানুল কুবরা, ৩/৩৬৪, হাদিস : ১১৩২২
৭) শাশী : আল-মুসনাদ, ২/৪০৯, হাদীস : ১০০৬
৮) তাবরানী : আল মু’জামুল কবির, ৪/৬৯, হাদীস : ৩৬৬৫
৯) বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ২/২৩৮, হাদীস : ১৬২৫
১০) কুরতুবী : আল জামে লি আহকামিল কুরআন, ১১/১৪৫
১১) তাবারী : জামেউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, ১৬/১২০
১২) ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কুরআনিল আযিম, ৩/১৩৬
১৩) বগভী : মুআলিমুত তানযিল, ৩/২০৮
১৪) আলূসী : রুহুল মা’আনী, ১৬/১২৯
১৫) ইবনে সা’আদ : আত তাবকাতুল কুবরা, ৩/১৬৪
১৬) ইবনে কাসীর : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/৫৯

“আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন যে আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে না এবং বলে, আমাকে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি অবশ্যই দেয়া হবে। সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে, অথবা দয়াময় আল্লাহর নিকট থেকে কোনো প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত হয়েছে? না, এটা ঠিক নয়। সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি দীর্ঘায়িত করতে থাকবো। সে যা বলে মৃত্যুর পর আমি তা নিয়ে নেব এবং সে আমার কাছে আসবে একাকী।”[৪৭]

মুহাদ্দিসীন ও মুফাসসিরীনগণ উক্ত আয়াতের শানে নুযূলে উপরোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু হযরত খাব্বাব রাদিআল্লাহু আনহুকে তাঁর ত্যাগ ও ওয়াফাদারীর কারণে খুব ভালবাসতেন। একসময় তিনি তাঁকে তার আসনে বসিয়েছিলেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর কাছে কাফিরদের নিকট হতে প্রাপ্ত নির্যাতনের বিস্তারিত কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি তার কোমরের কাপড় তুলে তখনকার দাগ ও ক্ষত স্থানগুলো দেখালেন। খলীফাতুল মুসলিমীন তাঁর কোমর দেখে বললেন,

مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ظَهْرَ رَجُلٍ.

“আমি আজো পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির পিঠ এরূপ দেখিনি।”
তার উত্তরে হযরত খাব্বাব রাদিআল্লাহু আনহু ব্যাখ্যা করে এই কথাগুলি বললেন-

لَقَدْ أُوقِدَتْ نَارًا وَسُحِبْتُ عَلَيْهَا، فَمَا أَطْفَأَهَا إِلَّا وَدَكُ ظَهْرِي.

“আমাকে উত্তপ্ত আগুনের অঙ্গারে টানাহেঁচড়া করা হতো। আমার কোমরের চর্বি (ও রক্ত) দ্বারা আগুন নিভে যেত।”[৪৮]

এই হলো নববী রূপ ও মনোহরী সৌন্দর্যের আকর্ষণ যে, যে কোনো ব্যক্তি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহনীয় সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট

[৪৭]. আল-কুরআন, সূরা মারয়াম, ১৯:৭৭-৮০

[৪৮]. ১) ইবনে সা’আদ : আত তাবকাতুল কুবরা, ৩/১৬৪-১৬৫
২) আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/১৪৪
৩) হালবী : আস্ সিরাতুল হালবিয়া, ১/৪৮৩
৪) ইবনে আবদিল বর : আল-ইস্তিয়াব, ২/৪৩৯, হাদিস : ৪২৮
৫) ইবনে আছীর : উসদুল গাবাহ, ২/১৪৭-১৪৯

www.AmarIslam.com

হয়েছে তার দেহকে টুকরো টুকরো করে ফেললেও সে কোনো পরওয়া করে না! ওই ইশ্কের নেশা এমন নয় যা কোনো টক দ্বারা দমন করা যায়!

হযরত খাব্বাব রাদিআল্লাহু আনহু ৩৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে কুফা নগরীতে সমাহিত করা হয়। একদা হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন,

رَحِمَ اللهُ خَبَّابًا، أَسْلَمَ رَاغِبًا، وَهَاجَرَ طَائِعًا، وَعَاشَ مُجَاهِدًا، وَابْتُلِيَ فِي جِسْمِهِ.

“আল্লাহ তা’আলা হযরত খাব্বাব রাদিআল্লাহু আনহুর উপর রহম করুক। তিনি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, সানন্দে হিজরত করেছিলেন, জিহাদে তাঁর জীবন গিয়েছে এবং (ঈমান আনয়ন করার কারণে কাফিরদের পক্ষ হতে) তাঁকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে।”[৪৯]

১৪. হযরত আনাছ রাদিআল্লাহু আনহুর রাসূলপ্রেমের প্রেরণা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণমুগ্ধদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘদিনের খাদেম হজরত আনাছ রাদিআল্লাহু আনহু প্রথম কাতারের। তিনি জন্ম হওয়া মাত্রই স্বীয় পরিবারকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সুন্দর আলোচনা দ্বারা সজ্জিত পেয়েছেন। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আত্মোৎসর্গ করে প্রস্তুত ছিলেন। রাসূলের ভালবাসা তারা উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছেন। তিনি দশ বছর পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ-কর্ম ও সীরাতে এতই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, সর্বদা ইশ্কে রাসূলে হাবুডুবু থাকতেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হল, তখন হযরত আনাসের উপরও কিয়ামত এসে পড়ল। যে মহান ব্যক্তি এক মুহুর্তের জন্যও চোখের আড়াল হলে কষ্ট হত সে মহান ব্যক্তির স্মরণে অশ্রু ঝরতে লাগল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[৪৯]. ১) হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/২৯৯
২) ইবনে হাযর আসকালানী : আল ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা, ২/২৫৮, হাদিস : ২২১২
৩) তাবারী : তারিখুল ওমাম ওয়াল মুলূক, ৩/১০৮
৪) ইবনে আছীর : উসদুল গাবাহ, ২/১৪৯
৫) মুবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী, ৪/৩৯

www.AmarIslam.com

ওয়াসাল্লামের তাবাররুকাতের যিয়ারত করলে আত্মা শান্তি লাভ করত। নবীর স্মরণে মাহফিলের আয়োজন করতেন, তখন নিজেও ব্যাকুল হতেন এবং অন্য মানুষদেরকেও ব্যতিব্যস্ত করতেন।

একবার হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুলিয়া মুবারক এবং সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَلَا مَسِسْتُ خَزَّةً وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَبِيرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

"আমি আজ পর্যন্ত এমন কোন রেশমী কাপড় স্পর্শ করিনি যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের তালূ থেকে নরম হবে এবং এমন কোন খুশবু শুঁকিনি যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মুবারক থেকে অধিক খুশবু হবে।"[৫০]

তিনি অধিকাংশ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখতেন। হযরত মুসান্না বিন সাঈদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহুকে একদা বলতে শুনেছি যে,

مَا مِنْ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَأَنَا أَرَي فِيْهَا حَبِيْبِي ، ثُمَّ يَبْكِيْ.

"(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর) এমন কোন রাত অতিবাহিত হয়নি যে রাতে আমি তাঁর সাথে স্বপ্নে যিয়ারত লাভে ধন্য হয়নি। একথা বলে তিনি কাঁদতে শুরু করতেন।"[৫১]

১৫. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর রাসূল-প্রেম

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর সুযোগ্য সন্তান হযরত আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহুর নাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেকীনদের মাঝে খুব স্বসম্মানে নেয়া হয়। তিনিও নিজের

[৫০]. ১) বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুস সওম, ২/৬৯৬, হাদীস : ১৮৭২
২) মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবুল ফাদায়েল, ৪/১৮১৪, হাদীস : ২৩৩০
৭) আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩/১০৭
৯) ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ১৪/২১১, হাদীস : ৬৩০৩
৫) দারমী : আস সুনান, ১/৪৫, হাদিস : ৬১

[৫১]. ১) ইবনে সা'আদ : আত তাবকাতুল কুবরা, ৩/১৬৪-১৬৫
২) যাহাবী : সিআরু আলামিন নুবালা, ৩/৪০৩

www.AmarIslam.com

মহান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাসূলের পূর্ণ প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয়েছেন।

وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ يَحْفَظُ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَسْأَلُ مَنْ حَضَرَ إِذَا غَابَ عَنْ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَكَانَ يَتَّبِعُ آثَارَهُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ صَلَّى فِيْهِ وَكَانَ يَعْتَرِضُ بِرَاحِلَتِهِ فِي طَرِيْقٍ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ عَرَضَ نَاقَتَهُ وَكَانَ لاَ يَتْرُكُ الحَجَّ وَكَانَ إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ يَقِفُ فِي المَوْقِفِ الَّذِيْ وَقَفَ فِيْهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনতেন তা মুখস্থ করে নিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁর বাণী ও কৃতি সম্পূর্ণ রেকর্ড করে রাখতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্থানে নামায পড়তেন সুন্নাত অনুসরণার্থে সেখানে তিনি সিজদা দিতেন। সফরের জন্যে সে পথ নির্বাচন করতেন যে পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর করেছেন। প্রতিবছর হজ্ব আদায় করতেন। আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের সময় সে স্থানে অবস্থান করতেন যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করতেন।"[৫২]

হাদীসের কিতাবসমূহে আছে–

مَا ذَكَرَ اِبْنُ عُمَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلاَّ بَكَى وَلاَ مَرَّ عَلَى رَبْعِهِمْ إِلاَّ غَمَضَ عَيْنَيْهِ.

"ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু যখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করতেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। যখনই তাঁর ঠিকানাসমূহ অতিক্রম করতেন চক্ষু বন্ধ করে ফেলতেন।"[৫৩]

[৫২]. ১) ইবনে হাযর আসকালানী : আল ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা, ৪/১৮৬

[৫৩]. ১) বায়হাকী : আল মদখল ইলাস সুনানিল কুবরা, ১/১৪৮, হাদিস : ১১৩
২) ইবনে হাযর আসকালানী : আল ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা, ৪/১৮৭
৩) ইবনে কায়সারানী : তাযকেরাতুল হুফফায, ১/৩৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আবদুর রহমান ইবনে সাআদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম হঠাৎ তাঁর পদযুগল নির্জীব হয়ে গেছে। তখন আমি বললাম,

أُذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ فَقَالَ :يَامُحَمَّدَاهُ، فَانْتَشَرَتْ.

"আপনার প্রিয়তমের নাম নিন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, হে মুহাম্মদ! সাহায্য করুন। দ্বিতীয়বার বলার সাথে সাথে তাঁর পা দু'টি সুস্থ হয়ে গেলো।"[৫৪]

১৬. যায়দ ইবনে হারিছা রাদিআল্লাহু আনহুর দাসত্বপ্রীতি

হযরত যায়দ ইবনে হারিছা রাদিআল্লাহু আনহু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম ছিলেন। একদা তিনি একটি কাফেলার সাথে নিজের নানার বাড়ি যাচ্ছিলেন। মুহূর্তে এক দুর্বিপাকের শিকার হয়ে গেছেন। পথিমধ্যে কায়স গোত্র তার কাফেলার সব ছিনিয়ে নিলো। হাকিম ইবনে হাযম শিশু যায়দ ইবনে হারিছাকে ফুফু খদিজা রাদিআল্লাহু আনহুর জন্যে ক্রয় করেছিলেন। যখন খদিজা রাদিআল্লাহু আনহু'র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহের সৌভাগ্য অর্জন হলো তখন তিনি হযরত যায়দ রাদিআল্লাহু আনহুকে হযরতের খেদমতে পেশ করলেন। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাতের সম্মান অর্জন হলো যাইদ ইবনে হারিছা রাদিআল্লাহু আনহু'র। কাফেলা লুণ্ঠনের সংবাদে যেন একটি কেয়ামত অনুষ্ঠিত হলো। যায়দ কি মরে গেছেন না জীবিত বেঁচে আছেন তার মা বাবার জানা ছিলো না। তারা সন্তানের বিয়োগে খুবই বিষন্ন ছিলো। তারা তার অনুসন্ধানে লিপ্ত ছিলো। হজ্বে আগত মানুষগণ যায়দকে চিনে ফেললো এবং তাকে তার মা-বাবার বিয়োগ-ব্যথা সম্পর্কে অবহিত করলো। যায়দের পিতার কাছে যখন তার সন্তানের সংবাদ পৌঁছলো তখন তারা মক্কায় চলে এলো এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আরয করলো, যায়দকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিন। আমরা চিরদিন আপনার করুণায়

[৫৪]. ১) কাযী আয়াজ : আশ শেফা, ২/১৮
২) বুখারী : আদ আদাবুল মুফরাদ, ১/৩৩৫, হাদিস : ৯৬৪
৩) ইবনে জাআদ : আল-মুসনাদ, ১/৩৬৯, হাদিস : ২৫৩৯
৪) ইবনে সা'আদ : আত তাবকাতুল কুবরা, ৩/১৬৪-১৬৫
৫) মুনাভী : ফয়জুল কদির, ১/৩৯৯
৬) মুযি : তাহযিবুল কামাল, ১৭/১৪২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঋণী থাকবো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি যায়দ তোমাদের সঙ্গে যেতে চায় তাহলে আমি কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে তোমাদের সাথে পাঠিয়ে দিতে প্রস্তুত। যায়দ রাদিআল্লাহু আনহু কে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কি এদের চেনো? তিনি বললেন, কেন চিনবনা? এটা তো আমার পিতা, আর এটা আমার চাচা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি তোমার পিতার সঙ্গে যেতে চাও তাহলে সন্তুষ্টচিত্তে যেতে পারো। আমার সাথে থাকতে চাইলে তাও থাকতে পারো। এটা হযরত যায়দ রাদিআল্লাহু আনহু'র জন্যে একটি পরীক্ষা ছিলো। একদিকে তার পিতা; যে অনেকদিন ধরে তার অনুসন্ধানে ছিলো আর যায়দ রাদিআল্লাহু আনহুর অন্তরেও পিতার মুহাব্বতের ঢেউ খেলছিলো। তবে অপরদিকে তার শেষনবীর খেদমতের মহামর্যাদাও অর্জন হয়েছিলো। কিন্তু হযরত যায়দ রাদিআল্লাহু আনহু সিদ্ধান্ত নিতে একমুহূর্তের জন্যেও ইতস্ততবোধ করেন নি। বলে উঠলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদযুগল থেকে পৃথক হবো না। আরো বললেন-

مَا أَنَا بِالَّذِيْ أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا، أَنْتَ مِنِّي بِمَكَانِ الأَبِ وَالأُمِّ، فَقَالاَ: وَيْحَكَ يَا زَيْدُ أَتَخْتَارُ الْعُبُودِيَةِ عَلَى الْحُرِّيَةَ وَعَلَى أَبِيْكَ وَعَمِّكَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ شَيْئًا مَا أَنَا بِالَّذِيْ أَخْتَارُ عَلَيْهِ أَحَدًا أَبَدًا. فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَلِكَ أَخْرَجَهُ إِلَى الحَجَرِ فَقَالَ: يَا مَنْ حَضَرَ اِشْهَدُوْا أَنَّ زَيْدًا اِبْنِيْ أَرْثُهُ وَيَرِثُنِيْ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَبُوهُ وَعَمُّهُ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا وَانْصَرَفَا.

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার পরিবর্তে আর কাকে প্রাধান্য দিতে পারি? আপনি আমার জন্যে মা-বাবার স্থানে রয়েছেন। একথায় পিতা ও চাচা উভয়েই বলে উঠলো, তুমি ধ্বংস হও। দাসত্বকে স্বাধীনতার উপর প্রাধান্য দিচ্ছো? নিজের পিতা, চাচা ও পরিবার পরিজনকে ছেড়ে দিচ্ছো? যায়দ রাদিআল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তির মাঝে এমন গুণাবলি আমি পেয়েছি যার পরিবর্তে অন্য কিছুকে আমি পছন্দ করতে পারি না। যখন রাসূল

www.AmarIslam.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার একথা শুনলেন তখন খুশি হয়ে তাকে বুকে টেনে নিলেন। উপস্থিতদের সাক্ষী বানিয়ে বললেন, এটা আমার সন্তান। আমরা পরস্পর উত্তরাধিকারী। তার পিতা ও চাচা এই দৃশ্য অবলোকন করলে অত্যন্ত পুলকিত হলো এবং তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছেড়ে চলে গেলো।"[৫৫]

ইমাম কুরতুবী (রহ.) লিখেন, তিনি শপথ করে বললেন,

وَاللهِ اَلْعُبُودِيَةُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ عِنْدَكُمْ.

"আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাসত্ব তোমাদের কাছে থাকার চেয়ে অধিক প্রিয়।"[৫৬]

১৭. সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহুর প্রেমদগ্ধ আগ্রহ

হযরত সালমান ফরসী রাদিআল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ইতিহাসের কিতাবসমূহে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। অগ্নিপূঁজা থেকে ফিরে খৃষ্টবাদের আঁচলে সম্পৃক্ত হয়েছেন। পাদ্রিদের থেকে জ্ঞানার্জনের ধারাবাহিকতাও বহমান ছিলো। কিন্তু কোথাও মনে প্রশান্তি অর্জন হয়নি। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি গমুরিয়ার পাদ্রীর কাছে কিছু কাল অতিবাহিত করলেন। গমুরিয়ার পাদ্রী ইলহামী কিতাবসমূহে একজন দক্ষ আলিম ছিলেন। যখন তার জীবনের শেষ মুহূর্ত চলে আসলো তখন হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, আমি এখন যাবো কোথায়? খৃষ্ট মাযহাবের ওই আলিম বললেন, শেষ নবীর আগমন প্রায় সন্নিকটে। এই নবী ইবরাহীমি দ্বীনের আহ্বায়ক হবেন। তারপর গমুরিয়ার পাদ্রী মদীনার সকল নিদর্শন সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহুকে বলে দিলেন যে, শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে সেই খেজুর শাখা বেষ্টিত মনকাড়া শহরে অবস্থান করবেন। খৃষ্টান পাদ্রী আল্লাহর সেই নবী সম্পর্কে বললেন, তিনি

[৫৫]. ১) ইবনে সা'আদ : আত তাবকাতুল কুবরা, ৩/৪২
২) কুরতুবী : আল জামে লি আহকামিল কুরআন, ১৪/১১৮
৩) ইবনে আছীর : উসদুল গাবাহ, ২/৩৫১
৪) হালবী : আস সিরাতুল হালবিয়া, ১/৪৩৯
৫) ইবনে হাযর আসকালানী : আল ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা, ২/৫৯৯
৬) ইবনে জওযী : সিফাতুস সফওয়া, ১/৩৮১

[৫৬]. কুরতুবী : আল জামে লি আহকামিল কুরআন, ১৪/১৯৩

সদকা খাবেন না বরং হাদিয়া গ্রহণ করবেন। তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে নবুওয়াতের মোহর থাকবে।

পাদ্রী এই ধ্বংসশীল পৃথিবী থেকে চলে গেলেন। তারপর সত্যের সন্ধানী মুসাফির হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু গমুরিয়াকে বিদায় জানালেন আর সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহরের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। সফরকালে সালমান রাদিআল্লাহু আনহু কিছু ব্যবসায়ীদের ফাঁদে পড়ে গেলেন। কিন্তু মুসাফিরের হৃদয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাতের প্রেরণা ও আগ্রহ এতটুকুও কমে যায় নি। বরং অনুপ্রেরণার অগ্নি আরো জ্বলে উঠলো। ওই ব্যবসায়ীরা তাকে মক্কায় নিয়ে এলো, যে ভূখণ্ডটি শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র পবিত্র জন্মভূমি হওয়ার সম্মান অর্জন করেছে। ব্যবসায়ীরা সালমান রাদিআল্লাহু আনহু কে দাস আখ্যায়িত করলো এবং তাকে মদীনার বনূ কুরাইযা গোত্রের একজন ইয়াহুদীর নিকট বিক্রি করে দিলো। তিনি ইয়াহুদীর দাসত্ব গ্রহণ করে নিলেন। ইয়াহুদী মনিবের সাথে যখন তিনি 'ইয়াসরাব' (মদীনা) পৌঁছে গেলেন তখন যেন আপন লক্ষ্য পেয়ে গেলেন। গমুরিয়ার পাদ্রী ইয়াসরাব নগরীর ব্যাপারে যা নিদর্শন বলেছিলেন সালমান রাদিআল্লাহু আনহু তা প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি প্রত্যেকজন থেকে শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু এখনো ভাগ্যের তারকা সপ্তর্ষিতে উজ্জ্বল হয় নি। তিনি জানেন না যে, শেষনবী মক্কা থেকে হিজরত করে এই শহরে চলে আসবেন।

কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, সালমান রাদিআল্লাহু আনহু একদা ইয়াহুদী মালিকের বাগানে একটি খেজুর বৃক্ষে উঠলেন। এই অবস্থায় তিনি ইয়াহুদী মালিককে জনৈক ব্যক্তির সাথে আলাপকালে শুনলেন যে, মক্কা থেকে হিজরত করে 'কোবা' নগরীতে আগত ব্যক্তি নিজেকে শেষ নবী বলে দাবী করছেন। তখন সালমান রাদিআল্লাহু আনহুর অন্তর হঠাৎ আন্দোলিত হয়ে ওঠলো। সত্যের সন্ধানী মুসাফিরের সকল কষ্ট মুহূর্তে আনন্দে পরিণত হলো। তিনি পরীক্ষামূলক অভিযান শুরু করে দিলেন; একটি ছোট থালায় টাটকা খেজুর সাজিয়ে উভয় জাঁহানের সরদারের নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন, এগুলো সদকার খেজুর। দু'জাহানের সরদার 'আমরা সদকা খাই না' বলে খেজুরগুলো ফেরত দিলেন। গমুরিয়ার পাদ্রীর বর্ণিত একটি নিদর্শন সত্য প্রমাণিত হলো। দ্বিতীয়দিন আরেকটি থালায় টাটকা খেজুর সাজিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, এই হাদিয়াটুকু গ্রহণ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপহারটুকু গ্রহণ করলেন। আর তা সাথীদের মাঝে বিতরণ করে দিলেন। দু'টি নিদর্শন সত্য প্রমাণিত হলো। এখন নবুয়তের মুহরের অবলোকন বাকি রইলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাক্বীতে একটি জানাযায় গেলেন। তথায় একটি স্থানে বিশ্রাম নিলেন। সালমান রাদিআল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। দু'জাহানের সরদার নবুওয়াতের আলোকদৃষ্টি দিয়ে সালমানের অস্থিরতার ভাব বুঝে নিলেন। সত্যের বাহক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালোবাসার মাধুরী মিশিয়ে মুবারক পিঠ থেকে অবগুণ্ঠন সরিয়ে নিলেন। যেন নবুওয়াতের মোহরের দর্শনেচ্ছুক আপন লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। তখনই সালমান রাদিআল্লাহু আনহুএর অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এগিয়ে এসে পরম ভালোবাসা নিয়ে নবুওয়াতের মোহরে চুমু দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনে চিরদিনের জন্যে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঁচলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।[৫৭]

১৮. হযরত যায়দ ইবনে দাচিন্না রাদিআল্লাহু আনহু এবং তার সাথীদের ইশ্‌কে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎকর্ষ

কোরাইশ সরদার সুফিয়ান ইবনে খালিদ একটি চক্রান্ত রটালো এভাবে যে, কিছু লোক মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠাবে, আর তারা নিজেদের মুসলমান বলে প্রকাশ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন জানিয়ে তাদের সাথে কয়েকজন মুবাল্লিগ নিয়ে যাবে। অতঃপর তাদেরকে উহুদযুদ্ধে নিহতদের বদলা স্বরূপ হত্যা করা হবে। এ কাজের প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে একশো উটের প্রলোভন দেওয়া হলো। এই ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে মদীনার যেসব মুসলমানদেরকে নেওয়া হয়েছিলো তাদের মধ্যে হযরত যায়দ ইবনে দাচিন্না রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে হযরত খোবাইব রাদিআল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে তারিক রাদিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আ'ছিম

---

[৫৭]. ১) হাকেম : আল-মুসতাদরাক, ৩/৬৯৮, হাদীস : ৬৫৪৪
২) বাযযার : আল-মুসনাদ, ৬/৪৬৩-৪৬৫, হাদিস : ২৫০০
৩) তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৬/২২২-২২৪, হাদীস : ৬০৬৫
৪) ইবনে সা'আদ : আত তাবকাতুল কুবরা, ৪/৭৫-৮০
৫) আবু নায়ীম : দালায়িলুন নুবুওয়াহ, ১/৪০

রাদিআল্লাহু আনহুও ছিলেন। পথিমধ্যে তারা তাদের আরো সৈন্যদের ডেকে নিয়ে সাহাবায়ে কেরামদের সাথে সংঘাতমুখী হলো। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম সাহস হারালেন না। বরং প্রবল বিক্রমে তাদের সঙ্গে মুকাবিলা করলেন। এই মুষ্টিমেয় মুজাহিদরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়লো। দু'জন ব্যতীত সবাই শহীদ হয়ে গেলো। ওই দু'জনকে মক্কায় নিয়ে বিক্রয় করে দেওয়া হলো। তন্মধ্যে একজন হযরত যায়দ রাদিআল্লাহু আনহু ছিলেন। যাকে সাফওয়ান ইবনে ওমাইয়া পঞ্চাশটি উটের বিনিময়ে ক্রয় করে নিলো। যেন তাকে প্রতিশোধমূলক হত্যা করে পিতা হত্যার জ্বালা মেটাতে পারে।

কাফির ও মুশরিকদের ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে সুলাফা বিনতে সা'আদ নামক একজন নারীও ছিলো। যার দু'ছেলে উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। সুতরাং সে এ প্রতিজ্ঞা করলো যে, যদি আছেম রাদিআল্লাহু আনহুর শির তার হস্তগত হয় তাহলে তার খুলি দিয়ে শরাব পান করবে। হযরত আছেম রাদিআল্লাহু আনহু শাহাদাতের সুধা পান করার পূর্বে দরবারে ইলাহীতে এই আবেদন পেশ করলেন যে, হে আল্লাহ! আমার প্রিয়তম সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমার শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছিয়ে দিন। হে বিশ্ব জাহানের প্রভু! আমার শির তোমার পথে উচ্ছেদ হচ্ছে, সুতরাং তা তুমি হেফাজত করো।

যখন কাফেররা হযরত আছেম রাদিআল্লাহু আনহুর শিরোচ্ছেদ করছিলো তখন কোথা থেকে যেন এক ঝাঁক মৌমাছি আসলো আর তারা শহীদদেরকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে ফেললো। কাফেররা এই মনে করে শিরোচ্ছেদ মুলতবি রাখলো যে, রাত্রে মৌমাছিগুলো দূর হয়ে যাবে। কিন্তু রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হলো এবং শহীদদের লাশকে তুফানের ঝাপটায় ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। অন্যদিকে হযরত যায়দ রাদিআল্লাহু আনহুকে যখন শহীদ করা হচ্ছিলো তো সেখানে মক্কার কাফির ও মুশরিদের একদল জড়ো হলো। ওখানে আবূ সুফিয়ানও ছিলো। আবূ সুফিয়ান হযরত যায়দ রাদিআল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বললো-

أَنْشَدَكَ اللهُ يَا زَيْدُ أَتُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا الآنَ عِنْدَنَا مَكَانَكَ يَضْرِبُ عُنُقَهُ وَإِنَّكَ فِي أَهْلِكَ؟

'হে যায়দ! তোমাকে মহান প্রভুর কসম দিয়ে বলছি, সত্য সত্য বলো। তুমি কি এটা পছন্দ করো যে, এই মুহূর্তে তোমার জায়গায়

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতেন, আমরা (নাউযুবিল্লাহ) তাকে হত্যা করতাম আর তুমি আপন পরিবার পরিজনের সঙ্গে থাকতে!'

রাসূলপ্রেমের পতঙ্গ হযরত যায়দ রাদিআল্লাহু আনহুর চোখে প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখাবয়ব ভেসে উঠলো। তিনি বললেন,

وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا اَلآنَ فِي مَكَانِهِ الَّذِيْ هُوَ فِيْهِ تُصِيْبُهُ شَوْكَةٌ تُوذِيْهِ وَأَنِّيْ جَالِسٌ فِي أَهْلِي.

"খোদার কসম! আমি কখনো সহ্য করতে পারবো না যে, আমার সরদার ও মুনিব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে একটি কাঁটা বিদ্ধ হবে আর আমি পরিবারের সঙ্গে সানন্দে বসে থাকবো।"

আবূ সুফিয়ান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নিবেদিতপ্রাণ গোলামের আত্মনিবেদনের কথা স্বীকার করে বলে ফেললেন-

مَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ أَحَدًا يُحِبُّ أَحَدًا كَحُبِّ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ.

"আমি এরকম অন্য কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি যে অপরকে এমনভাবে ভালোবাসে যেমন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সাথীরা ভালোবাসে।"[৫৮]

হযরত খুবাইব রাদিআল্লাহু আনহুকেও গ্রেফতার করা হয়েছিলো এবং কিছুদিন পর তাকেও মৃত্যুর পরাকাষ্ঠে ঝুলানো হলো। কিন্তু শাহাদাতের আগে তিনি দু'রাকাত নামায পড়ার সুযোগ চাইলেন। অনুমতি পাওয়ার পর প্রশান্তচিত্তে দরবারে ইলাহীতে প্রার্থনা করলেন যে, হে মাওলা! আমার সালামকে আপনি আমার প্রিয়তম পর্যন্ত পৌঁছে দিন। হযরত ওসামা রাদিআল্লাহু আনহুর ভাষ্য যে, তখন আমি মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূল সাল্লাল্লাহু

[৫৮]. ১) ইবনে হিশাম : আস সিরাতুন নব্বীয়া, ৪/১২৬
২) ইবনে সা'আদ : আত তাবকাতুল কুবরা, ২/৫৫-৫৬
৩) ইবনে কাসীর : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/৬৫
৪) তাবারী : তারিখুল ওমাম ওয়াল মুলূক, ২/৭৯
৫) ইবনে আছীর : উসদুল গাবাহ, ২/১০৮, ১৫৫, ৩৫৮
৬) কাযী আয়াজ : আশ শেফা, ২/১৯
৭) ইবনে জওযী : সিফাতুস সফওয়া, ১/৬৪৯

আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওহী নাযিল হলো। আর তিনি বললেন, ওয়ালাইকুমুস্ সালাম। সাথে সাথে তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো।

মক্কার কুরাইশ গোত্র তাঁকে হত্যা করার জন্য এমন চল্লিশজন ব্যক্তিকে ডাকলো যাদের বাপ-দাদা বদর যুদ্ধে মারা গিয়েছিলো। তারা তাকে শহীদ করে দিলো। তাঁর লাশটি মৃত্যুর কাষ্ঠে ঝুলানো ছিলো। যার পাহারার জন্যে কাফিররা চল্লিশজনের একটি টিম নিযুক্ত করলো। যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহীর মারফতে এই খবর পৌঁছলো তখন তিনি বললেন,

أَيُّكُمْ يَنْزِلُ خُبَيْبًا عَنْ خُشْبَتِهٖ وَلَهُ الْجَنَّةُ.

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি খোবাইবকে মৃত্যুর কাষ্ঠ থেকে নামাতে পারবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত।"[৫৯]

অতএব হযরত যায়দ ইবনে আওয়াম রাদিআল্লাহু আনহু হযরত মিকদাদ রাদিআল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে এই নির্দেশ কবূল করলেন আর তাঁর লাশটি মৃত্যুর কাষ্ঠ থেকে নামিয়ে নিলেন।

১৯. হযরত আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাদিআল্লাহু আনহুর জীবনোৎসর্গের আগ্রহ

উহুদ যুদ্ধে রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হয়ে গেলেন। খোদের (লৌহটুপি যা যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় পরা হয়) কড়াগুলো তাঁর মুখাবয়বকে জখমী করে দিলো। আবূ বকর ছিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু ও আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাদিআল্লাহু আনহু তা দেখে দৌঁড়ে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন। হযরত আবূ উবায়দাহ রাদিআল্লাহু আনহু সামনে এগিয়ে পবিত্র মুখাবয়ব থেকে খোদের কড়াগুলো বের করে নিলেন। প্রথম কড়া যখন বের করছিলেন তো টানার চোটে তিনি পিছনে ছিটকে পড়লেন এবং তার একটি দাঁত ঝরে পড়লো। কিন্তু নববী মশালের পতঙ্গ নিজের জখমকে কোনো পাত্তাই দিলেন না। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল থেকে খোদের দ্বিতীয় কড়াটিও বের

[৫৯]. হালবী : আস সিরাতুল হালবিয়া, ৩/১৬০-১৬১

করে নিলেন। এমনকি তিনি আবারও চোট খেয়ে ছিটকে পড়লেন এবং দ্বিতীয় দাঁতটিও ঝরে পড়লো।[৬০]

উৎসর্গপ্রাণ এই সাহাবী আত্মহারা হয়ে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতো মাত্র দু'টি দাঁত, আপনার পদযুগলে যদি আমার প্রাণও যায় তো আমার জন্যে তার চেয়ে মর্যাদা আর কী হতে পারে!

২০. হযরত সাওয়াদ ইবনে গুজিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর বিরল প্রতিশোধ

রাসূল-প্রেমিকেরা ইশ্‌কের তরঙ্গে একটি বিপ্লব সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। বদর-যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতার ঠিক করছিলেন তখন সাওয়াদ ইবনে গুযিয়া রাদিআল্লাহু আনহু 'র পেটে যা কাতার থেকে একটু আগে বেড়ে গিয়েছিলো তীর বিদ্ধ করে বললেন–

اِسْتَوِ يَا سَوَّادُ.

"সাওয়াদ! বরাবর হয়ে যাও।"

এই প্রেক্ষিতে তিনি বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ أَوْجَعْتَنِيْ وَقَدْ بَعَثَكَ اللهُ بِالحَقِّ وَالْعَدْلِ فَاقِدْنِي فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ فَقَالَ اِسْتَقِدْ قَالَ فَاعْتَنَقَهُ فَقَبَّلَ بَطْنَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا يَا سَوَّادُ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ حَضَرَ مَا تَرَى فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْعَهْدِ بِكَ أَنْ يَمَسَّ جِلْدِيْ جِلْدَكَ فَدَعَا لَهُ رَسُول اللهِ ﷺ بِخَيْرٍ.

"ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ইনসাফকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন তাই আমার বদলা দিয়ে দিন। সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পেট মুবারক থেকে কাপড় সরিয়ে নিলেন এবং বললেন, বদলা নিয়ে নাও। (তিনি তো মূলত বাহানা খুঁজছিলেন, তাই কৌশলটি হাতছাড়া করলেন না।) তারপর হযরত সাওয়াদ রাদিআল্লাহু আনহু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র উদরটি জড়িয়ে ধরলেন আর চুমু দিতে লাগলেন। নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হে সাওয়াদ! কোন

৬০. ইবনে হিশাম : আস সিরাতুন নব্বীয়া, ৪/২৯

www.AmarIslam.com

জিনিসটি তোমাকে এই কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলো? তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো সঠিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। আমার মনে হচ্ছে আমি যুদ্ধে আর বাঁচবো না। সুতরাং আমার মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগলো যে, আপনার সাথে এটাই আমার শেষ ব্যবহার হোক যে, আমার শরীর আপনার পবিত্র শরীরকে স্পর্শ করে ধন্য হোক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যে নেক দোয়া করলেন।"[৬১]

২১. হযরত সা'আদ ইবনে রাবী' রাদিআল্লাহু আনহুর বিদায়ী বাণী

সাইয়েদুনা হযরত সা'আদ ইবনে রাবী রাদিআল্লাহু আনহু উহুদ যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হলেন। দেহ ভেদ করে বারোটি বর্শা বিদ্ধ হয়ে পার হয়ে গেছে। তাছাড়া প্রায় সত্তরটি তরবারী ও তীরের আঘাত ছিলো। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছো যে সা'আদ ইবনে রাবীর খবর নিতে পারবে? তখন উবাই ইবনে কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু হযরত সা'আদ ইবনে রাবী রাদিআল্লাহু আনহু'র অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। খুঁজতে খুঁজতে তাকে শহীদদের মাঝে মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় পেলেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু তাকে বললেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার খোঁজে পাঠিয়েছেন। তখন মৃত্যুশয্যায় তিনি তার আকুতি ব্যক্ত করলেন এভাবে–

فَاذْهَبْ إِلَيْهِ فَاقْرَأْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُ أَنِّي قَدْ طُعِنْتُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ طَعْنَةً وَأَنِّي قَدْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلِي وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ حَيٌّ.

"আমার প্রিয়তমকে আমার পক্ষ হতে সালাম জানাবেন। আর বলবেন, বর্শার বারোটি আঘাত আমাকে স্পর্শ করেছে। আর আমি নিজ প্রতিপক্ষকে বর্শার আঘাতে এপার ওপার করে দিয়েছি। নিজ

৬১. ১) ইবনে কাসীর : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/২৭১
২) ইবনে হিশাম : আস সিরাতুন নব্বীয়া, ৩৮১৭৪
৩) তাবারী : তারিখুল ওমাম ওয়াল মুলূক, ২/৩২
৪) ইবনে আছীর : উসদুল গাবাহ, ২/৫৯০, হাদিস : ২৩৩৩
৫) হালবী : আস সিরাতুল হালবিয়া, ২/৪০২

www.AmarIslam.com

গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে বলবেন, তোমাদের মধ্য থেকে একজনও বেঁচে থাকতে যদি হুযুরের কিছু হয় তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার দরবারে তোমাদের কোনো ওযরই গ্রহণযোগ্য হবে না।"[৬২]

এটাই ছিলো তাঁদের নবীপ্রীতির উদ্দীপনা যে, শরীর চূর্ণবিচূর্ণ, আপন জীবনের আশাই উধাও, অথচ মাহবূবের ভাবনায় ব্যাকুল, নিজের ব্যাপারে উদাসীন। শুধু তাই নয়, বরং স্বীয় গোত্রের নিকট সতর্কবাণী পাঠালেন যে, মনে রেখ প্রিয়তমের পাশে যেন থাকো সর্বদা।

২২. হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাদিআল্লাহু আনহুর ভালোবাসা ও প্রাণোৎসর্গের উদ্দীপনা

হিজরতকালে অন্তিম পথে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোবায় অবস্থান করলেন। 'কোবা'র মসজিদ নির্মাণের পর ইয়াসরিব (যা পরবর্তীতে মদীনাতুন নবী নামে ভূষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলো) পানে রওয়ানা হলেন। কিছু বর্ণনা মতে তা ১২ রবিউল আউয়ালের ঘটনা। ইয়াসরিববাসীরা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর সাথে চলছিলো। নাজ্জার গোত্রের কিশোরীরা তবলা বাজিয়ে স্বাগতমবাণী পড়ছিলো। নারী-পুরুষ ও শিশুরা সকলেই সেই অভিজাত মেহমানের জন্যে আঁখি ও হৃদয়ের গালিচা বিছিয়ে রেখেছিলো। প্রত্যেকটি গোত্রপতির বাসনা ছিলো যে, সে যেন দু'জাহানের বাদশাহর মেজবানের সম্মানে ভুষিত হয়। ভাগ্যের খাতায় এই মর্যাদা হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাদিআল্লাহু আনহুর নামে লিখিত ছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ আইয়ূব আনসারী রাদিআল্লাহু আনহুর বাড়ির নিচ তলায় অবস্থান করলেন আর তারা স্বামী স্ত্রী উপরতলায় অবস্থান নিলেন, যাতে করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের তাঁর দরবারে আসতে সুবিধা হয়। একদিন উপরতলায় পানির কলসি ভেঙ্গে গেলো। ছাদ ভিজে পানি টপকে পড়ার আশঙ্কা হলে সাথে সাথে

[৬২]. ১) আনাস বিন মালেক : আল মুআত্তা, ২/৪৬৫-৪৬৬
২) ইবনে আবদিল বর : আল ইস্তিয়াব, ২/৫৯০
৩) ইবনে আবদিল বর : আত তামহীদ, ২৪/৯৪
৪) ইবনে সা'আদ : আত তাবকাতুল কুবরা, ৩/৫২৪
৫) ইবনে জওযী : সিফাতুস সফওয়া, ১/৪৮১
৬) ইবনে হাযর আসকালানী : আল ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা, ৩/৫৯
৭) যুরকানী : শরহুল মুআত্তা, ৩/৫৯

www.AmarIslam.com

তারা কম্বল বিছিয়ে দিলেন এবং পুরো রাত্রি তারা শীতে কাঁপতে লাগলেন। তিনি বললেন,

فَلَقَدْ اِنْكَسَرَ حَبٌّ لَنَا فِيْهِ مَاءٌ ، فَقُمْتُ أَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ بِقَطِيفَةٍ لَنَا مَالَنَا لِحَافٌ غَيْرَهَا ، نُنَشِّفُ بِهَا الْمَاءَ ، تخوفا مِنْ أَنْ يقطر على رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهُ شَيْءٌ فَيُؤْذِيهِ.

"আমাদের পানির কলসি ভেঙ্গে গেলো সুতরাং আমি আর আমার স্ত্রী উম্মে আইয়ূব আমাদের একটিমাত্র কম্বল দ্বারা তা পরিস্কার করছিলাম এ আশঙ্কায় যে, না জানি আবার পানি টপকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে পড়ে আর তিনি কষ্ট পান।"[৬৩]

২৩. হযরত আমীরে মুআবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া বরকতময় স্মৃতি

হযরত আমীরে মুআবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু স্মৃতি গচ্ছিত ছিলো। যখন তিনি অন্তিম মুহূর্তে তখন এই বলে অসিয়ত করলেন–

أَنْ يُكَفَّنَ فِي قَمِيصٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ كَسَاهُ إِيَّاهُ، وَأَنْ يُجْعَلَ مِمَّا يَلِيلُ جَسَدُهُ. وَكَانَ عِنْدَهُ قُلَامَةُ أَظْفَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَوْصَى أَنْ تَسْحَقَ وَتُجْعَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَفَمِهِ، وَقَالَ : اِفْعَلُوْا ذٰلِكَ، وَخَلُّوْا بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَرْحَمِ الرَّاحِمِيْنَ.

"সে জামা দ্বারা যেন কাফন দেওয়া হয় যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই পরিয়ে দিয়েছেন। আর তা শরীরে (এমনভাবে) রাখা হয় (যেন মধ্যখানে অন্য কোনো কাপড় আড়াল না থাকে।) তাছাড়া তার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু বরকতময় কর্তিত নখ মুবারক ছিলো। তিনি অসিয়ত করলেন যে, নখ

[৬৩]. ১) তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ৪/১১৯, হাদীস : ৩৮৫৫
২) হাকেম : আল-মুসতাদরক, ৩/৫২১, হাদীস : ৫৯৩৯
৩) ইবনে কাসীর : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/২০১
৪) সমহূদী : ওয়াফাউল ওয়াফা, ১/২৬৪
৫) হালবী : আস সিরাতুল হালবিয়া, ২/২৭৬

www.AmarIslam.com

মুবারকগুলো যেন ভালোভাবে পিষে তার চোখে এবং মুখে লাগিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর বললেন, আমি যে রকম বললাম, ঠিক তেমনি যেন হয়। এরপর বাকীটা আমার এবং দয়াময় প্রভুর মাঝে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়।”[৬৪]

২৪. হযরত ওমাঈর ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহুর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা

বদর যুদ্ধকালে কম বয়সী এক নওজওয়ান মুজাহিদীনের কাতারে চুপিসারে ঘুরছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারবন্ধী করার মুহূর্তে সেই নওজওয়ানকে দেখে বললেন, আরে বেটা, তোমার তো এখনও যুদ্ধ করার বয়স হয়নি। সুতরাং তুমি ফিরে যাও। শাহাদাতপিয়াসী সেই নওজওয়ান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশ শুনে অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো এবং বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হোক। আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাচ্ছি। আশা করি আমার রক্ত আল্লাহর রাহে কবূল হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঈমানী স্পৃহা দেখে অনুমতি দিয়ে দিলেন এবং তাকে তরবারীও দিলেন। ইতিহাসে সেই নওজওয়ানকে ওমাঈর ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহু নামে স্মরণ করা হয়। তিনি সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহুর ছোট ভাই ছিলেন। যুদ্ধ যখন শুরু হলো তখন তিনি দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবশেষে বীরত্বের রক্ত ঢেলে মাত্র ষোলো বছর বয়সে শাহাদাতের মর্যাদায় সমাসীন হলেন। আর রাসূলপ্রেমিকের খাতায় নিজের নাম লিখিয়ে দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন।[৬৫]

---

[৬৪]. ১) ইবনে আছীর : উসদুল গাবাহ, ৫/২০৩
২) নব্বী : তাহযিবুল আসমা, ২/১০৩
৩) হালবী : আস সিরাতুল হালবিয়া, ৩/৪৪

[৬৫]. ১) ইবনে সা'আদ : আত তাবকাতুল কুবরা, ৩/১৪৯
২) হাকেম : আল-মুসতাদরক, ৩/২০৮, হাদীস : ৪৮৬৪
৩) সুহাইলী : রওজাতুল আনিফ, ৩/১৬৪
৪) ইবনে আছীর : উসদুল গাবাহ, ৪/২৮৭
৫) যাহাবী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/৯৭
৬) ইবনে জওযী : সিফাতুস সফওয়া, ১/৩৯৪
৭) হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬/৬৯
৮) ইবনে হাযর আসকালানী : আল ইসাবা ফি তামযিজিস সাহাবা, ৪/৭২৫
৯) মরওয়াজী : আস সুন্নাহ, ১/৪৭

২৫. হযরত আবূ জান্দাল রাদিআল্লাহু আনহুর প্রতিশ্রুতি রক্ষা

হযরত আবূ জান্দাল রাদিআল্লাহু আনহু ছিলেন ইশ্‌কে রাসূলের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেওয়ার সাথে সাথেই তিনি সর্বস্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কদমতলে বিলিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। তবে 'প্রায়শ্চিত্ত' হিসেবে তার মাথায় চেপে বসলো নির্যাতনের পাহাড়। মক্কার কাফির মুশরিকরা সেই রাসূল প্রেমিককে কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করলো কিন্তু তা তার দৃঢ়তায় কোনো প্রভাব ফেলতে পারলো না।

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র সবেমাত্র লেখা সম্পন্ন হলো। হঠাৎ হযরত আবূ জান্দাল রাদিআল্লাহু আনহু মুশরিকদের থেকে পালিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আশ্রয় নিলেন। আবূ জান্দাল রাদিআল্লাহু আনহুর প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চুক্তিপত্রের বিরোধিতা করাটা সমীচীন মনে হলো না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের হৃদয়ে পাথর রেখে হলেও তাকে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন,

يَا أَبَا جَنْدَلٍ، قَدْ تَمَّ الصُّلْحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ، فَاصْبِرْ حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا.

“হে আবূ জান্দাল! আমাদের আর এই কওমের মাঝে চুক্তি পূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং ধৈর্য ধারণ করো যতক্ষণ না আল্লাহতা'আলা তোমার জন্য রাস্তা খুলে দেন এবং প্রশস্থতা দান করেন।”[৬৬]

আবূ জান্দাল রাদিআল্লাহু আনহু প্রিয়তমের ফরমান তা'মিল করে আনুগত্যের এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেন। পীড়াপীড়ি করে চুক্তিরক্ষার প্রজ্বলিত প্রদীপকে নিভতে দিলেন না।

---

১০) হালবী : আস সিরাতুল হালবিয়া, ২/৩৮০

[৬৬]. ১) ইবনে সা'আদ : আত তাবকাতুল কুবরা, ৩/১৪৯
২) বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুস শুরূত, ২/৯৬৭, হাদিস : ২৫৬৪
৩) বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ৯/২২৭
৪) তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ২০/১৬, হাদীস : ১৫
৫) তাবারী : তারিখুল ওমাম ওয়াল মুলূক, ২/১২৩
৬) ইবনে হিশাম : আস সিরাতুন নব্বীয়া, ৪/২৮৭

২৬. মুনাফিক সরদারের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহুর অমর কীর্তি

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিকদের সরদার ছিলো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাশরীফ নেওয়ার পূর্বে তাকে ইয়াসরিবের বাদশাহ বানানোর পরিকল্পনা চলছিলো। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর এই পরিকল্পনা স্বপ্নেই রয়ে গেলো। বরং এখন নেতৃত্বের বিষয়ই আলোচনায় আসলো। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং মদীনার মুনাফিকরা ইসলাম এবং ইসলামের নবীকে ঠেকানোর নীল নকশা বুনতে শুরু করলো এবং মুহাজিরীনে মক্কার রাস্তাঘাট আটকানোর চেষ্টা শুরু করলো। তেমনিভাবে মদীনার মুনাফিকেরা স্তরগত ভেদাভেদ উড়িয়ে দিয়ে মদীনার নেতৃত্বের শৃঙ্খলা গুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় নেমে পড়লো।

১. হযরত আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু সেই আবদুল্লাহ ইবনে ওবাইর সন্তান ছিলেন। কিন্তু মুনাফিক পিতার ষড়যন্ত্রমূলক চিন্তা-চেতনার সঙ্গে তাঁর দূরতম সম্পর্কও ছিলো না। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণপ্রিয় সাহাবী ছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর কাছে নিজ পিতার ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের স্বরূপ উম্মোচন হতে লাগলো। তিনি রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং নিজ পিতার অসঙ্গতিপূর্ণ কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে নির্দেশ করুন। আমি রাস্তা থেকে আমার পিতার কাঁটা সরিয়ে দেই। যাতে করে দ্বীনের অগ্রগতির পথে সামনে কোনো বাঁধার আভাষই না থাকে।

রেওয়ায়তে এসেছে,

أَنَّهُ اِسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَقْتُلَ اَبَاهُ، قَالَ: لَا تَقْتُلْ أَبَاكَ.

"তিনি (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাদিআল্লাহু আনহু) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আপন পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই)-কে হত্যা করার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, নিজ পিতাকে হত্যা করো না।"[৬৭]

---

[৬৭]. ১) হাকেম : আল-মুসতাদরক, ৩/৬৭৯, হাদীস : ৬৪৯০
২) আবদুর রায্যাক : আল-মুসন্নাফ, ৩/৫৩৮, হাদীস : ৬৬২৭
৩) শায়বানী : আল আহাদ ওয়াল মাসানী, ৪/২৩, হাদিস : ১৯৬৭
৪) হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/৩১৮
৫) ইবনে হাযর আসকালানী : আল ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা, ৪/১৫৫

www.AmarIslam.com

২. এ ধরণের আকেটি ঘটনা হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন।

مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ، وَهُوَ فِي ظِلِّ أَطَمٍّ، فَقَالَ : قَدْ عَبَرَ عَلَيْنَا اِبْنُ أَبِي كَبْشَةَ ، فَقَالَ اِبْنُهُ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ : وَالَّذِيْ أَكْرَمَكَ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَئِنْ شِئْتَ لَآتَيْتُكَ بِرَأْسِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا ، وَلَكِنْ بِرْ أَبَاكَ وَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُ.

"আবদুল্লাহ ইবনে ওবাই একটি উঁচু টিলার ছায়ায় বসেছিলেন। এমতাবস্থায় তার পাশ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গমন হলে (তাঁকে উদ্দেশ্য করে) সে বললো, এখন এদিক দিয়ে ইবনে আবী কাবশার গমন হলো। তা শ্রবণকরতঃ তার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সত্ত্বার কসম যিনি আপনাকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। যদি আপনার মর্জি হয় তাহলে আমি আমার এর (বদবখত পিতা) শিরা ছিন্ন করে আপনার খেদমতে উপস্থিত করবো। রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, আপন পিতার সঙ্গে উত্তম এবং প্রীতিপূর্ণ আচরণ করো।"[৬৮]

আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহুর মতো এধরণের কথা এমন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিই বলার সাহস রাখে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আপন সত্ত্বাকে বিলীন করে দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু যখন আপন পিতার ইবনে উবাইকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথে বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে দেখলেন তখন সেই প্রাচীরকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা করে ফেললেন।

---

[৬৮]. ১) হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৯/৩১৮) এর মধ্যে বলেছেন, হাদিসটি বাযযার রেওয়ায়ত করেছেন এবং এর রাবীসমূহ সেকাহ।
২) ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ, ২/১৭০-১৭১, হাদীস : ৪২৮
৩) হায়সমী : মওয়ারিদুয যমআন, ১/৪৯৮, হাদিস : ২০২৯
৪) তাবারানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ১/৮০, হাদীস : ২২৯
৫) ইবনে হাযর আসকালানী : আল ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা, ৪/১৫৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. বনী মুস্তালাক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এক স্থানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কিছু অভদ্রতাসূলভ বাক্যালাপ করছিলো। তা দেখে তার আপন পুত্র আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু তরবারী উঁচিয়ে তার পিতার মাথায় ধরলো এবং তাকে লাঞ্ছিত করলো। হযরত উসামা বিন যায়দ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন–

لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلَقِ، قامَ اِبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ فَسَلَّ عَلَى أَبِيْهِ السَّيْفَ وَقَالَ : للهِ عَلَيَّ أَلاَّ أُغَمِّدُهُ حَتَّى تَقَولُ : مُحَمَّدٌ اَلأَعَزُّ وَأَنَا اَلأَذَلُّ، قَالَ: وَيْلَكَ مُحَمَّدُ اَلأَعَزُّ وَأَنَا اَلأَذَلُّ! فَبَلَغَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْجَبَهُ وَشَكَرَهَا لَهُ.

"যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী মুস্তালাক যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন তখন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই দাঁড়ালেন এবং নিজ পিতার শিরে তরবারী উঁচিয়ে বললেন, খোদার কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তরবারী রাখবো না যতক্ষণ না আপনি বলেন যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্মানের অধিকারী আর আমি অপদস্থ। যখন এ খবর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পৌঁছলো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহসিকতাকে পছন্দ করলেন আর গুণকীর্তন করলেন।"[৬৯]

২৭. হযরত সুমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহার অসাধারণ ঈমানী চেতনা

ইসলামের সুশীতল ছায়ায় সর্বপ্রথম আশ্রয় নেওয়ার সৌভাগ্য যেমন একজন নারী তথা হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদিআল্লাহু আনহা অর্জন করেছিলেন তেমনি ইসলামের রাস্তায় প্রাণোৎসর্গ করার সৌভাগ্যটাও অর্জন করেছেন একজন ভাগ্যবতী নারী। তিনি হলেন হযরত সুমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা। তিনি হযরত আম্মার রাদিআল্লাহু আনহুর সম্মানিতা জননী ছিলেন। যারা রিসালাতের মর্যাদা রক্ষায় স্বীয় জানের কুরবানী পেশ করেছেন ইসলাম

[৬৯]. ১) হায়সমী : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/৩১৭-৩১৮
২) হুমাইদী : আল-মুসনাদ, ২/৫২০, হাদিস : ১২৪০
৩) কুরতুবী : আল জামে লি আহকামিল কুরআন, ১৮/১২৯
৪) আলূসী : রুহুল মা'আনী, ২৮/১১৬

কবুল করার পর থেকেই তাদের ঈমানী শক্তিকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু তাদের অটল ঈমানের শক্তিকে প্রাণের ভয়ও নিভাতে পারে নি। বর্ণনায় এসেছে যে, তাদেরকে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর শয়ন করা হতো কিন্তু তাদের পিপাসার্ত ঠোঁটের মাঝে রাসূলপ্রীতির পুষ্পের সুরভি বিদ্যমান থাকতো। তাদের দৃঢ়পদে ততটুকুও পদস্খলন ঘটেনি। নারী তো আসলেই সূক্ষ্ম কাঁচের নাম যা মৃদু ঘর্ষণেই টুটে যায়। কিন্তু হযরত সুমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা ছিলেন কঠিন পাথর যেন ইস্পাত।

وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ طَعَنَهَا فِي قُبُلِهَا بِحَرْبَةٍ فِي يَدِهِ فَقَتَلَهَا، فَهِيَ أَوَّلُ شَهِيْدٌ فِي الإِسْلاَمِ. وَكَانَ قَتْلُهَا قَبْلَ الهِجْرَةِ، وَكَانَتْ مِمَّنْ أَظْهَرَ الإِسْلاَمَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ.

"বর্ণিত আছে যে, আবু জাহ্ল স্বহস্তে তাঁর লজ্জাস্থানে বর্শা নিক্ষেপ করে শহীদ করে দেয়। তিনি ইসলামের প্রথম শহীদ ছিলেন যাকে হিজরতের পূর্বেই শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি সেই রমনী যেই মক্কা মুকাররামায় ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় ইসলাম গ্রহণকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দেন।"[৭০]

ইবনে ইসহাক (রহ.) আম্মার ইবনে ইয়াসিরের পরিবারের কারো থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّ سُمَيَّةَ أُمَّ عَمَّارٍ عَذَّبَهَا هَذَا الْحَيُّ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَهِيَ تَأْبَى حَتَّى قَتَلُوهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمُرُّ بِعَمَّارٍ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَهُمْ يُعَذَّبُونَ بِالْأَبْطَحِ فِي رَمْضَاءِ مَكَّةَ فَيَقُولُ: صَبْرًا يَا آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ.

"বনী মুগিরা উম্মে আম্মার সুমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহুকে ইসলাম গ্রহণের 'অপরাধে' বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু তিনি (ইসলামের স্বীকারোক্তি ছাড়া) সবকিছুকে অস্বীকার করেছেন। অতঃপর তারা

[৭০]. ১) ইবনে আবী শায়বাহ : আল মুসান্নাফ, ৭/১৩, হাদীস : ৩৩৮৬৯
২) আসকালানী : ফতহুল বারী, ৭/২৪, হাদিস : ৩৪৬০
৩) মুযি : তাহযিবুল কামাল, ২১/২১৬, হাদিস : ৪১৭৪
৪) খতিবে বাগদাদী : তারিখে বাগদাদ, ১/১৫০
৫) ইবনে আছীর : উসদুল গাবাহ, ৭/১৫৩

তাঁকে শহীদ করে দিলো। যখন 'আবতাহ' উপত্যকায় উত্তপ্ত রোদে নির্যাতনের শিকার আম্মার ও তার পিতামাতার পাশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাত্রা হতো তখন তিনি বলতেন, হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধরো। জান্নাত তোমাদের প্রতীক্ষায় আছে।"[৭১]

২৮. হযরত আদ্দাস রাদিআল্লাহু আনহু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদতলে

তায়েফের বাজারে বখাটে ছেলেরা এক মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা রচনা করেছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীরে এতো পাথর তারা বর্ষণ করেছিলো যে, তাঁর পুতঃপবিত্র টাখনু থেকে রক্তের বন্যা প্রবাহিত হয়েছিলো। তায়েফের নির্যাতিত রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণের জন্যে একটি বাগানে অবস্থান নিলেন। বাগানটি রবীয়া নামক এক ব্যক্তির ছিলো। লোকটি ইসলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকৃষ্টতম শত্রুতায় লিপ্ত ছিলো। ওই সময় তার বাগানে তার দু'পুত্র ওতবা এবং শায়বা উপস্থিত ছিলো। তারা তাদের গোলাম আদ্দাসকে দিয়ে আঙ্গুরের একটি খোসা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থালায় ভরে পাঠালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিসমিল্লাহ বলে আঙ্গুর ছিড়লেন তখন তার দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাক লেগে গেলো। কারণ সে জানতো যে, এখানকার লোকেরা বিসমিল্লাহ বলে আহার করে না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার কোন ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক? সে বললো, আমার বাড়ি নিনওয়া। আমি একজন ঈসায়ী। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বললেন, তুমি সে নিনওয়ার অধিবাসী যা হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামের শহর? আদ্দাস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বললো, আপনি ইউসুস ইবনে মাত্তা কে চিনেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[৭১]. ১) বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ২/২৩৯, হাদীস : ১৬৩১
২) হাকেম : আল-মুসতাদরক, ৩/৪৩২, হাদীস : ৫৬৪৬
৩) তাবারানী : আল-মু'জামুল কবির, ২৪/৩০৩, হাদীস : ৭৬৯
৪) ইবনে সা'আদ : আত তাবকাতুল কুবরা, ৩/৪৯
৫) ইবনে হিশাম : আস সিরাতুন নব্বীয়া, ২/১৬২
৬) ইবনে আছীর : উসদুল গাবাহ, ৭/১৫২

বললেন, ইউনুস ইবনে মাত্তা আমার ভাই। তিনিও আল্লাহ তা'আলা পক্ষ থেকে নবী ছিলেন, আমিও নবী। আদ্দাস ঈমানি বলে বলীয়ান হয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং সর্বপ্রথম রাহমাতুললিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজ্জ্বল শিরোমণিতে চুমু খেলো। অতঃপর তাঁর পদচুম্বনে মগ্ন হয়ে গেলো। মনিবের কাছে ফিরে যাওয়ার পর মনিব তাকে ভর্ৎসনা করলো। তবুও অসহায় গোলামের মুখ দিয়ে এই বাক্য দ্বীপ্তকণ্ঠে বেরিয়ে পড়লো–

مَا فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ هٰذَا.

"বর্তমানে এই ভূমিতে তার চেয়ে উত্তম আর কোনো ব্যক্তি নেই।"[৭২]

২৯. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদর মুবারক দিয়ে কাফন পরার তামান্না

একদা জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি চাদর হাদিয়া দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পরিধান করে সাহাবায়ে কিরামের মজলিসে তাশরীফ নিলেন। এক সাহাবী আরয করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! চাঁদর মুবারকটি আমাকে উপহার দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর মুবারকটি তাকে দিয়ে দিলেন। সাহাবায়ে কিরামের কাছে তার এই কর্মটি ভালো লাগলো না। তাই তারা বললো, তোমার যখন জানা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রার্থীকে কখনো খালি হাতে ফেরত দেন না, তো তুমি এই চাদর কেন চাইলে? তিনি ছিলেন একজন আশিকে রাসূল। তাই তিনি বললেন,

رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِيْنَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَعَلِّيْ أُكَفَّنُ فِيْهَا.

[৭২]. ১) ইবনে হিশাম : আস সিরাতুন নব্বীয়া, ২/২৬৮-২৬৯
২) ইবনে হিব্বান : আস সেকাত, ১/৭৮
৩) ইবনে আবদিল বর : আদ দুরর, ১/৬৩
৪) কুরতুবী : আল জামে লি আহকামিল কুরআন, ১৬/২১১
৫) ইবনে কাসীর : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/১৩৬
৬) তাবারী : তারিখুল ওমাম ওয়াল মুলূক, ১/৫৫৪-৫৫৫
৭) ইবনে আছীর : আল কামেল ফিত তারিখ, ২/৯২
৮) ইবনে হাযর আসকালানী : আল ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা, ৪/৭২৫
৯) সুয়ূতী : আল খাসায়িসুল কুবরা, ১/৩০০
১০) হালবী : আস সিরাতুল হালবিয়া, ১/৩৫৫-৩৫৬

"প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তা পরিধান করেছেন তাই আমি তা থেকে বরকতের আশা করেছি। তা দ্বারা আমি কাফন পরবো।"[৭৩]

সাহাল ইবনে সা'আদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, ওই চাদর দ্বারাই তাকে দাফন করা হয়েছিলো।

৩০. হযরত হিন্দ বিনতে হেযাম রাদিআল্লাহু আনহুর দৃঢ়তার কাহিনী

ইতিহাসবিদরা বলেন, উহুদ যুদ্ধে এই সংবাদ জঙ্গলের অগ্নির ন্যায় ছড়িয়ে পড়লো যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মা'আযাল্লা) শহীদ হয়ে গেছেন। এই খবর শুনতেই মদীনার অলিতে গলিতে আহাজারির ঝড় বয়ে গেলো। মদীনাবাসী শহরের বাইরে চলে এলো। তম্মধ্যে আনসারগোত্রের এক নারী হযরত হিন্দ বিনতে হাযাম রাদিআল্লাহু আনহাও ছিলেন। তার পিতা, ভ্রাতা এবং স্বামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। আর তারা সবাই শহীদ হয়ে গিয়েছিলো ওই যুদ্ধে। যুদ্ধের পর যখন কোনো মুজাহিদের সঙ্গে ওই নারীর সাক্ষাত হতো তখন তারা তাকে বলতো যে, তোমার বাবা শহীদ হয়ে গেছে; আর কেউ তার স্বামীর শাহাদাতের কথা বলতো; আর কেউ তার ভাইয়ের শাহাদাতের কথা বলতো। কিন্তু এই বীরাঙ্গনা নারী বলতো, এই সমস্ত কথা রাখো। আমাকে বরং এই খবরটা দাও–

مَا فَعَلَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন?"[৭৪]

সাহাবী জবাবে বললো,

[৭৩]. ১) বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল আদব, ৫/২২৪৫, হাদিস : ৫৬৮৯
২) বুখারী : আস-সহীহ, কিতাবুল জানায়েয, ১/৪২৯, হাদিস : ১২১৮
৩) নাসায়ী, আস-সুনান আল-কুবরা, ৫/৪৮০, হাদিস : ৯৬৫৯
৪) ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান, কিতাবুল লেবাস, ২/১১৭৭, হাদিস : ৩৫৫৫
৫) আহমাদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৫/৩৩৩
৬) আবদ ইবনে হুমাইদ : আল-মুসনাদ, ১/১৭০, হাদিস : ৪৬২
৭) বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ৩/৪০৪, হাদিস : ৬৪৮৯
৮) বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ৫/১৭০, হাদিস : ৬৩৩৪
৯) তাবরানী : আল-মু'জামুল কবীর, ৬/১৪৩, হাদিস : ৫৭৮৫
১০) ইবনে সা'আদ : আত তাবকাতুল কুবরা, ১/৪৫৪

[৭৪]. কুসতালানী : আল মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, ২/৯৩

خَيْرٌ هُوَ بِحَمْدِ اللهِ كَمَا تُحِبِّيْنَ.

"আলহামদুলিল্লাহ, তিনি এমন খোশহালে আছেন যেমন তুমি চাও।"

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তার খবর শুনে তিনি বলেন,

أَرُوْنِيْهِ حَتّٰى أَنْظُرَ إِلَيْهِ.

"আমাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দেখা করাও, যেন আমি তাকে স্বচক্ষে দেখতে পাই।"

রমনী যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একনজর দেখলেন তখন বলে উঠলেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি থাকতে আমার চিন্তা পেরেশানি কিছুই নেই।"[৭৫]

৩১. 'গছীলুল মালাইকা' হযরত হানযালা রাদিআল্লাহু আনহুর বেনজির ইশ্ক

এক নওজওয়ান সাহাবী হযরত হানযালা ইবনে আবূ আমের রাদিআল্লাহু আনহু বিবাহের প্রথম রজনীতে স্ত্রীর সঙ্গে বাসরে ছিলেন। এমতাবস্থায় কেউ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে জিহাদের আহ্বান জানালো। তো সাহাবী বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। স্ত্রী বললো, রাতটি অপেক্ষা করুন। সকাল হতেই চলে যাবেন। কিন্তু তিনি ইশকের নেশায় মাতাল ছিলেন। তিনি বললেন, হে আমার জীবনসঙ্গিনী! আমাকে বাধা কেন দিচ্ছ? যদি জিহাদ থেকে নিরাপদে ফিরে আসি, তখন পুরো জীবন একসঙ্গে থাকবো। অথবা কাল কিয়ামত দিবসে সাক্ষাত হবে।

সাহাবীর বিবেক এবং ইশ্কের মাঝে বিতর্ক হয়েছে হয়তো। বিবেক হয়তো বলেছে, এতো তাড়া কিসের? যুদ্ধ তো আগামী কাল। এখন তো ঘোষণা হলো মাত্র। বাসর রাত্রের দুলালীকে নিরাশ করো না। কিন্তু ইশক

[৭৫]. ১) ইবনে হিশাম : আস সিরাতুন নব্বীয়া, ৪/৫০
২) তাবারী : তারিখুল ওমাম ওয়াল মুলূক, ২/৭৪
৩) হালবী : আস সিরাতুল হালবিয়া, ২/৫২৮-৫৪২
৪) ইবনে কাসীর : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/৪৭
৫) কুসতালানী : আল মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, ২/৯৩

বলে– দেখো! প্রিয়তমের পয়গাম এসে পড়েছে। সুতরাং মুহূর্তও বিলম্ব করা যাবে না। অবশেষে ইশকে রাসূলের জযবায় উদ্দীপ্ত হয়ে জিহাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং শাহাদতের আসনে সমাসীন হলেন। মহান আল্লাহ তা'আলার ফিরেশতারা তাকে গোসল দিলো। তিনি 'গসীলুল মালাইকা' নামে ভূষিত হলেন। হযরত কাতাদাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, যুদ্ধের পর যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরেশতাদেরকে তাঁকে গোসল দিতে দেখলেন তো তিনি সাহাবায়ে কেরামদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَتغسلَهُ المَلاَئِكَةُ ، يَعْنِي حَنْظَلَةَ، فَسَأَلُوْا أَهْلَهُ: مَا شَأنُهُ؟

فَسُئِلَتْ صَاحِبَتُهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ حَيْنَ سَمِعَ الهَائِعَةُ فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ : لِذَلِكَ غَسَلَتْهُ المَلاَئِكَةُ، وَكَفَي بِهَذَا شَرَفاً وَمَنْزِلةً عِنْدَ اللهِ تَعَالَى .

"তোমাদের সাথী হানযালাকে ফিরেশতারা গোসল দিয়েছে। তোমরা তার ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করো কি ব্যাপার ফিরেশতারা কেন তাকে গোসল দিচ্ছে? তার বিবি সাহেবাকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জানালেন যে, হযরত হানযালা রাদিআল্লাহু আনহু যুদ্ধের আহ্বানে জানাবাতাস্থবায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, এ কারণেই ফিরেশতারা তাকে গোসল দিলেন। আল্লাহ তা'আলার দরবারে সম্মাননার জন্যে এটাই যথেষ্ট।"[৭৬]

[৭৬]. ১) ইবনে আছীর : উসদুল গাবাহ, ২/৮৬
২) হাকেম : আল-মুসতাদরক, ৩/২২৫, হাদিস : ৪৯১৭
৩) ইবনে হিব্বান : আস সহীহ, ১৫/৪৯৫, হাদিস : ৭০২৫
৪) বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ৪/১৫, হাদিস : ৬৬০৫
৫) ইবনে ইসহাক : আস সিরাতুন নব্বীয়া, ৪/২৩
৬) ইবনে হিশাম : আস সিরাতুন নব্বীয়া, ৪/২৩
৭) ইবনে কাসীর : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/২১
৮) হালবী : আস সিরাতুল হালবিয়া, ২/৫২৫
৯) তাবারী : তারিখুল ওমাম ওয়াল মুলূক, ২/৬৯
১০) আবু নায়ীম : দালায়িলুন নুবুওয়াহ, ১/১১০
১১) আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/৩৫৭

আজ আবার সেই জযবাকে জীবন্ত করা দরকার। যদি আমরা যুব সমাজ কর্মনিপূনতা, ঈমানী স্বাদ নতুনভাবে জাগ্রত করতে চাই তাহলে আমাদেরকে সেই ইশকের উত্তাপ তাদের মাঝে ভরে দিতে হবে।

৩২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়োগ-বেদনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাদিআল্লাহু আনহু দৃষ্টিশক্তির বিলুপ্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাদিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তার কাছে যখন তার পুত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের খবর দিলেন তখন তিনি নিজের ক্ষেতে কাজ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের খবরে তিনি বিষন্ন হলেন এবং হাত উঠিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই দোআ করলেন,

اَللَّهُمَّ اذْهَبْ بَصَرِيْ حَتَّى لاَ أَرَى بَعْدَ حَبِيْبِيْ مُحَمَّدٌ أَحَدًا.

"হে আল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি আজ শেষ করে দিন। যাতে প্রিয়তম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কাউকে দেখতে না পাই।"[৭৭]

আল্লাহ তা'আলা তখনই তার দোয়া কবূল করে নিলেন।

হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ذَهَبَ بَصْرُهُ فَعَادُوهُ.

"হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্য হতে এক সাহাবীর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়োগে) দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। তখন লোকেরা তার সেবা শশ্রুষা করতে লাগলো।"

কেউ তার দৃষ্টিশক্তির বিলুপ্তির ব্যাপারে আফসোস করলে তিনি বলেন,

كُنْتُ أُرِيْدُهُمَا لأَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَمَّا إِذَا قَبَضَ النَّبِيَّ ﷺ فَوَاللهِ مَا

يُسَرَّنِي أَنَّ مَا بِهِمَا بِظَبْيٍ مِنْ ظَبَاءِ تَبَالَةِ.

আমি এই চক্ষুদ্বয় এ জন্যই ভালোবাসতাম যে, তা দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদার লাভ করা যেত। যেহেতু

[৭৭]. কুসতালানী : আল মওয়াহিবুল লুদুনিয়া, ২/৯৪

তিনি এখন চলে গেলেন, তাই হরিণের আঁখিও যদি আমাকে এনে দেয়া হয় তবু আমি খুশি হবো না।"[৭৮]

৩৩. কোরাইশ প্রতিনিধি ও ঈমানের মাপকাঠি

হাদীস এবং সীরাতের গ্রন্থাদিতে উল্লেখ আছে যে, কাফির ও মুশরিকরা হযরত রাফে' রাদিআল্লাহু আনহুকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকময় চেহারা মুবারকের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই তাঁর হৃদয়পটে ঈমানের রোশনী ছড়িয়ে পড়লো। তখনই তিনি বলে উঠলেন, হুযুর! এখন তো আমার মন আর ফিরে যেতে চাচ্ছে না। আপনার পদযুগলে আমাকে একটু ঠাঁই দিন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, প্রতিনিধিত্বের দাবি হলো, তুমি এখন ফিরে যাও। তুমি তো আমার কাছে এসেছো প্রতিনিধিরূপে, আর প্রতিনিধিকে রুখে রাখা আমার জন্য শোভা পায় না। সুতরাং তুমি ফিরে যাও। অবশেষে তিনি বিশ্বজাহানের সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালনার্থে চলেই গেলেন। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহের আঁচলে আশ্রয় নিতে ছুটে এলেন। তিনি বলেন–

بَعَثَتْنِي قُرَيْشٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَاللهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلَكِنِ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ فَارْجِعْ».

"কুরাইশরা আমাকে রাসূলের দরবারে পাঠালো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যখন আমার সাক্ষাত হলো তখন ইসলাম আমার অন্তরে স্থান করে নিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমি আর কাফিরদের দলে ফিরে যাবো না। (বরং পুরো জীবন আপনার নিকটেই কাটিয়ে দিবো।) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[৭৮]. বুখারী : আল-আদাবুল মুফরাদ, ১/১৮৮, হাদিস : ৫৩৩

ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি চুক্তি ভঙ্গ করতে পারবো না। কোনো প্রতিনিধিকে আটকে রাখা আমার নীতি পরিপন্থি। এখন চলে যাও। যদি ভালোবাসার এই বন্ধন বাকি থাকে তাহলে পরে আবার ফিরে এসো।"[৭৯]

হযরত আবূ আমের রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় হৃদ্যতার কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালনার্থে তখন আমি ফিরে আসছিলাম। কিন্তু কাফির মুশরিকদের মাঝে মন বসছিলো না, আমার অস্থিরতা ছিলো প্রকট। তাই আমি আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে ফিরে আসি এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি।

৩৪. হযরত ছুমামা ইবনে উছাল রাদিআল্লাহু আনহুর ভালোবাসাপূর্ণ আবেগ

হযরত আবূ রাফে' রাদিআল্লাহু আনহুর উল্লেখিত ঘটনার ন্যায় আরেকটি বর্ণনা সাইয়েদুনা হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যখন ইয়ামামা সৈন্যদলের সেনাপতি ছুমামা ইবনে উছালকে গ্রেফতার করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত করা হলো তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মসজিদে নববীর খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিলেন। তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীর খুঁটির সঙ্গে তিনি বাঁধাবস্থায় ছিলেন। তৃতীয় দিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার আলাপ করার সৌভাগ্য হলো। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন যে, ছুমামাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। মুক্তির পর ছুমামা রাদিআল্লাহু আনহু মসজিদে নববীর নিকটবর্তী একটি খেজুর বাগানে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি গোসল করলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত

[৭৯]. ১) আবু দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুল জিহাদ, ৩/৮২, হাদিস : ২৭৫৮
২) নাসায়ী : আস-সুনানুল কুবরা, ৫/২০৫, হাদিস : ৭৪৭৬
৩) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৬/৮
৪) ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ১১/২৩৩, হাদিস : ৪৮৭৭
৫) হাকেম : আল-মুসতাদরক, ৩/৬৯১, হাদিস : ৬৫৩৮
৬) তহাভী : শরহু মা'আনিল আছার, ৩/৩১৮
৭) তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ১/৩২৩, হাদিস : ৯৬৩
৮) বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ৯/১৪৫, অধ্যায় : ১২৪
৯) হায়সমী : মওয়ারিদুজ যমআন, ১/৩৯৩, হাদিস : ১৬৩০

www.AmarIslam.com

হলেন এবং বিনয়ের শির ঝুঁকিয়ে দিলেন আর ঈমানী দৌলতের সৌভাগ্য অর্জনের লক্ষ্যে এই ঐতিহাসিক বাণীগুলো পেশ করলেন–

يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ.

" হে মুহাম্মদ! বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের কসম করে বলছি, এই ভূপৃষ্ঠে আপনার চেয়ে ঘৃণিত চেহারা আমার নিকট আর কিছুই ছিলো না। কিন্তু (আজ সেই উজ্জ্বল ললাট দর্শনে) আপনার চেহারার চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কিছুই নেই। সেই মহামহিম প্রভুর নামে শপথ করে বলছি যে, আপনার আনীত ধর্ম আমার কাছে সবচেয়ে বেশী অপছন্দনীয় ছিলো, কিন্তু আজ এই দ্বীন সমস্ত দ্বীনের চেয়ে বেশী পছন্দনীয় মনে হচ্ছে। সেই পরম করুণাময় অসীম দয়ালূ সত্তার কসম! আমার কাছে আপনার শহরের চেয়ে অপছন্দনীয় কোনো শহর ছিলো না। কিন্তু আজ আপনার এই মনোহরী শহরের চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কোনো শহর নেই।"[৮০]

[৮০] ১) মুসলিম : আস্-সহীহ, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়র, ৩/১৩৮৬, হাদিস : ১৭৬৪
২) বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল মাগাজী, ৪/১৫৮৯, হাদিস : ৪১১৪
৩) নাসায়ী : আস্-সুনান, কিতাবুত তাহারত, ১/১০৯, হাদিস : ১৮৯
৪) নাসায়ী : আস-সুনানুল কুবরা, ১/১০৭, হাদিস : ১৯৪
৫) ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ৪/৪৩, হাদিস : ১২৩৯
৬) বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ৬/৩১৯, হাদিস : ১২৬১৪
৭) আবু আওয়ানা : আল-মুসনাদ, ৪/২৫৮, হাদিস : ৬৬৯৭
৮) ইবনে আবদিল বর : আল-ইস্তিয়াব, ১/২১৫
৯) ইবনে কাইয়িম : যাদুল মা'আদ, ৩/২৭৭
১০) হালবী : আস সিরাতুল হালবিয়া, ৩/১৭২

৩৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়োগে ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহুর বিলাপ

যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরলোকগমন হলো তখন সাইয়েদুনা হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর বিয়োগ যন্ত্রণার কঠিন মুহূর্তে এই বাক্যগুলো বললেন,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي وَأُمِّي لَقَدْ كُنْتَ تَخْطِبُنَا عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ اِتَّخَذْتَ مِنْبَرًا لَتَسْمَعُهُمْ، فَحَنَّ الجِذْعُ لِفَرَاقِكَ، حَتَّى جَعَلْتَ يَدَكَ عَلَيْهِ فَسَكَنَ، فَأُمَّتُكَ أَوْلَى بِالحَنِيْنِ إِلَيْكَ لَمَّا فَارَقْتَهَا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، يَارَسُولَ اللهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيْلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ جَعَلَ طَاعَتُكَ طَاعَتِهِ، فَقَالَ : مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক। আপনার উপর আমার মা-বাবা কোরবান হোক। আপনি খেজুর বৃক্ষে হেলান দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতেন। পরে সাহাবায়ে কিরামের আধিক্যের কারণে মিম্বার বানিয়ে নিয়েছেন। বৃক্ষ ছেড়ে মিম্বারে চলে আসায় সেই বৃক্ষ আপনার বিয়োগযন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলো। আর আপনি যখন স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলেন তখন কান্না থেমে গেলো। নিস্প্রাণ খেজুর বৃক্ষের যখন এই অবস্থা তাহলে তো আপনার বিয়োগে এই উম্মত বিলাপ আহাজারির অধিক উপযুক্ত। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কত মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন যে, আপনার অনুসরণকে তার অনুসরণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা, রাসূলের হুকুম যে মান্য করলো সে যেন আল্লাহরই হুকুম মান্য করলো।"[৮১]

অপর বর্ণনায় এই বাক্যগুলোও এসেছে–

[৮১]. আবদুল হালিম মাহমুদ : আর রাসূল, পৃষ্ঠা : ২২-২৩

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ تَوَاضِعِكَ أَنَّكَ جَالِسْتَنَا وَتَزَوَّجْتَ مِنَّا وَأَكَلْتَ مَعَنَا، وَلَبِسْتَ الصُّوفَ، وَرَكِبْتَ الدَّوَابَّ، وَأَرْدَفْتُ خَلْفَهُ، وَوَضَعْتَ طَعَامَكَ عَلَى الْأَرْضِ تَوَاضِعًا مِنْكَ.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কোরবান হোক। আপনার অবস্থা তো এই যে, আপনি (আরশের মেহমান হয়ে) আমাদের মতো জমিনবাসীদের সঙ্গে ছিলেন। আমাদের সঙ্গে বিবাহ বসেছেন, আমাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করেছেন। পশমের কাপড় পরিধান করেছেন, সাধারণ যানবাহনে আরোহন করেছেন। আমাদের মতো নগণ্যদেরকে সাথে বসিয়েছেন আর স্বীয় বিনয়ের খাতিরে জমিনে দস্তরখান বিছিয়েছেন।"[৮২]

৩৬. জিবরাঈল আলাইহিস সালামের যিয়ারাতের তামান্না

সূরায়ে দোহার শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে মুফাসসিরীনগণ লিখেন যে, একবার অতিগুরুত্বপূর্ণ কিছু হিকমাতকে সামনে রেখে অল্প সময়ের জন্য অহীর আগমন বন্ধ ছিলো। তখন শত্রুরা এই অপবাদ দিতে লাগলো যে, মুহাম্মদের প্রভূ (মহান আল্লাহ) তাকে ছেড়ে দিছে। সে প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে আদ্-দোহা অবতীর্ণ করলেন। যখন জিবরাঈল আমীন আলাইহিস সালাম এই বরকতময় সূরার আদলে করুণাময় প্রভুর মায়াভরা পায়গাম নিয়ে এলেন তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন–

مَا جِئْتُ حَتَّى أَشْتَقْتُ إِلَيْكَ.

"জিবরাঈল তুমি আসতে এতো দেরী করে ফেলেছো যে আমি তোমার সাক্ষাতের অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় ছিলাম।"

তা শুনে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আরয করলেন,

وَأَنَا كُنْتُ أَشَدُّ إِلَيْكَ شَوقًا، وَلَكِنِّي عَبْدٌ مَأْمُورٌ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ.

[৮২]. আবদুল হালিম মাহমুদ : আর রাসূল, পৃষ্ঠা : ২২-২৩

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তো আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ আপনার চেয়ে বেশী ছিলো। কিন্তু আমি যে হুকুমের গোলাম আমি যে আপনার প্রভূর হুকুম ছাড়া অবতরণ করতে পারি না।"[৮৩]

میان عاشق و معشوق رمزیست　　کراما کاتبیں را ہم خبر نیست

প্রেমিক প্রেমিকার মাঝে কিছু রহস্য থাকে যা 'কিরামান কাতিবীনদের'ও (সম্মানিত লেখক ফিরেশতা) খবর থাকে না।

৩৭. 'মাহবূবের দর্পনেই মাহবূবের দীদারলাভ

ইমাম আলূসী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরামগণ যখন প্রিয়তম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণে ব্যকুল হয়ে যেত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতি দর্শনের আশায় বেরিয়ে পড়তেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাঁর হুজরা মুবারকে অনুসন্ধান করতেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীনের কাছে গিয়ে বলতেন যে, আমাদের কাছে প্রিয়তম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত ছাড়া স্বস্তি আসছে না। সুতরাং অনেক সময় হযরত মাযমূনা রাদিআল্লাহু আনহু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত আয়নাটা পেশ করতেন। যখন সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু সেই আয়না দেখতেন তখন নিজেকে নিজে দেখার পরিবর্তে মাহবূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই দেখতে পেতেন। রেওয়ায়েতের বাক্যগুলো দেখা যাক–

رَوَيَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَحَبَّ أَنْ يَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَجَاءَ إِلَى مَيْمُونَةَ فَأَخْرَجَتْ لَهُ مِرْآتَهُ فَنَظَرَ فِيهَا فَرَأَى صُورَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَرَ صُورَةَ نَفْسَهُ.

"বর্ণিত আছে যে, যখন কোনো সাহাবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদারে অস্থির হয়ে যেত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন কামনা করতো তখন মায়মূনা রাদিআল্লাহু আনহার কাছে আসতো। আর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[৮৩]. ১) খাজেন : আত তাফসীর, ৪/৪৮৫
২) কুরতুবী : আল জামে লি আহকামিল কুরআন, ২০/৯৪
৩) বগভী : মুআলিমুত তানযিল, ৪/৯৮

ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত আয়নাটা তাকে দিতো। যখন সে সাহাবী আয়না মুবারকে দৃষ্টিপাত করতেন তখন নিজ আকৃতি দেখার পরিবর্তে তার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকৃতি মুবারক ভেসে উঠতো।"[৮৪]

৩৮. প্রিয়তমের তিরোধানের পর বেঁচে থাকার কী আশা করবো!

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, জনৈক নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারকের যিয়ারত করতে এসে আমাকে বলতে লাগলো,

إِكْشِفِيْ لِي قَبْرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَشَفْتُهُ لَهَا، فَبَكَتْ حَتَّى مَاتَتْ.

"আমাকে হুজরা মুবারক খুলে দিন। (আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাযার যিয়ারাতের প্রত্যাশী) আমি খুলে দিলাম। সেই নারীটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়োগব্যথায় খুব কাঁদলো। এমনকি আল্লাহর কাছে চলে গেলো।"[৮৫]

৩৯. প্রেমিকদলপতি হযরত ওয়াইস করনী রাদিআল্লাহু আনহুর হৃদয়াবেগ

হযরত ওয়াইস করনী রাদিআল্লাহু আনহুর নাম ঠোঁটে আসতে নয়নে ও হৃদয়মাঝে সুঘ্রাণদীপ্ত মশাল সুরভির দীপ্তি ছড়াতে থাকে। চোখের পলক সেই আশেকে রাসূলের সম্মানে ঝুঁকে যায়।

উহুদ যুদ্ধে যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক দন্তসমূহ শহীদ হলো আর সংবাদটি এই আশেকে রাসূল পর্যন্ত পৌঁছলো তখন তিনি একেক করে তাঁর সমস্ত দাঁত শহীদ করে দিলেন এই ভেবে যে, জানি না প্রিয়তমের কোন দাঁতটি শহীদ হয়েছিলো। হযরত ওয়াইস করনী রাহমতুল্লাহি আলাইহির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যদিও সাক্ষাত নসীব হয় নি কিন্তু কল্পনার আঁখিযুগল প্রতিটি মুহূর্তে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখাবয়বের প্রদক্ষিণে থাকতো সদা সচল।

হযরত ওয়াইস করনী রাদিআল্লাহু আনহু 'করন' এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি স্বীয় বয়োবৃদ্ধ দুর্বল মাতাকে একা রেখে দীর্ঘ পথ সফর করতে সক্ষম ছিলেন না। আবার এই সন্দেহও ছিলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[৮৪]. আলূসী : রুহুল মা'আনী, ২২/৩৯

[৮৫]. ১) কাযী আয়াজ : আশ শেফা, ৩/৫৭০
২) ইবনে জওযী : সিফাতুস সফওয়া, ২/২০৪, হাদিস : ২০৩

ওয়াসাল্লামের দরবারে পৌঁছে শেষ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকরশ্মি থেকে আলোক গ্রহণ করতে পারবেন কি না? ওয়াইস করনী রাদিআল্লাহু আনহুর প্রতিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীমাহীন ভালোবাসা ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন যে, করনের ওয়াইস নামি এক ব্যক্তি আছে; যে কিয়ামত দিবসে বনী রবীআ এবং বনী মুযরের ভেড়ার পশম পরিমাণ আমার উম্মতদের জন্য সুপারিশ করবে। তা থেকে অনুমান করা যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সেই গোলামকে কী পরিমাণ ভালোবাসতেন। সাইয়েদুনা উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-

إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ.

"হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাবেঈনদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি ওই লোক যার নাম 'ওয়াইস'। তার মাতা জীবিত আছে। তার কুষ্ঠ রোগ আছে। আর তাকে বলবে যে, সে যেন তোমাদের জন্যে দো'আ করে।"[৮৬]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম অনুসারে সাইয়েদুনা ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু এবং সাইয়েদুনা আলী রাদিআল্লাহু আনহু যখন সেই আশেকে রাসূলের কাছে পৌঁছলেন। ওয়াইস করনী রাদিআল্লাহু আনহু তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদাবনত ছিলেন। আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট 'মাহবুবে'র সালাম পৌঁছালেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য দোয়া করতে আরম্ভ করলেন।[৮৭]

---

[৮৬]. ১) মুসলিম : আস-সহীহ, কিতাবু ফাদায়িলুস সাহাবা, ৪/১৯৬৮, হাদিস : ২৫৪২
২) হাকেম : আল-মুসতাদরক, ৩/৪৫৬, হাদিস : ৫৭২০
৩) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১/৩৮
৪) ইবনে সা'আদ : আত তাবকাতুল কুবরা, ৬/১৬৩
৫) ইবনে হাযর আসকালানী : আল ইসাবা, ১/২২০

[৮৭]. ১) ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৬/৩৯৭, হাদিস : ৩২৩৪৪
২) আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ১/১৮৭, ১৮৮, হাদিস : ২১২
৩) বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, ৫/৩২১, হাদিস : ৬৭৯৮
৪) আবু নায়ীম : হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/৮০-৮২
৫) ইবনে আসাকির : আত তারিখ, ৬/১৪৫, ১৬৬

৪০. একজন ইয়াহুদি আলিম এবং মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদারের প্রবল আকাঙ্খা

সাইয়েদুনা হযরত আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর কোনো এক বৃহস্পতিবার সকাল বেলায় বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় শুভ্র দাড়ি বিশিষ্ট এক ব্যক্তি আসলো। সে আপন যানবাহনটি মসজিদের দরজায় বেঁধে রাখলো আর এই বলতে বলতে প্রবেশ করলো–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ هَلْ فِيْكُمْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ؟

"তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক। তোমাদের মাঝে কি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ উপস্থিত আছেন?"[৮৮]

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বললেন,

أَيُّهَا السَّائِلُ عَنْ مُحَمَّدٍ مَا ذَا تُرِيْدُ مِنْهُ.

"হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে প্রশ্নকারী! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তোমার কি কাজ?"

সে বললো, আমি ইয়াহুদী ওলামাদের মধ্যে একজন আলেম। আমি আশি বৎসর পর্যন্ত তাওরাত কিতাব অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছি। তাতে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা খুব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর আমি তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এসেছি। এভাবে বলতে বলতে এক পর্যায়ে বললো, আমি তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করে ইসলামের দীক্ষা নিতে উপস্থিত হয়েছি।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু তাকে বললেন, তিনি আর আমাদের মাঝে নেই। তা শুনে সেই ইয়াহুদি আলিম বড় দুঃখিত হলো আর বললো,

هَلْ فِيْكُمْ قَرَابَةُ مُحَمَّدٍ؟

"আপনাদের মাঝে তাঁর কোনো নিকটতাত্মীয় আছে কি?"

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু আনহুকে বললেন, তাকে হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট নিয়ে যাও। সেখানে গিয়ে ওই ইয়াহুদি আলেম তার পরিচয় দেয়ার পর মনের এই আশা পেশ করলো,

[৮৮]. ইবনে আসাকির : আত তারিখ, ১/৩৪২

هَاتِ الثَّوْبَ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَاءَ فَأَخَذَهُ الْحِبْرُ وَأَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ وَجَعَلَ يَسْتَنْشِقُ رِيْحَهُ، وَيَقُوْلُ : بِأَبِيْ وَأُمِّيْ مَنْ جَسَدٌ نَشَفَ فِيْهِ هَذَا الثَّوْبِ.

"আমি রাসূলের কোনো কাপড় হলেও দেখতে চাই। হযরত ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহু আপন পুত্র ইমাম হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বললেন, সেই কাপড়টি নিয়ে এসো যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের সময় পরিহিত ছিলেন। কাপড়টি যখন আনা হলো তখন সে কাপড়টি মুখে জড়িয়ে নিলো আর তা থেকে সুবাস নিচ্ছিলো। আর বারবার বলছিলো যে, এই কাপড় ওয়ালার ওপর আমার মা-বাবা কোরবান হোক।"

অতঃপর হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে বললো,

صِفْ لِيْ صِفَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّى كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ.

"হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু গুণাবলী এমনভাবে বর্ণনা করো যেন আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি।"

তা শুনে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় জাযবাকে সংবরণ করতে পারলেন না।

فَبَكَى عَلِيٌّ بُكَاءً شَدِيْدًا وَقَالَ : وَاللهِ لَإِنْ كُنْتُ مُشْتَاقًا إِلَى مُحَمَّدٍ فَأَنَا أَشْوَقُ إِلَى حَبِيْبِيْ مِنْكَ.

"হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু সজোরে কেঁদে ওঠলেন এবং বললেন, প্রশ্নকারী ভাই! খোদার কসম, আপনার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতের যতটুকু আগ্রহ তার চেয়ে অনেক বেশী আগ্রহ আমার প্রিয়তম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলনের।"[৮৯]

অতঃপর সাইয়েদুনা আলী রাদিআল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপাদমস্তক পবিত্র অবয়াবকৃতি সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। যার

[৮৯]. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক আল কবির, ১/৩৪২-৩৪৩

পুঙ্খানোপুঙ্খরূপে সত্যায়িত করেছে পূর্বেকার আসমানী কিতাবসমূহের আলোকে ওই ইয়াহুদী আলিম। অতঃপর তখনই সে মুসলমান হয়ে গেলো।

মাহবূবের ইন্তেকালে বাহনের বিষণ্ণতা

হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর শোকের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তাঁর উষ্ট্রী না কিছু খেয়েছে আর না কিছু পান করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরলোকগমনের পর যে সব আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে তম্মধ্যে এটাও একটি যে, যে গাধাটির উপর তিনি আরোহন করতেন তাঁর বিয়োগের পর তা এতো বেশী বিষন্ন ও মর্মাহত হলো যে, সে একটি কূপে লাফ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করে দিলো।"[৯০]

উস্তুনে হান্নানা : এক ঈমানজাগানিয়া কাহিনী

ইসলামের প্রথমকালে সরদারে দু'জাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে একটি শুকনো খেজুর বৃক্ষে হেলান দিয়ে খুতবা ও ওয়ায-নসীহত করতেন। আর এভাবে অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। সাহাবায়ে কিরামদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কষ্ট সহ্য হলো না। জনৈক সাহাবীর এক পুত্র কাঠমিস্ত্রি ছিলো। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি মিম্বার নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। যাতে বসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই খর্জুর বৃক্ষ ছেড়ে মিম্বারে খুতবা দিতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ হতে না হতেই সেই বৃক্ষ হতে কান্নার বিলাপ ভেসে এলো। মজলিসে উপস্থিত সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম কান্নার সেই আওয়াজ শুনতে পেলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই অবস্থা দেখলেন তখন মিম্বার হতে নেমে উক্ত বৃক্ষের নিকট তাশরীফ নিলেন আর তাকে স্নেহের হাত

---

[৯০]. ১) আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী : মাদারিজুন নুবুওয়াহ, ২/৪৪৪
২) হালবী : আস সিরাতুল হালবিয়া, ৩/৪৩৩

বুলিয়ে দিলেন। তখন সে ছোট্ট বাচ্চার মতো ফুঁপাতে ফুঁপাতে চুপ হয়ে গেলো![৯১]

বৃক্ষটির ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু'র ভাষ্য নিম্নরূপ–

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ ، فَحَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ .

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুর বৃক্ষের সঙ্গে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। যখন মিম্বার প্রস্তুত হলো তখন সেই বৃক্ষ ছেড়ে মিম্বারে তশরীফ নিলেন। ফলে ওই বৃক্ষ কান্না শুরু করে দিলো। তা প্রত্যক্ষ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে তশরীফ নিলেন এবং স্বহস্তে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিলেন।"[৯২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাবির রাদিআল্লাহু আনহু সেই বৃক্ষটির অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ، ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ ، الَّذِى يُسَكَّنُ .

"খেজুর বৃক্ষটি বাচ্চার মতো কান্না শুরু করে দিলো। তো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে অবতরণ করে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাকে কোলে তুলে নিলেন। ফলে সেই বৃক্ষটি বাচ্চার ন্যায় ফুঁপাতে ফুঁপাতে চুপ হয়ে গেলো।"[৯৩]

---

[৯১]. ১) ইবনে মাজাহ : আস সুনান, ১/৪৫৫
২) দারমী : আস সুনান, ১/২৯, হাদিস : ৩২
৩) তাবরানী : আল-মু'জামুল আওসাত, ২/৩৬৭, হাদিস : ২২৫০

[৯২]. ১) বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, ৩/১৩১৪, হাদিস : ৩৩৯০
২) তিরমিযী : আস্-সুনান, আবওয়াবুল মানাকিব, ৫/৫৯৪, হাদিস : ৩৬২৭
৩) ইবনু হিব্বান : আস সহীহ, ১৪/৪৩৫, হাদিস : ৬৫০৬
৪) বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ৩/১৯৫, হাদিস : ৫৪৮৯

[৯৩]. ১) বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, ৩/১৩১৪, হাদিস : ৩৩৯১
২) বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ৩/১৯৫, হাদিস : ৫৪৮৯

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহু ও হযরত জাবির ইবনে আদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু তার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ ، حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ .

"আমরা তার কান্নার আওয়ায শুনেছি। সে এমনভাবে কাঁদলো যেমনটি উটনী আপন বাচ্চার বিয়োগে কেঁদে থাকে । এমনকি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ নিয়ে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলেন । ফলে তা নিশ্চুপ হয়ে গেলো ।"[৯৪]

সাহাবায়ে কিরাম বলেন,

لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বৃক্ষকে জড়িয়ে সান্ত্বনা না দিতেন, তাহলে তা কিয়ামত পর্যন্ত কাঁদতো ।"[৯৫]

আসলে এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র পৃষ্ঠের স্পর্শের বরকত ছিলো যে, একটি অসাড় লাকড়িতে প্রাণের সঞ্চার হলো । উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ যা স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসের ভাষ্য এই–

كَانَ جِذْعُ نَخْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ يُسْنِدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ظَهْرَهُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ أَوْ حَدَثَ أَمْرٌ يُرِيدُ أَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ فَقَالُوا أَلاَ نَجْعَلُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ شَيْئاً كَقَدْرِ قِيَامِكَ قَالَ «لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا». فَصَنَعُوا لَهُ مِنْبَراً ثَلاَثَ

[৯৪]. ১) বুখারী : আস্-সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, ৩/১৩১৪, হাদিস : ৩৩৯২
২) দারমী : আস সুনান, ১/৩০, হাদিস : ৩৪
৩) বায়হাকী : আস-সুনানুল কুবরা, ৩/১৯৫, হাদিস : ৫৪৮৭
৪) ইবনে সা'আদ : আত তাবকাতুল কুবরা, ১/২৫৩
৫) ইবনে জওযী : সিফাতুস সফওয়া, ১/৯৮

[৯৫]. ১) ইবনে মাজাহ : আস সুনান, কিতাবু ইকামাতিস সালাত, ১/৪৫৪, হাদিস : ১৪১৫
২) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১/৩৬৩
৩) ইবনে আবু শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ, ৬/৩১৯, হাদিস : ৩১৭৪৬
৪) আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ, ৬/১১৪, হাদিস : ৩৩৮৪
৫) আবদ ইবনে হুমাইদ : আল-মুসনাদ, ১/৩৯৬, হাদিস : ১৩৩৬

مَرَاقِيَ، قَالَ : فَجَلَسَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَخَارَ الْجِذْعُ كَمَا تَخُورُ الْبَقَرَةُ جَزَعاً عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَالْتَزَمَهُ وَمَسَحَهُ حَتَّى سَكَنَ.

"যখন মসজিদে নববীতে খুতবা প্রদান বা কোনো সময় মানুষকে আল্লাহর বাণী শুনানো হতো তখন একটি খেজুর গাছের সাথে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াতেন। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলো, যদি আপনার মর্জি হয় তাহলে আপনার জন্য এমন একটি জিনিস তৈরী করবো যার উপর আপনি দাঁড়াবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যদি করতে চাও তো অনুমতি আছে। সুতরাং তিন স্তর বিশিষ্ট একটি মিম্বার তৈরী করা হলো ।"[৯৬]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাতে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে শুরু করলেন তখন বৃক্ষটি থেকে কান্নার ধ্বনি শোনা গেলো । তো সঙ্গে সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করে তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন । আর তাকে (যেভাবে বাচ্চাকে শান্ত করা হয় সেভাবে) তার উপর স্নেহের হাত বুলাতে লাগলেন । অবশেষে তা শান্ত হয়ে গেলো ।"

মাওলানা রূমী (রহ.)'র মসনবী : নবী বিরহের কবিতাগুচ্ছ

মাওলানা রূমী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সেই ঘটনাটি তার প্রীতিআপ্লুত কবিতামালায় ব্যক্ত করেছেন। পাঠকের মনের প্রশান্তির দিকে লক্ষ্য করে তা অনুবাদসহ দেয়া গেলো ।

استن حنانہ از ہجر رسول   نالہ میزد ہچوار باب عقول

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরহে কাতর খেজুর স্তম্ভটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো একেবারে সজ্ঞান প্রাণীর মতো!

در میان مجلس وعظ آنچنان   کزوی آگہ گشت ہم پیر وجوان

বয়ানের মজলিসে তা এমনভাবে কান্না করলো যে, উপস্থিত সবাই তা উপলব্ধি করলো ।

در تحیر ماندہ اصحاب رسول   کز چہ مینالد ستون با عرض وطول

সমস্ত সাহাবা বিস্মিত হয়ে গেলো, কেন এই আহাজারি!

[৯৬]. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ২/১০৯

گفت پیغمبر چہ خواہی ای ستون　　گفت جانم از فراقت گشت خون

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বৃক্ষ তোমার কি হয়েছে? সে বললো, আপনার বিয়োগবিরহে আমার হৃদয়জগত রক্তাক্ত হয়ে গেছে!

مسندت من بودم از من تاختی　　بر سر منبر تو مسند ساختی

ইতিপূর্বে আপনার মসনদ তো ছিলাম আমি। আজ আমার থেকে বিমুখ হয়ে মসনদ বানিয়েছেন মিম্বারকে!

پس رسولش گفت کای نیکو درخت　　ای شدہ با سرّ تو ہمراز بخت

گر ہمی خواہی ترا نخلی کنند　　شرقی و غربی ز تو میوہ چنند

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে খোশ্‌কিসমতি বৃক্ষ! তুমি যদি চাও তাহলে তোমাকে আবার ফলন্ত বৃক্ষ বানিয়ে দেয়া হবে আর পূর্ব পশ্চিমের সকল লোকেরা তোমার ফল খাবে।

یا در آن عالم حقت سروی کند　　تا تر و تازہ بمانی تا ابد

অথবা আগামীতে তোমাকে জান্নাতের বৃক্ষ বানিয়ে দেয়া হবে। আর সেখানে তুমি চিরদিন সতেজ থাকবে।

گفت آن خواہم کہ دایم شد بقاش　　بشنو ای غافل کم از چوبی مباش

সে বললো, আমি তো চিরজীবি হতে চাই। হে গাফেল, তুমিও একটু জাগ্রত হও। একটি শুকনো কাঠের চেয়ে হীন হয়ো না তুমি। একটি নিস্প্রাণ লাকড়ি যদি আখেরাতের চিন্তা করতে পারে তো মানুষের তো আরো বেশী আখিরাতমুখী হওয়া চায়। আরো বেশী আগ্রহ ও প্রেরণা থাকা চায়।

آن ستون را دفن کرد اندر زمین　　تا چو مردم حشر گردد یوم دین

অবশেষে সেই বৃক্ষটিকে দাফন করে দেয়া হয়েছিলো। যাতে করে কিয়ামতের দিন তাকে মানুষের মতো করে ওঠানো হয়।[৯৭]

[৯৭]. মাওলানা রুমী : মছনভী শরীফ, পৃষ্ঠা : ৫৬, প্রথম দফতর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রমাণপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল হাকীম

২. আলুসী : মাহমুদ ইবনে আবদিল্লাহ হুসাইনী, (১২১৭-১২৭০ হি./১৮০২-১৮৫৪ খ্রি.), **রুহুল মা'আনী ফি তাফসীরিল কুরআন আল-আযিম ওয়াস সাবয়িল সামানী**, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবী।

৩. ইবনে আবি শায়বাহ : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে উসমান কুফী (১৫৯-২৩৫ হি./৭৭৬-৮৪৯ ইং), **আল-মুসান্নাফ** : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.।

৪. ইবনে আসির : আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল করিম বিন আব্দুল ওয়াহেদ শায়বানী, জাযরী (৫৫৫-৬৩০ হি./১১৬০-১২৩৩ ইং) **উস্‌দুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস্‌ সাহাবা**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৫. ইবনে আসির : আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল করিম বিন আব্দুল ওয়াহেদ শায়বানী, জাযরী (৫৫৫-৬৩০ হি./১১৬০-১২৩৩ ইং) **আল-কামেল ফিত তারিখ**, বৈরুত, লেবানন, দারে সাদের, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ ইং।

৬. ইবনে ইসহাক : মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার (৮৫-১৫১ হি.) **সীরাতে ইবনে হিশাম** : মা'হাদ আদ দেরাসাত ওয়াল আবহাছ লিত তা'রীব।

৭. ইবনে জা'দ : আবুল হাসান আলী বিন জা'দ বিন উবাইদ হাশেমী (১৩৩-২৩০ হি./৭৫০-৮৪৫ ইং) **আল-মুসনদ** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাহ নাদের, ১৪১০ হি./১৯৯০ ইং।

৮. ইবনুল যাওজী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ ইং), **সিফাতুস সাফওয়া**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ ইং।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৯. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ ইং), **আস সেকাত** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ ইং।

১০. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ ইং।

১১. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ ইং), **আল-ইসাবা ফি তাময়িজিস্ সাহাবা** : বৈরুত, লেবানন, দারুল জিল, ১৪১২ হি./১৯৯২ ইং।

১২. ইবনে খুযাইমা : আবু মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (২২৩-৩১১ হি./৮৩৮-৯২৪ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯০ হি./১৯৭০ ইং।

১৩. ইবনে রাহুআই : আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে ইবরাহিম ইবনে মাখলাদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে আবদুল্লাহ (১৬১-২৩৭ হি./৭৭৮-৮৫১ ইং), **আল-মুসনাদ**, মদিনা মুনাওয়ারাহ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল ঈমান, ১৪১২ হি./১৯৯১ ইং।

১৪. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (১৬৮-২৩০ হি./৭৮৪-৮৪৫ ইং) **আত তাবকাতুল কুবরা** : বৈরুত, লেবানন, দারে বৈরুত লিত তাবাআতে ওয়ান নশর, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ ইং।

১৫. ইবনে আবদুল বর : আবু ওমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি./৯৭৯-১০৭১ ইং), **ইল ইসতিআব ফি মা'রিফাতিল আসহাব**, বৈরুত, লেবানন, দারুল জিল, ১৪১২ হি.।

১৬. ইবনে আবদুল বর : আবু ওমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি./৯৭৯-১০৭১ ইং), **আত্-তামহীদ**, মরক্কো, ওয়াজারাতে উমুমুল আওকাফ ওয়াশ্ শুউনুল ইসলামীয়া, ১৩৮৭ হি.।

১৭. ইবনে আবদুল বর : আবু ওমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি./৯৭৯-১০৭১ ইং), **আদ্ দুরর**, কায়রো, মিশর, দারুল মা'আরিফ, ১৪০৩ হি.।

১৮. ইবনে আসাকির : আবু কাসেম আলী ইবনে হাসান ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুসাইন দিমশকী (৪৯৯-৫৭১ হি./১১০৫-১১৭৬ ইং), **তারিখে দামিশক আল-কাবির** (তারিখে ইবনে আসাকির), বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি, ১৪২১ হি./২০০১ ইং।

১৯. ইবনে আসাকির : আবু কাসেম আলী ইবনে হাসান ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুসাইন দিমশকী (৪৯৯-৫৭১ হি./১১০৫-১১৭৬ ইং), **তারিখে/তাহযীবে দামিশক আল-কাবির** (তারিখে ইবনে আসাকির), বৈরুত, লেবানন, দারুল মসীর, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ ইং।

২০. ইবনে কায়সারানী : আবুল ফজল মুহাম্মদ বিন তাহের বিন আলী বিন আহমদ মুকাদ্দেসী (৪৪৮-৫০৭ হি./১০৫৬-১১১৩ ইং) **তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ**, রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুস্ সমিয়ী, ১৪১৫ হি.।

২১. ইবনে কাইয়িম : আবু আবদ মুহাম্মদ বিন আবু বকর আয়ুব আয্-যরয়ী (৬৯১-৭৫১ হি.) **যাদুল মা'আদ ফি হাদয়ি খায়রিল ইবাদ** : কুয়েত, মাকতাবাতুল মানার আল ইসলামিয়া, ১৯৮৬ ইং।

২২. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ ইং), **আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ ইং।

২৩. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ ইং), **তাফসিরুল কুরআনিল আযিম** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

২৪. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ ইং), **শামায়িলুর রাসূল** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা।

২৫. ইবনে মাজাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ কাযবেনী (২০৯-২৭৩ হি./৮২৪-৮৮৭ ইং), **আস-সুনান** :

বৈরুত, লেবানন,দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ ইং।

২৬. ইবনে মুবারক : আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াজেহ মারওয়াজী (১১৮-১৮১ হি./৭৩৬-৭৯৮ ইং), **কিতাবুয যুহুদ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

২৭. ইবনে মুনদাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াহইয়া (৩১০-৩৯৫ হি./৯২২-১০০৫ ইং) **আল- ঈমান** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাহ রিসালা, ১৪০৬ হি.।

২৮. ইবনে হেশাম : আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক হেশাম হিময়ারী (২১৩ হি./৮২৮ ইং) **আস সিরাতুন নববিয়া** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইবনে কাসীর, ১৪২৩ হি./২০০৩ ইং।

২৯. আবু দাউদ : সুলাইমান ইবনে আস-সাজিসতানী (২০২-২৭৫ হি./৮১৭-৮৮৯ ইং), **আস-সুনান** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং।

৩০. দুরকী : আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন ইবরাহিম বিন কাসীর (১৬৮-২৪৬ হি.) **মুসনদে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস** : বৈরুত, লেবানন, দারুল বাশায়ের আল ইসলামিয়া, ১৪০৭ হি.।

৩১. মুবারক পুরী : আবু আলা মুহাম্মদ আবদুর রহমান বিন আবদুর রহিম (১২৮৩-১৩৫৩ হি.) **তুহফাতুল আহওয়াজী** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৩২. আবু আওয়ানা : ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইবরাহিম বিন যাইদ নিসাপুরী (২৩০-৩১৬ হি./৮৪৫-৯২৮ ইং) **আল-মুসনদ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৯৯৮ ইং।

৩৩. আবু নায়ীম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ ইং), **হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

৩৪. আবু নায়ীম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ ইং), **দালায়িলুন নুবুওয়াহ** : হায়দারাবাদ, ভারত, মজলিসু দায়িরায়ে মা'রিফ উসমানিয়া, ১৩৬৯ হি./১৯৫০ ইং।

৩৫. আবু নায়ীম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ ইং), **আল-মুসনাদুল মুসতাখরাজ আলা সহীহি মুসলিম** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৯৬ ইং।

৩৬. আবু ইয়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্না ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি./৮২৫-৯১৯ ইং), **আল-মুসনাদ** : দামিস্ক, সিরিয়া, দারুল মামুন লিত তুরাস, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ ইং।

৩৭. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ ইং), **ফাযায়িলুস সাহাবা**, বৈরুত, লেবানন, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা।

৩৮. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ ইং), **আল-মুসনাদ** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ ইং।

৩৯. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), **আল-আদবুল মুফরাদ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল বাশায়ের আল-ইলমিয়া, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ ইং।

৪০. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং), **আল-জামিউস সহীহ** : বৈরুত, লেবানন + দামিস্ক, সিরিয়া, দারুল কলম, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং।

৪১. বাযযার : আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালেক বসরী (২১০-২৯২ হি./৮২৫-৯০৫ ইং), **আল-মুসনাদ**, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৯ হি.।

৪২. বগভী : আবু মুহাম্মদ হোসাইন বিন মাসউদ বিন মুহাম্মদ (৪৩৬-৫১৬ হি./১০৪৪-১১২২ ইং) **মুআলিমুন তানযিল** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ ইং।

৪৩. বেজুরী : ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ (১২৭৬ হি.) **আল মওয়াহিবুল লুদুনিয়া হাশিয়া আলাশ শামায়িলল মুহাম্মাদিয়া** : মিশর, মাতবাআ মুস্তাফা আল বাবী হালবী, ১৩৭৫ হি./১৯৫৬ ইং।

৪৪. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **আস-সুনানুল কুবরা** : মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবা দারুল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং।

৪৫. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ ইং), **শুআবুল ঈমান** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।, ১৪১০ হি./১৯৯০ ইং।

৪৬. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা ইবনে দাহহাক সালামী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ ইং), **আল-জামেউস সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল গুরাবুল ইসলামী, ১৯৯৮ ইং।

৪৭. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা ইবনে দাহহাক সালামী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ ইং), **আশ শামায়িলুল মুহাম্মদিয়া** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুল কুতুব আস সাকাফিয়া, ১৪১২ হি.।

৪৮. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা ইবনে দাহহাক সালামী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ ইং), **আশ শামায়িলুল মুহাম্মদিয়া মাআ জামেউত তিরমিযী** : মুলতান, পাকিস্তান, ফারুকী কুতুবখানা।

৪৯. হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ ইং), **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন** : বৈরুত, লেবানন-দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি./১৯৯০ ইং।

৫০. হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ ইং), **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন** : মক্কা, সৌদি আরব, দারুল বায লিন নশর ওয়াত তওযি'।

৫১. হালবী : আলী বিন বুরহানুদ্দীন (১৪০৪ হি.) আস সিরাতুল হালবিয়া : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০০ হি.।

৫২. হোমাইদী : আবু বকর আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (২১৯ হি./৮৩৪ ইং) আল-মুসনদ : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব

আল ইলমিয়া + কায়রো, মিশর, মাকতাবাতুল মুনতাবা।

৫৩. খাযেন : আলী বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম বিন ওমর বিন খলিল (৬৭৮-৭৪১ হি./১২৭৯-১৩৪০ ইং) **লুবাবুত তাবিল ফি মা'নিত তানযিল** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা।

৫৪. খতিবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি./১০০২-১০৭১ ইং), **তারিখে বাগদাদ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৫৫. খফাজী : আবু আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ওমর (৯৭৯-১০৬৯ হি./১৫৭১-১৬৫৯ ইং) নছিমুর রিয়াদ : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪১২ হি./২০০১ ইং।

৫৬. দারমী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান (১৮১-২৫৫ হি./৭৯৭-৮৬৯ ইং) **আস্ সুনান** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি.।

৫৭. দিয়ারে বকরী : হোসাইন বিন মুহাম্মদ বিন আল হাসান (৯৬৬ হি./১৫৫৯ ইং) **তরিখুল খমিস ফি আহওয়ালি আনপুসে নসীস** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুশ শাবান লিন নশর ওয়াত তাওযি'।

৫৮. যাহাবী : শাসসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.), **সি'আরু আলামিন নুবালা**, বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালাহ, ১৪১৩ হি.।

৫৯. যুরকানী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকি ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমদ ইবনে আল-ওয়ান মিসরী, আযহারী, মালেকী (১০৫৫-১১২২ হি./১৬৪৫-১৭১০ ইং.), **শরহুল মুআত্তা**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি.।

৬০. সবকী : তকী উদ্দিন আবুল হাসন আলী বিন আবদুল কাফী বিন আলী বিন তামাম বিন ইউসুফ বিন মূসা বিন তামাম আনসারী (৬৮৩-৭৫৬ হি./১২৮৪-১৩৫৫ ইং) **শেফাউস সেকাম** : হায়দরাবাদ, ভারত, দায়েরা মা'রেফে নেজামিয়া, ১৩১৫ হি.।

৬১. সাঈদ বিন মনসুর : আবু উসমান আল খুরাসানী (২২৭ হি.) **আস সুনান** : ভারত, আদ দারুস সলফিয়া, ১৯৮২ ইং।

৬২. সমহুদী : নূরুদ্দীন আলী বিন আহমদ আল মিসরী (৯১১ হি.) **ওয়াফাউল ওয়াফা বি আখবারি দারিল মুস্তাফা** : মিসর, মাতবায়াতুস সাআদাহ, ১৩৭৩ হি./১৯৫৪ ইং।

৬৩. সুহাইলী : আবু কাশেম আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন আবু হাসন খাশমায়ী (৫০৮-৫৮১ হি.) **আর রওজুল আনিফ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ ইং।

৬৪. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), **তারিখুল খুলাফা**, বাগদাদ, ইরাক, মাকতাবাতুশ শরক আল জাদীদ।

৬৫. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), **আল-খাসায়িসুল কুবরা**, ফায়সল আবাদ, পাকিস্তান, মাকতাবা নূরিয়া রেজভীয়া।

৬৬. সুয়ুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ ইং), **আদ-দুররুল মানসূর ফিত তাফসীর বিলমা'সূর** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'ফিরা।

৬৭. শাশী : আবু সাঈদ হাইসম বিন কুলাইব বিন শুরাইহ (৩৩৫ হি./৯৪৬ ইং) **আল-মুসনাদ** : মদিনা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪১০ হি.।

৬৮. শায়বানী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আমর ইবনে দাহহাক ইবনে মাখলাদ (২০৬-২৮৭ হি./৮২২-৯০০ ইং.), **আল-আহাদ ওয়াল মাসানি**, রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল রায়া, ১৪১১ হি./১৯৯১ ইং।

৬৯. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুল আওসত** : রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৭০. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুস সগীর** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ ইং।

৭১. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুল কবির** : মুসিল, ইরাক, মাতবাআতুয যাহরা আল-হাদিছা।

৭২. তাবরানী : সুলাইমান ইবনে আহমাদ (২৬০-৩৬০ হি./৮৭৩-৯৭১ ইং), **আল-মু'জামুল কবির** : কায়রো, মিসর, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া।

৭৩. তাবারী : আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির ইবনে ইয়াযিদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ ইং.), **জামিউল বয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন**, বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

৭৪. তাবারী : আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির ইবনে ইয়াযিদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ ইং.), **তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪০৭ হি.।

৭৫. মুহিব্বে তাবারী : আবু জাফর আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম (৬১৫-৬৯৪ হি./১২১৮-১২৯৫ ইং.), **যখায়েরুল উকবা ফি মানাকিবি যবিল কুরবা**, জিদ্দা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুস সাহাবা, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ ইং।

৭৬. মুহিব্বে তাবারী : আবু জাফর আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম (৬১৫-৬৯৪ হি./১২১৮-১২৯৫ ইং), **আর রিদুন নাদরাহ ফি মানাকিবি যবিল কুরবা**, বৈরুত, লেবানন, দারুল গুরব আল-ইসলামী, ১৯৯৬ ইং।

৭৭. তাহাবী : আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে সালমা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালমা (২২৯-৩২১ হি./৮৫৩-৯৩৩ ইং), **শরহু মা'আনিল আসার** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৩৯৯ হি.।

৭৮. তায়ালিসী : আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে দাউদ জারুদ (১৩৩-২০৪ হি./৭৫১-৮১৯ ইং), **আল-মুসনাদ** : বৈরুত, লেবানন, দারুল মা'রিফা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৭৯. আবদ বিন হুমাইদ : আবু মুহাম্মদ নসর আল কিসি (২৪৯ হি./৮৬৩ ইং) আল-মুসনদ : কায়রো, মিশর, মাকতাবাতুস্ সুন্নাহ, ১৪০৭ হি./১৯৮৮ ইং।

৮০. দেহলভী : শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (৯৫৮-১০৫২ হি./১৫৫১-১৬৪২ ইং) **মাদারিজুন নুবুওয়াহ** : কানপুর, ভারত, মাতবাআ মুন্সি নুলকিশোর।

৮১. আবদুল হালিম : আবদুল হালিম মাহমুদ, **আর রাসূল**।

৮২. আবদুর রাজ্জাক : আবু বকর ইবনে হুমাম ইবনে নাফে' সুনআনি (১২৬-২১১ হি./৭৪৪-৮২৬ ইং), **আল-মুসান্নাফ** : বৈরুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.।

৮৩. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ ইং), **আল-ইসাবা ফি তাময়িজিস্ সাহাবা** : বৈরুত, লেবানন, দারুল জিল, ১৪১২ হি./১৯৯২ ইং।

৮৪. কাযী আয়াজ : আবুল ফজল আয়াজ ইবনে মূসা ইবনে আয়াজ ইবনে আমর ইবনে মূসা ইবনে আয়াজ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মূসা ইবনে আয়াজ (৪৭৬-৫৪৪ হি./১০৮৩-১১৪৯ ইং), **আস-শিফা বিতা'রিফি হুকুকিল মুস্তাফা** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাব আল-আরবী।

৮৫. কাযী আয়াজ : আবুল ফজল আয়াজ ইবনে মূসা ইবনে আয়াজ ইবনে আমর ইবনে মূসা ইবনে আয়াজ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মূসা ইবনে আয়াজ (৪৭৬-৫৪৪ হি./১০৮৩-১১৪৯ ইং), **আস-শিফা বিতা'রিফি হুকুকিল মুস্তাফা** : মুলতান, পাকিস্তান, আবদুত তাওয়াব একাডেমী।

৮৬. কুরতুবী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া উমুবী (২৮৪-৩৮০ হি./৮৯৭-৯৯০ ইং.), **আল-জামে লি আহকামিল কুরআন**, বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।

৮৭. কুসতালানী : আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন আবদুল মালিক বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন হোসাইন বিন আলী (৮৫১-৯২৩ হি./১৪৪৮-১৫১৭ ইং) **ইরশাদুস্ সারী শরহু সহীহিল বুখারী** : বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর।

৮৮. কুসতালানী : আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন আবদুল মালিক বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন হোসাইন বিন আলী (৮৫১-৯২৩ হি./১৪৪৮-১৫১৭ ইং) **আল-মওয়াহিবুল লুদুনিয়া** : বৈরুত, লেবানন, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪১২ হি./১৯৯১ ইং।

৮৯. গনগুহী : মাওলানা রশিদ আহমদ গনগুহী (১৯০৫ ইং) **লামেউদ দারারী আলাল জামে আত তিরমিযী**।

৯০. মালেক : মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালকস ইবনে আবু আমের ইবনে আমর ইবনে হারেছ ইসবাহী (৯৩-১৭৯ হি./৭১২-৭৯৫ ইং), **আল-মুআত্তা** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ ইং।

৯১. মরওয়াযী : মুহাম্মদ ইবনে নসর ইবনে আল-হাজ্জাজ, আবু আবদুল্লাহ (২০২-২৯৪ হি.), **আস-সুন্নাহ** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুল কুতুব আস-সাকাফিয়া, ১৪০৮ হি.।

৯২. মুযি : আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে যকি আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী (৬৫৪-৭৪২ হি./১২৫৬-১৩৪১ ইং), **তাহযিবুল কামাল** : বৈরুত, লেবানন, মুআসসিসাতুর রিসালা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

৯৩. মুসলিম : মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি./৭২১-৮৭৫ ইং), **আস-সহীহ** : বৈরুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।

৯৪. মুনাবী : আবদুর রউফ ইবনে তাজুল আরেফিন ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবেদীন (৯৫২-১০৩১ হি./১৫৪৫-১৬২১ ইং), **ফয়জুল কাদির শরহিল জামেউস সগীর** : মিসর, মাকতাবা তিজারিয়া কুবরা, ১৩৫৬ হি.।

৯৫. রুমী : মাওলানা রুমী, **মছনবী শরীফ**।

৯৬. নাসায়ী : আহমদ বিন শুআইব আনন নাসায়ী (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ ইং) **আস্ সুনান** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ ইং।

৯৭. নাসায়ী : আহমাদ ইবনে শুয়াইব (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ ইং), **আস-সুনানুল কুবরা**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি./১৯৯১ ইং।

৯৮. নাসায়ী : আহমদ বিন শুআইব আনন নাসায়ী (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ ইং) **ফাদায়িলুস সাহাবা** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৫ হি.।

৯৯. নব্বী : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ বিন মুররী বিন হাসান বিন হোসাইন বিন মুহাম্মদ বিন জমআ বিন হেযাম (৬৩১-৬৭৭ হি./১২৩৩-১২৭৮ ইং) **তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত** : বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া।

১০০. ওয়াহিদুজ্জমান : (১৩২৭ হি.) **তরজমাতুল বুখারী**।

১০১. কুফী : হান্নাদ বিন সুররী কুফী (১৫২-২৪৩ হি.) **আয্ যুহ্দ** : কুয়েত, দারুল খুলাফা লিল কিতাব আল ইসলামী।

১০২. হাইতমী : আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজর (৯০৯-৯৭৩ হি./১৫০৩-১৫৬৬ ইং) আল-জওহারুল মুনাজ্জিম, মাতবাআ আল-খায়রিয়া, ১২১৩ হি.।

১০৩. হাইসমী : নূরুদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি./১৩৩৫-১৪০৫ ইং), **মাযমাউজ জাওয়ায়িদ**, কায়রো, মিসর, দারুর রায়আন লিত তুরাছ + বৈরুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ ইং।

১০৪. হাইসমী : নূরুদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি./১৩৩৫-১৪০৫ ইং), **মাওয়ারিদুয জাময়ান ইলা যাওয়ায়েদে ইবনে হিব্বান**, বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা।

تمت